বিষয়ভিত্তিক
বয়ান

নামায
কুরআন
মাতা-পিতা
ন্যায়বিচার
সদকা

মাওলানা সালমান আহমদ আফতাবী

বিষয়ভিত্তিক
বয়ান

নামায
কুরআন
মাতা-পিতা
ন্যায়বিচার
সদকা

মাওলানা সালমান আহমদ আফতাবী

More Islamic pdf 👇

👉 https://t.me/islaMic_fdf

উৎসর্গ:

প্রিয় দাদা মরহুম কিতাব আলী ও দাদী মরহুমা বেগম কিতাব আলী'র রূহের মাগফিরাত কামনা

এবং

পিতা হাফিজ আফতাব উদ্দিন ও মাতা বেগম আফতাব উদ্দিন'র নেক হায়াত কামনায়।

বিষয়ভিত্তিক বয়ান

সম্পাদনা:

মাওলানা সাজিদুর রহমান সাজিদ

মুহাদ্দিস: জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর, বিয়ানীবাজার, সিলেট

সংকলন:

মাওলানা সালমান আহমদ আফতাবী

ইমাম ও খতিব: পশ্চিম দর্শা কেন্দ্রীয় শাহী জামে মসজিদ, সিলেট
তাকমিল: জামিয়া মাহমুদিয়া ইসলামিয়া সোবহানীঘাট, সিলেট
তাফসির: দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম (আরবী বিশ্ববিদ্যালয়) হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
আলাপন: ০১৭৪৮-৬৭৪২২৩

অঙ্গসজ্জা:

আহসান হাবীব

পরিচালক: হরফ মিডিয়া
১১নং বশির কমপ্লেক্স (২য় তলা), বন্দর বাজার, সিলেট
০১৭২৩-০৯৫৩৭৬

প্রকাশকাল:

আগস্ট ২০১৯ ইংরেজি

হাদিয়া:

২০০/- (দুইশত টাকা) মাত্র

সর্বস্বত্ব

লিখকের

প্রকাশনা সহযোগিতা

মুহা. বেলাল আহমদ চৌধুরী, মুহা. সুলতান আনিছ চৌধুরী

মুহা. খলিল আহমদ নীল, প্রমুখ
ঠিকানা: পশ্চিম দর্শা, সিলেট

প্রকাশনা:

হরফ পাবলিকেশন্স

১১নং বশির কমপ্লেক্স (২য় তলা), বন্দরবাজার, সিলেট

পেশ কথা.....

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد:

যখন থেকে বুঝতে শুরু করেছি তখন থেকেই লেখা-লেখি এবং ওয়াজের ব্যাপারে আগ্রহ ছিলো অনেক। কিন্তু একই সাথে উভয়টাতে প্রচেষ্টা করা আমার পক্ষে একটু কষ্টকরই ছিলো। তাই লেখা-লেখিকে পিছনে রেখে অন্যটাতে চেষ্টা করেছি এবং রাব্বে কারীম আমাকে এতো সাহায্য করেছেন যার শোকর আদায় করে শেষ করা এই নগণ্যের পক্ষে অসম্ভব। তাই তো মালিকের শোকর আদায়ান্তে বারংবার বলি 'আল-হামদুলিল্লাহ'।

বয়ানের জন্য এক একটা বিষয়ের উপর আলোচনা করতে যা খুরাক লাগে তা সংগ্রহ করতে বরাবরই একাধিক কিতাব মুতালা'আ করতে হয়েছে। তাই বারবারের এ ঝামেলা থেকে বাঁচতে মুতালা'আর সময় যা কিছু পেয়েছি তা সংগ্রহে রেখেছি। আর এই সংগ্রহটারই কিছু অংশ কতিপয় শুভচাহেতার আদেশে পুস্তিকার রূপ দিতে বাধ্য হয়েছি। পরিসর অল্পের কারণে পুরো সংগ্রহ এখানে স্থান দিতে পারি নি বলে আমি দুঃখিত। তবে ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে করার আশা, যদি আল্লাহ চাহেন তো এবং আপনাদের উপকার হয়েছে বলে আমি অবগত হই।

লেখার সাহিত্যিকমানের দিকে না চেয়ে আপনাদের সামনে যা উপস্থাপন করতে চেয়েছি তা থেকে যদি কিছুটা উপকৃত হন তবে এই নাচিজের জন্য দু'আ করবেন।

পরিশেষে দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেনো এই খেদমতটুকু কবুল করেন। আর যারা এর প্রকাশের জন্য প্রচেষ্টা করেছেন, শ্রম দিয়ে হোক বা পরামর্শ দিয়ে অথবা আর্থিক সহায়তা দিয়ে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

বিনীত

সালমান আহমদ আফতাবী

রাবারবাড়ী, সদর, সুনামগঞ্জ

জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শায়খুল হাদীস মুফাক্কিরে ইসলাম

আল্লামা শায়খ নুর হুসাইন ক্বাসিমী দা.বা.এর **বাণী ও দু'আ**

نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد

পরম করুণাময়ের অপার কৃপা যে, আল্লাহ পাক যুগে যুগে তার কিছু চয়নকৃত বান্দার মাধ্যমে ইলমে নববীকে ধরায় রাখছেন। ইলমে নববীকে যিন্দা রাখার এক অন্যতম হাতিয়ার ওয়াজ। তারই ধারাবাহিকতায় মাওলানা সালমান আহমদ আফতাবী'র ফন্নে বয়ান বা ওয়াজে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই ফন্নে বিষিয়ভিত্তিক একাধিক ঘটনাসহ একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করেছেন। আশা করি পুস্তিকাটি নতুন ওয়াইজিনসহ সর্বমহলের জন্য খুবই উপকারী হবে।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে দু'আ করি আল্লাহ যেনো এই পুস্তিকাটি কবুল করেন এবং লিখকের হিম্মত বুলন্দ করেন। আমিন।

নুর হুসাইন ক্বাসিমী
তারিখ: ২২/০৮/২০১৯ ইং

জামিয়া মাদানিয়া সুনামগঞ্জের পরিচালক ও আযাদ দ্বীনী এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশ এর মহাসচিব

প্রিন্সিপাল শায়খ মাওলানা আব্দুল বছির দা.বা.এর **বাণী ও দু'আ**

الحمد لله الذي علمنا البيان والصلاة والسلام على خير الأنام اما بعد

স্নেহের মাওলানা সালমান আহমদ আফতাবী কর্তৃক রচিত বিষয়ভিত্তিক বয়ান বইখানা প্রকাশিত হচ্ছে শুনে আমি খুবই আনন্দিত। বইটি খুবই সুন্দর ভঙ্গিমায় ঘটনাসহ কুরআনের আয়াত ও হাদীসের মালা দ্বারা সাজানো। যা সবার ক্ষেত্রে উপকারী হবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। বিশেষ করে নতুন ওয়াইজ এবং মসজিদের ইমাম সাহেবদের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে আশা করি।

রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'আ করি যে, তিনি যেনো মাওলানার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন এবং এই ধরণের আরো উপহার মুসলিম উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করার তাওফিক তাকে দান করেন। আমিন।

আব্দুল বছির
তারিখ: ১৫/০৮/২০১৯ ইং

সূচি নির্দেশিকা....

নামায

নামায সম্পর্কে কুরআনের আয়াত	০৭
নামায সম্পর্কে নবীজি সা. এর হাদীস	০৯
নামাযে নগদ সাহায্য	১১
শায়খ শিবলী রাহ. ও কাঠুরিয়ার নামায	১৩
নামাযে অলসতার শাস্তি	১৪
লম্বা নামাযে তীরের আঘাত	১৫
নামাযির দোকানে ফেরেশতা কাষ্টমার	১৭
তিন সমস্যার এক সমাধান	১৯
হাদীসের পাতা থেকে নামাযের গুরুত ও ফযিলত	২৩
পাঁচটি পুরস্কার ও চোদ্দটি শাস্তি	২৬

কুরআন

কুরআন সম্পর্কে কুরআনের আয়াত	২৮
কুরআন সম্পর্কে নবীজি সা. এর হাদীস	৩২
মালদ্বীপ কাঁপানো সেই ঘটনা	৩৬
কুরআনের পাওয়ার	৪০
মেয়ে সত্যের উপর বাবা মিথ্যার উপর	৪৩
কুরআনের উসিলায় ক্ষমা করে দিয়েছেন	৪৬
আমি কেনো মুসলমান হলাম?	৪৭
জরুরী জ্ঞাতব্য	৪৯

মাতা-পিতা

মাতা-পিতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত	৫০
মাতা-পিতা সম্পর্কে নবীজি সা. এর হাদীস	৫২
মদিনার হৃদয় কাঁপানো সেই কাহিনী	৫৪
উচ্চ শিক্ষিতা ডিজিটাল বউ	৫৭
সমুদ্রের নিচে যুবক	৬০
বাবার খেদমতের ফল	৬৩
জান্নাতে কসাই মুসা আ. এর বন্ধু	৬৬
হাজি সাহেব যখন চোর	৬৮
সাবধান! মায়ের বদদু'আ	৭০
মায়ের খুনি আপন সন্তান	৭১
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস	৭৫
মা-বাবা ও সন্তানের কতিপয় হক	৭৮

ন্যায়বিচার

ন্যায়বিচার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত	৭৯
ন্যায়বিচার সম্পর্কে নবীজি সা. এর হাদীস	৮১
নবী সা. যখন বিচারক	৮৩
চাবুক হাতে উমর রাযি.	৮৬
বাংলা কি আর পাবে এমন বিচারক?	৮৯
বানরের বিচার	৯২
তরবারি দিয়ে ফয়সালা	৯৩
হযরত সুলাইমান আ. এর ফয়সালা	৯৫
রুটি নিয়ে ঝগড়া	৯৭
আমি ন্যায়বিচার পেয়েছি	৯৯
ডিজিটাল সমাজে ঘুষের কয়েক প্রকার নাম	১০০
ন্যায়বিচারের আরো কয়েকটি হাদীস	১০১

সদকা

সদকা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত	১০৩
সদকা সম্পর্কে নবীজি সা. এর হাদীস	১০৬
সদকার দশগুণ বিনিময়	১০৮
দানের বদলা জান	১১১
আহ! নিজে না খেয়ে সদকা	১১৪
উসমান রাযি. এর সদকা	১১৭
পঁচিশ দিরহাম থেকে পঁচিশ দিনার	১১৯
আবু যর গেফারি রাযি. এর উট বন্টন	১২১
জিবরাইলের সাথে আলী রাযি. এর ব্যবসা	১২৩
এখলাস এমন হওয়া চাই	১২৪
দান-সদকা সম্পর্কে আরো কিছু হাদীস	১২৬

بسم الله الرحمن الرحيم

নামায

নামায সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

১।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

অর্থ : নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো আর রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। (বাকারা-৪৩)

২।

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ : নামায কায়েম করো। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (আনকাবুত-৪৫)

৩।

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ

অর্থ : তোমরা নামাযসমূহের ব্যাপারে যত্নবান হও। বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের এবং আল্লাহর সামনে অনুগত হয়ে দাঁড়াও। (বাকারা-২৩৮)

৪।

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

অর্থ : তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও, নিঃসন্দেহে নামায একটি কঠিন কাজ। কিন্তু অনুগত বান্দার পক্ষে সহজ। (বাকারা-৪৫)

৫।

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

অর্থ : যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযেক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (বাকারা-৩)

৬।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (বাকারা-১৩৫)

৭।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থ : বলো আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ সৃষ্টিজগতের প্রতিপালকের জন্য। (আনআম-১৬৩)

৮।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দু'আ কবুল করো। (ইবরাহিম-৪০)

৯।

إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ

অর্থ : আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো। (তাহা-১৪)

১০।

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ۔ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

অর্থ: মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নামাযে খুশু খুজু অর্জন করেছে। (মুমিনুন-১-২)

১১।

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ

অর্থ : তারা বলবে আমরা মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। (মুদ্দাস্সির-৪৩)

১২।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۔ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۔ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ

অর্থ : সেই সব নামায আদায়কারীর জন্য দুর্ভোগ, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন, যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে। (মাউন-৪-৬)

নামায সম্পর্কে নবীজি সা. এর হাদীস

১।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। ১. এই সাক্ষি দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সা. তাঁর বান্দা ও রাসুল। ২. নামায কায়েম করা ৩. যাকাত আদায় করা ৪. হজ্জ করা ৫. রামাযানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

২।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, ঈমানদার আর কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো নামায ত্যাগ করা। (তিরমিযী)

৩।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, জামাতে নামায আদায়কারী একাকী নামায আদায়কারী থেকে সত্তরগুণ বেশি ফযিলতের অধিকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

৪।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّلَاةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, নামায বেহেশতের চাবি। (মিশকাত)

৫ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম বান্দার নামাযের হিসাব হবে। (তিরমিযী)

৬ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلٰوتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اَتٰى بَابًا مِنْ اَبْوَابِ الْكَبَائِرِ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করলো, সে কবিরা গুনাহের দরজাসমূহের একটিতে পদার্পণ করলো। (তিরমিযী)

৭ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, নামায হলো দ্বীনের খুঁটি। যে নামায প্রতিষ্ঠা করলো সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করলো। আর যে নামায ছেড়ে দিলো সে দ্বীনকে ধ্বংস করলো।

৮ ।

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ

অর্থ : হযরত হুজাইফা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুল সা. যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। (আবু-দাউদ)

নামাযে নগদ সাহায্য

কুফা নগরে একজন জনপ্রিয় বিশ্বাসী কুলি ছিল। বিশ্বস্ততার কারণে ব্যবসায়ীরা তার মারফত মাল আসবাব এক শহর হতে অন্য শহরে প্রেরণ করত। একবার সেই কুলি কোথাও সফরে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে একজন লোকের সাথে তার সাক্ষাত হলো। লোকটি কুলির নিকট তার গন্তব্যস্থল জেনে বলল আমিও সে শহরে যাবো। তবে পায়ে হেঁটে চলা আমার পক্ষে একটু অসম্ভব। আপনি দয়া করে যদি আমাকে আপনার খচ্ছরের উপর সওয়ার করেন তাহলে ভাড়া স্বরূপ আমি একটা স্বর্ণমুদ্রা দান করবো। বেচারা সম্মত হয়ে তাকে খচ্চরে উঠিয়ে নিলো। পথে একটি দ্বিমুখী রাস্তার মোড়ে পৌঁছে আরোহী কুলিকে জিজ্ঞাসা করল, ভাই কোন পথে যাবো? কুলি পরিচিত পথের কথা জানালো। সে ব্যক্তি বলল অল্পসময়ে যেতে হলে অন্য পথে চলুন। তদুপরি খচ্চরের জন্য এই পথে বেশ ঘাসেরও ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে কুলি বেচারা সে অপরিচিত পথে যেতে সম্মত হলো। কিন্তু কিছু পথ অতিক্রম করার পর দেখা গেল সে পথটি একটি ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মাথায় শেষ হয়ে গিয়েছে। কুলি আরও দেখতে পেল সেখানে অনেকগুলি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। উক্ত স্থানে পৌঁছা মাত্রই আরোহী খচ্চরের পৃষ্ঠ হতে লাফিয়ে পড়ল ও খঞ্জর বের করে কুলিকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। অবস্থা বুঝে কুলি বেচারা লোকটির নিকট জীবন ভিক্ষা চাইল। তার বিনিময়ে খচ্চর এবং সমস্ত ধন-সম্পদ গ্রহণ করতে বলল। কিন্তু পাষণ্ড লোকটি তাতে কর্ণপাত না করে বলল, আমি কসম করে বলছি প্রথমে তোমাকে হত্যা করবো তারপর সব লুণ্ঠন করবো। কুলি নিরুপায় হয়ে সকাতরে বলল, আমাকে শেষবারের মতো দু'রাকাত নামায পড়তে দাও। দুষ্ট লোকটি তাতে সম্মত হয়ে বলল তাড়াতাড়ি পড়ে নাও। কিন্তু মনে রেখ তাতে কোন কাজ হবে না। এইসব মৃত লাশ যাদের তারাও শেষ নামায পড়েছে কিন্তু নামায তাদেরকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি। কুলি বেচারা নামায শুরু করলো। কিন্তু কোনো আয়াত তার মনে হচ্ছিল না। ওদিকে দস্যু তাড়াতাড়ি নামায শেষ করার জন্য তাকিদ করছে। এই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে হঠাৎ তার জবান হতে এ আয়াত উচ্চারিত হলো

امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء কুলি ক্রন্দন করে এ আয়াত শরিফ পাঠ করতে লাগলো। হঠাৎ সেখানে উজ্জ্বল লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত একজন আরোহীর আর্বিভাব হলো। আরোহীটি বল্লমের সাহায্যে সেই কুখ্যাত জালেমকে হত্যা করে দিলো। সেই জালেমের মৃতদেহ যেখানে লুটিয়ে পড়ল সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। নামাযরত কুলি তখন বে-এখতিয়ার হয়ে সেজদায় পড়ল ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলো।। অতঃপর দৌড়ে গিয়ে সওয়ারীকে জিজ্ঞাসা করল, দয়া করে বলুন আপনি কে? কেমন করে আসলেন? তিনি বললেন আমি امن يجيب المضطر এর গোলাম। এখন তুমি নিরাপদে যেথায় ইচ্ছা যেতে পারো এই বলে তিনি চলে গেলেন।

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা!

এই সাহায্য শুধুমাত্র কুলির জন্য নির্দিষ্ট নয়। আমাদের জন্যেও এবং এটা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই জন্য আল্লাহ বলেন– হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।

আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে নিয়ে পারিবারিক জীবন পর্যন্ত অনেক হাজত/প্রয়োজন আছে যার জন্যে আমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য তালাশ করবো। কোনো মানুষের যদি কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তা দুনিয়া সংক্রান্ত হউক বা দ্বীন সংক্রান্ত তখন তার উচিত হলো সাথে সাথে ভালো করে ওযু করে দু'রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়া। আমাদের দুনিয়ার নিয়ম হলো, কারো কাছে কিছু চাইলে একবার, দু'বার পর্যন্ত মোটামুটি ঠিক আছে। কিন্তু তিন বারের সময় বেজার হয়ে যায়। তবে মহান মাওলার কাছে যত বেশি চাওয়া হয় মাওলা তত বেশি খুশি হন। তাই আসুন নিজে এবং নিজ অধিনস্তদেরকে নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়ার তালিম দেই এবং নামাযের মাধ্যমে মহান মাওলায়ে পাকের কাছে চাওয়ার তালিম দেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

শায়খ শিবলী রাহ. ও কাঠুরিয়ার নামায

বলা হয়েছে, নামায হলো মুমিনের জন্য মেরাজ। কারণ বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সা. আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন মেরাজে গিয়ে আর মুমিন বান্দা আল্লাহর সাথে কথা বলে নামাযে।

হাদীস শরীফে আছে বান্দা যখন নামাযে সুরা ফাতেহা পড়ে তখন আল্লাহ তার সাথে কথা বলেন, যখন বান্দা বলে الحمد لله رب العلمين অর্থাৎ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। তখন আল্লাহ জবাব দেন حمدنى عبدى অর্থাৎ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। এভাবে আল্লাহ বান্দার প্রতিটি কথার জবাব দেন। কিন্তু আল্লাহর কথা আমরা কেন শুনতে পাই না? কারণ আমাদের কান এবং দিল সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। এই বিষয়ে একটি চমকপ্রদ ঘটনা তুলে ধরা হলো। এই ঘটনায় অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে।

হযরত শায়েখ শিবলী রাহ. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি একবার সফরে বের হলাম। এক পর্যায়ে আমি নামায পড়ার জন্য এক নামাযের জামাতে শরিক হলাম।

সেই জামাতের ইমামতি করেন এক আল্লাহওয়ালা কাঠুরিয়া। কাঠুরিয়া ইমাম আর আমি মুক্তাদি। কাঠুরিয়া নামায আরম্ভ করল, সে প্রতি রাকা'আত সমান করে না। এক রাকা'আত ১ মিনিট আবার অন্য রাকা'আত ২০ মিনিট, আবার আরেক রাকা'আত ৩০ মিনিট আবার অন্য রাকাতে ঘন্টার ঘন্টাও চলে যায়। মোটকথা এক রাকা'আত লম্বা হয় আবার আরেক রাকা'আত খাটো হয়। যখন রুকুতে যায় তখন এক রুকুতে ২০ সেকেন্ট আবার অন্য রুকুতে ২০ মিনিট। এভাবে যখন সেজদায় যায় তখনও এরকম কম বেশ হয়, কোনো সেজদায় ১ মিনিট কোনো সেজদায় ৩০ মিনিট, আবার কোনো সেজদায় ঘন্টার ঘন্টা চলে যায়।

যাই হোক এক পর্যায়ে নামায শেষ হলো। সবাই নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেলো। তখন আমি ইমাম কাঠুরিয়াকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে, সে কেনো এভাবে নামায আদায় করলো, কোনো নিয়ম-তরতিব নেই।

তখন আল্লাহওয়ালা কাঠুরিয়ার জবাব শুরু হলো– সে বলতে লাগলো, হে শায়েখ শিবলী! আপনি বুঝতে পারেন নি কেনো আমি এভাবে নামায আদায় করেছি। আমার এভাবে নামায আদায় করার কারণ হলো। যখন আমি সেজদায় গিয়ে পড়ি سبحان ربي الاعلى তখন আল্লাহ জবাব দেন। যখন রুকুতে গিয়ে বলি سبحان ربي العظيم তখনও আল্লাহ নিজে উত্তর দেন। আমি তা নিজ কানে শুনতে পাই। যদি সেজদা বা রুকুতে যাওয়ার পর সামান্য পরেই জবাব এসে যায় তখন আমি সেজদায় আর দেরি করি না এবং রুকুতেও দেরি করি না, মাথা উঠিয়ে নেই। আর যদি জবাব না আসে তখন আমি তাসবিহ পড়তে থাকি। জবাব না আসা পর্যন্ত এভাবে তাসবিহ পড়তে থাকি।

নামাযে অলসতার শাস্তি

জনৈক মহিলা নামাযে অলসতা করতো। মাঝে মাঝে নামায কাযা করতো। একদা উক্ত মহিলার ইন্তেকাল হলো। তারপর তাকে গোসল দিয়ে জানাযা পড়ে দাফন করা হলো। দাফন করার সময় কবরের মধ্যে সেই মেয়ের ভাই ও আরেকজন নামে। যাই হোক সে যখন তার বোনকে রাখার জন্য নিচু হয় তখন তার পকেট থেকে বিদেশের পাসপোর্ট পড়ে যায়। কিন্তু এই সময় তা কেউ দেখেনি। বাড়িতে এসে ভাই যখন পকেটে হাত দিলো দেখলো পাসপোর্ট পকেটে নাই। সে অনেক খুঁজাখুঁজি করে পেলো না। তারপর তার প্রবল ধারণা হলো যে তার পাসপোর্ট পড়েছে কবরে। তাই সে আলিমগণের অনুমতি নিয়ে কবর খনন করতে লাগলো। যখন মাটি সরাল দেখল কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং তার বোন আগুনে পুড়ছে। তা দেখে সে বাড়িতে এসে পেরেশান হয়ে উঠলো এবং বলল, মা তোমার মেয়ে কী গুনাহ করেছে? যার কারণে আগুনের মধ্যে জ্বলতে হচ্ছে। তখন মা বলল গুনাহের কোনো কাজ করে নাই। তবে নামাযে অলসতা করতো এবং সামান্য কারণেই নামায কাযা করত। এই কারণে আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দিচ্ছেন।

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা!

হুজুর সা. ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামায কাযা করলো সে এক হুকবা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। এক হুকবা দুনিয়ার হিসাবে দুই কোটি আটাশি লক্ষ বছর।

নামায শুধু কাযা করলে যদি এত বড় শাস্তি তাহলে একবারে ছেড়ে দিলে কি পরিমাণ শাস্তি হবে!

অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি জেনে শুনে এক ওয়াক্ত নামায ত্যাগ করল তার নাম জাহান্নামের দরজার মধ্যে লিখে দেওয়া হয়। সে নিশ্চয়ই এই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

অপর হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায ছেড়ে দিলো তাকে ফজর থেকে নিয়ে যুহর পর্যন্ত এমন একটি বিষাক্ত সাপ ছোবল মারতে থাকবে যদি সেই সাপ দুনিয়ায় একবার তার বিষ ছাড়তো তাহলে তার বিষের কারণে দুনিয়ার সব গাছ পালা ধ্বংস হয়ে যেতো। যুহরের নামায ছেড়ে দেওয়ার কারণে যুহর থেকে নিয়ে আসর। আবার আসরের নামায ছেড়ে দেওয়ার কারণে আসর থেকে মাগরিব আবার মাগরিবের নামায ছেড়ে দেওয়ার কারণে মাগরিব থেকে এশা আবার এশার নামায ছেড়ে দেওয়ার কারণে এশা থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। এই কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে নামায গুরুত্ব সহকারে আদায় করতে হবে। আল্লাহ আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুরুত্ব সহকারে আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লম্বা নামাযে তীরের আঘাত

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন বলেন– সে সব মুমিন সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামাযে খুশু-খুজু অর্জন করেছে। আমরা নামায পড়ি ঠিকই, কিন্তু আমাদের নামাযে কতটুকু খুশু-খুজু আছে? তা কি কখনো ভেবে দেখেছি? নামাযের মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত কল্পনা জল্পনা শুরু হয়ে যায়।

আমাদের এতটুকু মনে হয় না যে, আমরা আমাদের মহান প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান!

হাদীস শরিফে আছে– নবীজি সা. বলেন, মানুষ নামায পড়ে শেষ করে ঠিক। কিন্তু তার জন্য নামাযের দশভাগের একভাগ সওয়াব লেখা হয়। আবার কারো জন্য নয়ভাগের একভাগ, আবার কারো জন্য ছয়ভাগের একভাগ, আবার কারো জন্য পাঁচভাগের একভাগ, আবার কারো জন্য চারভাগের একভাগ, আবার কারো জন্য তিনভাগের একভাগ, আবার কারো জন্য দুইভাগের একভাগ সওয়াব লেখা হয়।

আমরা নামায শুরু করলে বাড়ির হিসাব, দোকানের হিসাব, চাকুরিসহ সবকিছু আমাদের মাথায় চলে আসে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম নামাযে দাঁড়ালে পাখি এসে মাথায় বসে যেতো। আবার কখনও সাপের ছোবল এবং বিচ্ছুর কামড় কিছুই ঠের পেতেন না। আর আমাদের মশা একটি কামড় দিলে সালাম ফিরানোর সাথে সাথে কয়েল কয়েল বলে চিৎকার করি। তাই আসুন! খুশু খুজুর বিষয়ে একটি ঘটনা শুনি এবং আমল করি।

ঘটনা

কোনো এক জিহাদ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় নবীয়ে করীম সা. কোনো এক স্থানে রাত্রি যাপন করেন এবং বলেন, অদ্য জামাআতকে পাহারা দিবে কে? একজন মুহাজির ও একজন আনসার দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা দু'জনই পাহারা দিবো। হুজুর সা. উভয়কে যেদিক হতে শত্রু আসার সম্ভাবনা সেদিকে পাহারা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারা উভয়ে পরামর্শ করলেন যে, রাত্রিকে দুই ভাগ করে প্রথম অংশে আনসারি ভাই জাগ্রত থাকবে, মুহাজির ভাই ঘুমাবে ও অপর অংশে আনসারি ভাই ঘুমাবে মুহাজির ভাই জাগ্রত থাকবে। শর্তানুসারে আনসারি ভাই জাগ্রত রইলেন ও নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন।

শত্রুদের পক্ষ হতে ঐ সময় এক ব্যক্তি এসে দূরে দণ্ডয়মান এক ব্যক্তিকে দেখে তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ল। কোনো নাড়াচাড়া না দেখে আবার তীর ছুড়ল। এইভাবে তিন বার তীর ছুড়ল এবং প্রত্যেকটি তীরই

আনসারির শরীরে বিদ্ধ হলো। তিনি হাত দিয়ে টেনে তীর খুলে ফেললেন ও শান্তভাবে রুকু সেজদা করে নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে সঙ্গীকে জাগালেন। তখন শত্রুপক্ষ একজনের পরিবর্তে দুইজনকে দেখে অনেক লোক রয়েছে মনে করে পালিয়ে গেলো।

মুহাজির ভাই উঠে দেখলেন আনসারি ভাইয়ের শরীরের তিন স্থান হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তা দেখে তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! ভাই আপনি আমাকে প্রথমেই কেনো জাগালেন না? আনসারি উত্তর দিলেন, আমি নামাযে সুরায়ে কাহাফ শুরু করেছিলাম। তা শেষ করা ব্যতিত রুকু করতে মন চায়নি। এখনও যদি হুজুর সা. এর হুকুম চৌকিদারীর কথা মনে না পড়ত তবে তীর খেয়ে মারা যেতাম। তবুও সুরা কাহাফ শেষ না করে রুকুতে যেতাম না।

নামাযির দোকানে ফেরেশতা কাস্টমার

হযরত হাসান বসরি রাহ. একদা নামাযের ফযিলত সম্পর্কে ওয়াজ করছেন এমতাবস্থায় এক যুবক কেঁদে কেঁদে দাঁড়িয়ে বলল, হুজুর আমি শুধু ঈদের নামায পড়ি। আপনার ওয়াজ শুনে ওয়াদা করলাম আর নামায ছাড়বো না। তখন হাসান বসরি তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি করো? সে বলল, আমি কাপড় ব্যবসায়ী। তিনি বললেন, দুটি কথা মনে রাখবে ১. কাপড়ে মানুষকে ঠকাবে না ২. আযান হলে আর দোকানে থাকবে না। যুবক পরদিন দোকানে গেলো যুহর পর্যন্ত কোনো কাস্টমার নেই। যখন আযান হচ্ছে এবং সে নামাযের প্রস্তুতি স্বরূপ দরজা লাগাচ্ছে– তখন একজন দৌড়ে এসে বলল, ভাই একটি কাপড় দেন। সে বলল, না। আযান হয়েছে চলেন মসজিদে যাই। সে রাগান্বিত হয়ে চলে গেলো। পাশের দোকানের খৃষ্টান খুশি হলো। কারণ কাস্টমার এই সুযোগে তার দোকানে যাবে। নামায পড়ে এসে দেখে দরজায় ১০/১২ জন লোক তার দরজার সামনে তার জন্য অপেক্ষা করছে কাপড় খরিদ করার জন্য। সে দোকান খুলে কাপড় দেখালো এবং তারা পছন্দ করে কাপড় কিনলো।

তারা এতো কাপড় কিনলো যে, বিগত এক সপ্তাহে এতো কাপড় বিক্রয়ও হয় নি এবং এতো লাভও হয়নি। আসর, মাগরিব এবং এশার নামায জামাতে পড়ে রাত্রে ঘুমাতে গেলো। কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম আসছে না। বারবারই দিনের ঘটনা মনে পড়ছে। সে তখন মনে মনে নিয়ত করলো, হাসান বসরির পিছনে ফজরের নামায পড়ে তাকে সব বলবে। তাই সে ফজরের আযানের সাথে সাথে হাসান বসরি রাহ. এর মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো এবং সেখানে নামায আদায় করলো। হাসান বসরি রাহ. নামায আদায়ান্তে ব্যক্তিগত আমল সেরে তার দিকে ফিরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে আজ অনেক কাস্টমার এসেছিলো। যারা অনেক সুন্দর। এতো সুন্দর যে, ইতিপূর্বে তুমি আর এমন সুন্দর মানুষ কখনও দেখোনি। তারা তোমার দোকান থেকে এতো বেশি কেনা-কাটা করেছেন যে, তা তোমার এক সপ্তাহের সমপরিমাণ। তখন সে বিস্মিত হয়ে বলল, হুজুর আপনি জানলেন কিভাবে? আমি তো কারো কাছে ঘটনার বর্ণনা দেই নি। তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে সব জানিয়ে দিয়েছেন। শুনো! তোমার দোকানে যারা এসেছিলেন তারা মূলত কাস্টমার ছিলেন না। বরং তারা ছিলেন ফেরেশতা। তুমি নামাযে অবহেলা না করার কারণে আল্লাহ তোমাকে এক কাস্টমারের পরিবর্তে এতো কাস্টমার দিয়েছেন যে, তারা যা ক্রয় করেছে তা তোমার এক সপ্তাহের বিক্রয়ের সমান। আল্লাহু আকবার।

প্রিয় পাঠক!

আল্লাহর ভাণ্ডার কি এখন খালি হয়ে গেছে? আসলে শয়তান আমাদের এই কথাটির বীজ বপন করে দিয়েছে যে, আমরা যদি কাম-কাজ রেখে ইবাদতে মগ্ন হই, তবে আমাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। তাইতো আমরা কাজের সময় জামাতে নামায তো দূরের কথা নামায পড়া পর্যন্ত ত্যাগ করি। কিন্তু আমরা কখনও ভাবি না যে, মহান প্রভুর দরবারে আমাদের হাজির হতেই হবে। তখন আমরা কি জবাব দেবো? আছে কি কারো কাছে কোনো জবাব? যারা নামাযের সময় হলে কাজ ফেলে জামাতে নামায পড়তে অলসতা করেন, তারা এই ঘটনা বারবার স্মরণ করার চেষ্টা

করুন আর মহান মালিকে পাকের কাছে চিরশত্রু শয়তান থেকে পানাহ চান। যথা সময়ে নামায আদায় করলে দেখবেন সবকিছুতে বরকত পাবেন এবং আত্মার এমন প্রশান্তি লাভ করবেন যা কোটি কোটি টাকা খরচ করেও কিনতে পারবেন না। জামাত এবং তাকবিরে উলাকে গুরুত্ব দিন।

রাসুল সা. বলেন, একা নামায পড়ার চেয়ে জামাতে পড়া সাতাইশ গুণ বেশি সওয়াব। আর তাকবিরে উলার তো আরো কত ফযিলত। তাকবিরে উলার ব্যাপারে রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য চল্লিশ দিন তাকবিরে উলার সাথে নামায আদায় করবে তার জন্য দুটি পুরস্কার প্রথম হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি, ২য় হলো মুনাফিকির লিস্ট থেকে মুক্তি। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ আমাদের সবাইকে সারা জীবন তাকবিরে উলার সাথে নামায পড়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

তিন সমস্যার এক সমাধান

হাদীস শরিফে আছে– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? তখন ফেরেশতারা বলবেন, হে মাওলা! আপনার প্রতিবেশী কারা? তখন আল্লাহ বলবেন, যারা আমার ঘর মসজিদে ইবাদত করতো।

তাহলে বুঝা যায় যারা বেশি বেশি মসজিদে অবস্থান করে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হয়ে যায়। আমরা সামান্য কাজ হলে মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দেই। আর বিপদ এলে তো আর নামাযেরই দরকার নাই। দেখুন! একটি সত্য ঘটনা তিনটি বিপদকে পিছনে রেখে নামাযের জন্য মসজিদে হাজির। ফলশ্রুতিতে সব বিপদ দূর হয়ে গেছে।

ঘটনা

এক গ্রামে বাস করতেন আব্দুল আজীজ নামের একজন ধার্মিক লোক। কৃষি কাজ তার পেশা হলেও ধর্মীয় বিধি-বিধান তিনি ঠিকমত

মেনে চলতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করতেন। সুন্নত মোতাবেক জীবন চালাতেন।

একদিনের ঘটনা। সেদিন ছিল শুক্রবার। জুমআর দিন। খানিক পূর্বে জুমআর আযান হয়ে গেছে। নামাযের জন্য বেশ আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে বসে ছিলেন আব্দুল আজীজ। আযান শুনার পর ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের দিকে পা বাড়ালেন। ঠিক এমন সময় প্রায় একসাথে তিনটি সমস্যা দেখা দিলো। আর সমস্যাগুলো এমন যার সমাধান এখনই হওয়া প্রয়োজন। তিনি মসজিদ পানে অগ্রসর হলে স্ত্রী ডেকে বললেন, ওগো কোথায় যাচ্ছো? মিল থেকে আটার বস্তা আনার কথা স্মরণ আছে তো?

স্ত্রীর কথায় আব্দুল আজীজ থমকে দাঁড়ালেন। মনে মনে চিন্তা করলেন হ্যাঁ ঠিকই তো সকালে মিলে গিয়ে ভাঙ্গানোর জন্য গম দিয়ে এসেছি। এখনো তা আনা হয়নি। বেলা একটার দিকে মিল বন্ধ হয়ে যাবে। রবিবার নয়টার আগে খুলবে না। কারণ শনিবার সপ্তাহিক বন্ধের দিন। ঘরেও অন্য খাবার নেই যা দিয়ে ৫/৭ বেলা খাবার চালানো যাবে। তাহলে এখন উপায়?

আব্দুল আজীজ ভীষণ ভাবনায় পড়লেন। তিনি ভাবতে লাগলেন বাড়ি থেকে মিল অনেক দূরে। যদি এখন আটার বস্তা আনতে যাই তবে জুমুআর নামায নিশ্চিত ফউত হয়ে যাবে। আরো সমস্যা হলো ঐ দিকে কোনো মসজিদও নেই যে, নামাযটা সেখানে আদায় করে নেওয়া যাবে। আর যদি নামায পড়তে যাই তবে পরিবারের সবাইকে প্রায় দুদিন না খেয়ে উপোস থাকতে হবে।

হঠাৎ কারো আওয়াজে আব্দুল আজীজের চিন্তাজালে বাধা পড়ে। ফিরে তাকালেন তিনি। দেখলেন পাশের বাড়ির একটি ছোট্ট ছেলে দৌড়ে এসে বলছে, চাচাজান আপনার ঘোড়াটি আস্তাবল থেকে ছুটে পালিয়েছে। ওকে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছি। যদি এখনই খুঁজে না আনেন, তবে উহা গভীর জঙ্গলে হারিয়ে যাবে কিংবা হিংস্র জানোয়ার খেয়ে ফেলবে। আব্দুল আজীজ আরো চিন্তিত হলেন। তার সুন্দর ললাটে ফুটে উঠল গভীর চিন্তার রেখা। সওয়ারির উপযোগী একমাত্র ঘোড়াটি যদি হারিয়ে যায়

তাহলে উপায় কি হবে? সুতরাং এখন কি তিনি নামাযে যাবেন, না বস্তা এনে ঘোড়ার খুঁজে বেরিয়ে পড়বেন এই হলো সিদ্ধান্তের ব্যাপার।
আব্দুল আজীজ এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ভাইজান আপনার পাশের জমিতে মেশিন দিয়ে সেচ দেওয়া হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে সেচের কাজ শেষ হয়ে যাবে। শুনলাম কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মালিক তার মেশিন নিয়ে চলে যাবে। আপনার জমিনটাকে শুকনো দেখে এলাম। পানি দেওয়ার খুবই প্রয়োজন বলে মনে হলো। আমি এখন অনেক দূর যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিয়েছি তাই ভাবলাম যাওয়ার পথে আপনাকে খবরটা দিয়ে যাবো। যদি জমিতে পানি দিতে চান তবে ১০/১৫ মিনিটের মধ্যেই মালিককে জানাতে হবে। আব্দুল আজীজ এবার চিন্তার অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। পরপর তিনটি জরুরী কাজ তার সামনে হাজির হয়েছে। এই মুহূর্তে কাজগুলো সমাধা করা দরকার। আব্দুল আজীজ চিন্তা করলেন নামায আল্লাহর হুকুম। তদুপরি তা আবার জুমুআর নামায। যা জামাত ব্যতীত আদায় হয় না। আল্লাহ পাকের হুকুম ঠিকমত পালন করলে তিনি যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দিবেন এটা তার ওয়াদা। অতএব ভয় কিসের? আমি সর্বাগ্রে তার হুকুম পালন করবো। এরপর যা হবার তা হবে। তবে আমার বিশ্বাস তিনি আমার যাবতীয় সমস্যার উত্তম সমাধান করে দিবেন। এ বলে তিনি নামায আদায়ের জন্য মসজিদে চলে গেলেন।

গুরুত্বসহকারে এহতেমামের সাথে নামায আদায় করা ছিল আব্দুল আজীজের চিরাচরিত অভ্যাস। তাই আজও তিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করলেন না। সুন্দরভাবে ধীরে সুস্থে নামায পড়ে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়ি ফিরে আব্দুল আজীজের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটা অভূতপূর্ব আনন্দে নেচে উঠলো তার হৃদয় মন। তিনি দেখলেন আস্তাবলে ঘোড়া বাঁধা আছে। বিবি আটা দিয়ে রুটি তৈরি করছে। বাচ্চারা ডাল মিশিয়ে বড় মজা করে রুটি খাচ্ছে। দুটি সমস্যার সমাধান হতে দেখে আব্দুল আজীজ দ্রুত হেঁটে জমিনে গেলেন। দেখলেন জমিনও পানিতে টইটম্বুর। যে পরিমাণ পানির প্রয়োজন ছিলো ঠিক সে পরিমাণই দেওয়া আছে। কিন্তু জমিনে কিভাবে পানি এলো তা জিজ্ঞেস করার মত কোনো

লোক সেখানে পাওয়া গেলো না। আব্দুল আজীজ ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে এলেন। রান্না ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে বললেন, রাবেয়া! আটা পেলে কোথায়? পেটে নিশ্চয় ক্ষুধা আছে। আগে খেতে বসুন তারপর সবই বলছি। আব্দুল আজীজ স্ত্রীকে খুবই ভালবাসেন। তাই কথা না বাড়িয়ে একটা চাটাই বিছিয়ে সুবোধ বালকের মত রান্নাঘরেই খেতে বসলেন। তার কৌতুহলী মন ঘটনার রহস্য উদঘাটনের জন্য কেবলি উন্মুখ হয়ে উঠছিল। সময় যতই যাচ্ছিল তার আগ্রহের মাত্রা ততই তীব্রতর হচ্ছিল।

স্ত্রী রাবেয়া স্বামীর মনোভাব বুঝতে পারলো। সে একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে লাগল–

অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলো কিভাবে সমাধা হলো তা জানার জন্য মনটা ছটফট করছে তাই না?

হ্যাঁ। তুমি ঠিকই ধরেছ।

সুতরাং কালবিলম্ব না করে ঝটপট বলে ফেল। বলব তো অবশ্যই। তবে এর জন্য একটি সারপ্রাইজ চাই।

তুমি যা চাইবে তাই দিবো। বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি বলো।

স্ত্রী বলতে লাগল, শুনুন তাহলে–

আপনি নামাযে চলে যাওয়ার একটু পর দেখলাম একটি নেকড়ে বাঘ আমাদের ঘোড়াটির পিছু নিয়েছে। আর ঘোড়াটি জীবন বাঁচানোর তাগিদে দ্রুত গতিতে দৌড়ে এসে আস্তাবলে প্রবেশ করেছে। আমরা তা দেখতে পেয়ে ঘোড়াটি বেঁধে ফেলি এবং নেকড়েটিকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেই।

আব্দুল আজীজ স্ত্রীর কথা শুনে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর আটার বস্তা সম্পর্কে জানতে চাইলে স্ত্রী বলল-

আমাদের পাশের বাড়ির বড় ভাই তাদের আটার বস্তা আনার জন্য মিলে গিয়েছিল। কিন্তু ভুলবশতঃ আমাদের আটার বস্তা নিয়ে চলে এসেছে। বাড়িতে আনার পর ভুল বুঝতে পেরে আমাদের বাসায় দিয়ে গেছে।

স্ত্রীর কথায় আবারো আব্দুল আজীজ 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। তারপর বললেন জমিনে পানি দেওয়ার ব্যাপারে তুমি কিছু জানো কি?

স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। সেটাও আমার অজানা নেই। মেশিনের মালিক আমাদের পাশের জমিনে পানি দেওয়ার জন্য মেশিন চালু করে গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেক্ষণ পর জমিন পূর্ণ হয়ে আইলের উপর দিয়ে পানি এসে আমাদের জমিনও ভরে দেয়। আপনি আসার কিছুক্ষণ পূর্বে জমিওয়ালা এসে তা বলে গেল।

এতক্ষণে আব্দুল আজীজের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। স্ত্রীর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে হাত মুখ ধুয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরে গিয়ে দু'রাকাত শোকরানা নামায পড়ে হাত উঠিয়ে বললেন– ওগো রাহমানুর রাহীম! তোমার অসীম করুণায় আমার কাজগুলোকে তুমি সহজে সমাধান করে দিয়েছো। আজকের এই ঘটনা দ্বারা তোমার ওয়াদার প্রতি আমার বিশ্বাস আরও মজবুত হয়েছে। যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন যেন এ বিশ্বাস বুকে ধারণ করে তদানুযায়ী আমল করে যেতে পারি সে তাওফিক দান করো।

হাদীসের পাতা থেকে নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত

(১) হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুল সা. সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাতকে উদ্দেশ্য করে বললেন– আচ্ছা বলো তো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে আর সেই ব্যক্তি প্রতিদিন সেই নদীতে পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কী? সাহাবায়ে কেরাম জবাবে বললেন, না ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন ময়লা থাকবে না। তখন রাসুল সা. বললেন, নামাযের উদাহরণ ঠিক তেমনি। যদি আল্লাহর কোনো বান্দা গুরুত্ব সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তাহলে তার শরীরের মধ্যে কোনো গুনাহই থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

(২) হযরত আবুজর গেফারি রাযি. বর্ণনা করেন– রাসুল সা. শীতকালে বাহিরে তাশরিফ নিলেন। আমিও হুজুরের সাথে ছিলাম। শীতের কারণে

গাছের পাতাসমূহ গাছ থেকে ঝরছিলো তখন রাসুল সা. একটি গাছের শাখা ধরে নাড়া দিলেন, যার ফলে গাছের পাতা আরো বেশি ঝরছিলো। তখন রাসুল সা. আমাকে বললেন, হে আবুজর! তুমি কেনো প্রশ্ন করো না? আমি কেনো গাছের শাখায় নাড়া দিলাম? আমি বললাম, কেনো দিলেন হে আল্লাহর নবী? তখন হুজুর সা. বলতে লাগলেন– যদি আল্লাহর কোনো মুমিন বান্দা গুরুত্ব সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তাহলে তার শরীর থেকে গুনাহসমূহ গাছের পাতার মত ঝরঝর করে পড়ে যায়। (আহমদ)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন– কোন এক গোত্রের দুইজন সাহাবী একসাথে মুসলমান হন। তন্মধ্যে একজন জিহাদে গিয়ে শহীদ হন এবং ২য় জন একবছর পরে ইন্তেকাল করেন। আমি স্বপ্নে দেখলাম যিনি একবছর পরে ইন্তেকাল করেছেন তিনি শহীদের আগেই জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে হুজুর সা.কে জিজ্ঞাসা করলাম অথবা কেউ জিজ্ঞেস করল, তখন হুজুর সা. বললেন– যে পরে ইন্তেকাল করেছে তার পূণ্য কি তোমরা দেখতে পাও নাই, তা কি পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে? পূর্ণ এক রামাযানের রোযা এবং ছয় হাজার রাকাত নামায তার আমলনামায় বৃদ্ধি হয়েছে। (আহমদ)

(৪) হুজুর সা. বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– তোমার উম্মতের উপর আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং এই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, তোমার যে উম্মত গুরুত্বের সাথে সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে আমি থাকে আপন জিম্মাদারীতে বেহেস্তে প্রবেশ করাবো, আর যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান নয় তার প্রতি আমার কোন জিম্মাদারী নেই। (দুররে মনসুর)

(৫) হযরত নওফেল বিন মুয়াবিয়া রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেন– যে ব্যক্তির এক রাকাত নামায ছুটে গেলো তার পরিবার পরিজন এবং ধন সম্পদ সব ধ্বংস হয়ে গেলো। (ইবনে হাব্বান)

(৬) হুজুর সা. ফরমান, যে ব্যক্তি দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করলো, সে কবিরা গুনাহের দরজাসমুহের একটিতে প্রবেশ করলো। (হাকিম)

(৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুল সা. নামাযের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন– যে ব্যক্তি গুরুত্বসহকারে

নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে। কিয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য নুর হবে এবং হিসাবের সময় তার জন্য দলিল হবে। নামায তার জন্য নাজাতের কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে নাই। কিয়ামতের দিন নামায তার জন্য নুর ও দলিল হবে না, মুক্তির জন্য কোন সনদও থাকবে না, তার হাশর ফেরাউন, হামান এবং উবাই ইবনে খলফের সাথে হবে। (আহমদ)

৮. হুজুর সা. এরশাদ করেন– যদি কোনো ব্যক্তি ভালভাবে অজু করে নামায পড়ার জন্য মসজিদে গমন করে এবং মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখে জামাত শেষ হয়ে গেছে, তখন সে জামাতের সওয়াব পাবে। তাতে জামাতপ্রাপ্তদের সওয়াব বিন্দুমাত্রহ্রাস করা হবে না। (আবু দাউদ)

৯. হযরত সাহাল বিন সাদ রাযি. বর্ণনা করেন– রাসুল সা. বলেন, যারা রাতের অন্ধকারে বেশি বেশি করে মসজিদে গমন করে তাদরেকে কিয়ামতের দিন পূর্ণ নুরের সুসংবাদ দাও। (ইবনে মাজা)

১০. হুজুর সা. বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে কোন রকম ওজর ছাড়া জামাতে শরীক না হয়ে একাকী নিজ স্থানে নামায পড়ে নেয় তার নামায হয় না। (আবু দাউদ)

১১. হুজুর সা. বলেন, যারা আজান শুনে ঘরে নামায আদায় ক্বরে আমার মন চায় কিছু সংখ্য যুবককে বলি লাকড়ি সংগ্রহ করতে আর যারা ঘরে নামায আদায় করছে তাদের ঘর-বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে। (মুসলিম)

১২. হযরত আবু দারদা রাযি. বলেন, আমি রাসুল সা. কে বলতে শুনেছি– যে গ্রামে বা মাঠে তিনজন লোক থাকে অথচ সেখানে জামাত হয় না শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং জামাতকে জরুরী মনে করো। জেনে রাখো! দল ত্যাগকারী বকরীকে বাঘে খেয়ে ফেলে। আর মানুষের বাঘ হলো শয়তান। (আহমদ)

১৩. হযরত আমর ইবনে শুয়াইব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সা. বলেছেন– তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বৎসর বয়সে নামাযের নির্দেশ দাও আর দশ বৎসর বয়সে নামায না পড়লে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ)

১৪. হযরত উসমান রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জামাতের সাথে আদায় করলো সে যেনো অর্ধ রাত্রি নামায

আদায় করলো। অতঃপর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করলো সে যেনো পূর্ণ রাত নামায আদায় করলো। (আবু দাউদ)

১৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. বলেছেন, যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। যার পবিত্রতা নেই তার নামায নেই। যার নামায নেই তার দ্বীন নেই। সমস্ত শরীরে মাথার যে মর্যাদা দ্বীন ইসলামে নামাযের সেই মর্যাদা। (মাজমাউস সগির)

১৬. হযরত আবু কাতাদাহ রাযি. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন– রাসুল সা. বলেছেন, চোর হিসাবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হলো যে নামাযে চুরি করে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! নামাযে আবার কিভাবে চুরি করে? রাসুল সা. বললেন, রুকু সেজদাহ ঠিকমত আদায় করে না। (মিশকাত)

পাঁচটি পুরস্কার ও চৌদ্দটি শাস্তি

যে ব্যক্তি গুরুত্বসহকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে পাঁচটি পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। আর অবহেলা করলে ১৪ টি শাস্তি প্রদান করবেন। নিম্নে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:

পাঁচটি পুরস্কার :

১. তার রুজির বরকত বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং জীবনের সংকীর্ণতা দূর করা হবে।

২. তার উপর হতে কবরের আযাব দূর করে দেয়া হবে।

৩. কিয়ামতের দিন তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে।

৪. সে পুলসিরাত বিদ্যুতের মত পার হয়ে যাবে।

৫. বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

চৌদ্দ প্রকার শাস্তি

পাঁচ প্রকার দুনিয়াতে :

১. তার যিন্দেগীর বরকত উঠিয়ে নেওয়া হবে।

২. তার মুখমণ্ডল থেকে নেককারদের জ্যোতি মুছে দেয়া হবে।

৩. সে যে আমলই করুক না কেনো আল্লাহ তার কোন প্রতিদান দেন না।
৪. তার কোনো দু'আ আসমানে উঠে না। অর্থাৎ কবুল হয় না।
৫. নেক বান্দাদের দু'আ থেকে সে কখনও ফল পায় না।

তিন প্রকার মৃত্যুর সময় :

১. বেইজ্জতির সাথে মারা যাবে।
২. ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যাবে।
৩. পিপাসিত হয়ে মারা যাবে।

তিন প্রকার কবরে :

১. তার জন্য কবর এতো সংকীর্ণ হবে যে তার এক পাঁজরের হাড় অন্য পাঁজরে ঢুকে যাবে।
২. তার কবরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হবে।
৩. তার কবরে এমন একটি সাপ নিযুক্ত করা হবে যার চক্ষুদ্বয় আগুনের মতো এবং নখসমূহ লোহার। আর সেটি এতো বড় যে একদিনের রাস্তা এবং তার আওয়াজ বজ্রের মতো। একবার দংশন করলে সত্তর গজ মাটির নিচে ঢুকে যাবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করবে।

তিন প্রকার হাশরে :

১. হিসাবে কঠোরতা।
২. আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি।
৩. জাহান্নামে প্রবেশ। (নাউযুবিল্লাহ)

কুরআন

কুরআন সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

১।

الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ

অর্থ : আলিফ, লাম, মীম, এই সেই কিতাব যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। (বাকারা-১-২)

২।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং তা হেফাযতের দায়িত্ব আমারই। (হিজর-৯)

৩।

وَلَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ

অর্থ : হে রাসুল সা. দ্রুত কুরআন আয়ত্ব করার জন্য আপনি আপনার জিহবা নাড়াবেন না, ইহা সংরক্ষণ করা এবং পাঠ করিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। (কিয়ামাহ-১৬-১৭)

৪।

وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

অর্থ : আমি আমার বান্দার (মুহাম্মদ সা.) উপর যে কিতাব নাযিল করেছি তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে তাহলে অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে নিয়ে এসো। আর এ কাজে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্যান্য সাহায্যকারী ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (বাকারা-২৩)

৫ ।

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً

অর্থ : ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করো। (মুজাম্মিল-৪)

৬ ।

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থ : এটা মানুষের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক ও উপদেশ। (আল ইমরান-১৩৭)

৭ ।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

অর্থ : পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (আলাক-১)

৮ ।

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

অর্থ : কুরআন যতটুকু সহজ লাগে পড়। (মুজাম্মিল-২০)

৯ ।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

অর্থ: আমি কুরআনকে বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো চিন্তাশীল আছে কি? (কমর-১৭)

১০ ।

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি এই কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। (ইউসুফ-২)

১১ ।

اُتْلُ مَا أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

অর্থ : তুমি তিলাওয়াত করো কিতাব থেকে যা তোমার উপর নাযিল করা হয়েছে। (আনকাবুত-৪৫)

১২ ।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ : আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করেছি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। (বনী ইসরাঈল-৮২)

১৩ ।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ

অর্থ : আমি তোমার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি যেভাবে এ কুরআন তোমার উপর নাযিল করেছি। (ইউসুফ-৩)

১৪ ।

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

অর্থ : যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তবে তুমি দেখতে যে পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব উপমা মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (হাশর-২১)

১৫ ।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

অর্থ : রামাযান হলো এই মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নিদর্শক আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। (বাকারা-১৮৫)

১৬ ।

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا

অর্থ : এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। (বনি ইসরাইল-৯)

১৭ ।

إِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থ : আর যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তা কান লাগিয়ে শুনো এবং চুপ থাকো যাতে তোমাদের উপর রহমত নাযিল হয়। (আরাফ-২০৪)

১৮ ।

لَا يَمَسُّهٗ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

অর্থ : পাক পবিত্রতা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করোনা। (ওয়াকিয়া-৭৯)

১৯ ।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অর্থ : নিশ্চয়ই কুরআন আমি কদরের রাত্রিতে নাযিল করেছি। (কদর-১)

২০ ।

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

অর্থ : তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেনো বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। যেনো তারা বাঁচতে পারে। (তাওবাহ-১২২)

কুরআন সম্পর্কে নবীজি সা. এর হাদীস

১।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন। (মিশকাত)

২।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। (মিশকাত)

৩।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى أَدْنَاكُمْ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট ব্যক্তি হতে আমার মর্যাদা যত বড় একজন আবিদের চেয়ে একজন খাঁটি আলিমের মর্তবা তত বড়। (মিশকাত)

৪।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, আলিমগণই নবীদের ওয়ারিস। (মিশকাত)

৫।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য বের হয় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দেন। (মিশকাত)

৬।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوْا النَّاسَ فَإِنِّيْ مَقْبُوْضٌ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, তোমরা ফরজ এবং কুরআন মাজীদ শিক্ষা করো এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। কারণ আমি চিরকাল থাকবো না। (মিশকাত)

৭।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رُبَّ قَارِئٍ يَّقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهٗ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, অনেক তিলাওয়াতকারী এমন আছে যারা কুরআন তিলাওয়াত করে ঠিকই; অথচ কুরআন তাদেরকে লা'নত দেয়। (বুখারী)

৮।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ حَرْفًا فَلَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি হরফ পড়বে সে দশটি নেকি পাবে। (বুখারী)

৯।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, কুরআন তিলাওয়াত করা সর্বোত্তম ইবাদত। (মিশকাত)

১০।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهٖ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, নিশ্চই যার অন্তরে পবিত্র কুরআনের কোনো একটি অক্ষরও নাই সে যেনো একটি খালি ঘর। (তিরমিযী)

১১।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ أُلْبِسَ وَالِدُهٗ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং তার উপর আমল করে কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন একটি নুরের টুপি পরানো হবে যার আলো সূর্যের চেয়ে অধিক হবে। (মুসলিম)

১২।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। (বুখারী)

১৩ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, তোমরা কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করো। কারণ নিশ্চয়ই তা তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। (মিশকাত)

১৪ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, সবচেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে উত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ সা. এর দেখানো পথ। (মুসলিম)

১৫ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি নির্দেশিকা রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কখনও বিপদগামী হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল সা.এর সুন্নত। (হাকিম)

১৬ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, যে সুন্দর উচ্চারণে কুরআন পড়ে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়। (বুখারী)

১৭ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيِّنُوْا الْقُرْاٰنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, তোমরা সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করো। (ইবনে মাজা)

১৮ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَأَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهٗ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তা মুখস্ত করেছে অতঃপর কুরআন যা হালাল করেছে সে নিজের জন্য তা হালাল করেছে এবং কুরআন যা হারাম করেছে নিজের জন্য তা হারাম করেছে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং নিজ পরিবারের এমন দশজনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করবেন যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ছিলো। (তিরমিযী)

১৯ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ أٰخَرِيْنَ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই কুরআনে পাকের কারণে আনেককে উচ্চ মর্যাদা দান করেন আবার অনেককে অপদস্ত করেন। (মুসলিম)

২০ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِيْ الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ أٰخِرِ أَيَةٍ تَقْرَأُهَا

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, কিয়ামতের দিন কুরআনওয়ালাকে বলা হবে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকো এবং মর্যাদার আসনে উন্নীত হতে থাকো এবং তারতিলের সাথে ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করো যেভাবে দুনিয়াতে ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতে। নিশ্চয়ই তোমার মর্যাদার আসন হবে তিলাওয়াতকৃত আয়াতের শেষ প্রান্তে। (আবু দাউদ)

২১ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ أٰيَاتٍ فِيْ لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

অর্থ : যে ব্যক্তি কোনো রাত্রে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করলো সে উক্ত রাত্রে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (হাকীম)

মালদ্বীপ কাঁপানো সেই ঘটনা

প্রায় পাঁচশত বৎসর আগের কথা। এক অলৌকিক ঘটনায় মালদ্বীপে ব্যাপকভাবে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। লোকজন দলে দলে দাখিল হয়েছিলেন ইসলাম ধর্মে।

প্রখ্যাত মুসলিম পর্যটক আল্লামা ইবনে বতুতা রাহ. বড় মাপের ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি সমগ্র দুনিয়া ভ্রমণ করেছেন। তিনি তাঁর সফরনামায় মালদ্বীপের উক্ত ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন যে, ভ্রমণ করতে করতে তিনি মালদ্বীপে পৌঁছলেন।

দেখলেন, মালদ্বীপের প্রতিটি শহর-নগর আজানের মধুময় ধ্বনিতে মুখরিত। মালদ্বীপ ভূমি নামাযের সিজদায় আলোকিত। এ অবস্থা দেখে আল্লামা ইবনে বতুতা খুবই বিস্মিত হলেন। কারণ, তাঁর জানা মতে কোনো ইসলাম প্রচারক মালদ্বীপে আসেন নি। তাহলে এখানে এভাবে ইসলামের আলো ছড়ালো কীভাবে?

ইবনে বতুতা রাহ. তখন সেখানকার অধিবাসীদেরকে মালদ্বীপের মানুষের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা অতি আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা তাকে শোনালেন।

আরবের কোনো এক বাণিজ্য জাহাজ পূর্ব বিশ্বের দিকে যাত্রা করে যাচ্ছিলো। ঘটনাচক্রে জাহাজটি তুমুল সমুদ্র ঝড়ে পতিত হয় এবং ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজটি ডুবে যায়। জাহাজের যাত্রী সবাই মারা যান। সেই মুসলিম যাত্রীদলের একজন মাত্র লোক কোনো এক কাষ্ঠখণ্ডকে অবলম্বন করে আল্লাহর মেহেরবানিতে বেঁচে যান এবং এই দ্বীপে এসে আশ্রয় নেন। তিনি ছিলেন এক আরব যুবক এবং হাফিযে কুরআন। তার নাম হাফিয আবুল বারাকাত। এই অচেনা অপরিচিত দ্বীপে কোথায় যাবেন তিনি? কে তাকে আশ্রয় দিবে? এখানেতো তাঁর কোনো বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন নেই। অবশেষে এই আরব যুবক এক বৃদ্ধার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। যুবকটি জঙ্গলে কাঠ কেটে তা বিক্রয় করে জীবকা নির্বাহ করতেন। এভাবেই চলছিলো তাঁর জীবন। একদিন তিনি বাড়িতে এসে দেখলেন- বৃদ্ধা কাঁদছেন এবং তাঁর পাশে তাঁর যুবতী মেয়েও কাঁদছে। যুবক জিজ্ঞেস

করলেন- কী হয়েছে আপনাদের? আপনারা কাঁদছেন কেনো? বৃদ্ধা বললেন- আজ আমার মেয়ে মারা যাবে। যুবক বললেন- কেনো? তিনি মারা যাবেন কেনো? তিনিতো সুস্থ! বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন- ওই যে দেখুন, মৃত্যু আমাদের সামনে। যুবক বাড়ির সামনে তাকিয়ে দেখলেন, রাজার সৈন্যরা দাঁড়ানো। যুবক বললেন- তারা কি আপনার মেয়েকে হত্যা করবে? বৃদ্ধা বললেন- না, ব্যাপারটি তা নয়। রাজার এই সৈন্যরা আমার মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। কেননা, আমাদের এই দ্বীপে প্রতি বৎসর একটি নির্দিষ্ট তারিখে এক সামুদ্রিক বিপদের উদ্ভব হয়। যার থেকে রক্ষা পাওয়ার পদ্ধতি হলো আমাদের দ্বীপবাসীদের পক্ষ থেকে এক যুবতী মেয়েকে ওইদিন সূর্য ডোবার পর সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত মন্দিরে রেখে আসতে হয়। পরের দিন সকালে সরকারি লোকজন সমুদ্রের কিনারা থেকে ওই মেয়েকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে আসে। প্রতিবারই লটারির মাধ্যমেই নিরূপণ করা হয়- কোন মেয়েকে পাঠানো হবে। এবার লটারিতে আমার মেয়ের নাম উঠেছে। তাই আজ রাতে তাকে সমুদ্র উপকূলে পাঠাতে হবে। সেখানে তার মৃত্যু অনিবার্য। যুবক বৃদ্ধার মুখে এ বেদনাদায়ক ঘটনা শুনে বললেন- আজ আপনাদের মেয়েকে সেখানে পাঠাবেন না। আজ রাতে আমিই সেখানে যাবো। দেখি! সেখানে কী হয়? প্রয়োজনে আপনার মেয়ের পরিবর্তে আমার জান দিয়ে দেবো। এরপর যুবক বললেন- রাজার সৈন্যরা যাতে বুঝতে না পারে, তাই আপনার মেয়ের পোশাক আমাকে পরিয়ে দিন। আমি আজ তাদের সাথে যাবো।

উল্লেখ্য যে, যুবকের বয়স ছিলো খুবই কম। তাঁর দাড়ি-গোফ কিছুই গজায়নি। কাজেই মেয়ের বেশে তার ধরা পড়ার আশংকা ছিলো না। বৃদ্ধা যুবকটিকে নির্ঘাত মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু যুবকটি বুঝালেন যে, তিনি মুসলমান। মুসলমানগণ আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেন না। আর জীবন ও মৃত্যু একমাত্র মহান আল্লাহর হাতে।

আল্লাহর হুকুম না হলে, কেউ তাকে মারতে পারবে না। তাছাড়া তিনি হাফেজে কুরআন। তাই তার বিশ্বাস, কুরআন শরীফের বরকতে

মহান আল্লাহ তাকে হিফাযত করবেন। এভাবে যুবকটি বৃদ্ধাকে নানাভাবে বুঝালেন। শেষ পর্যন্ত যুবকটির অত্যাধিক পীড়াপীড়িতে বৃদ্ধা রাজি হলেন। যুবকটিকে মেয়ের পোশাক পরিয়ে দেয়া হলো। অতঃপর রাজার সৈন্যরা তাকে সমুদ্রের উপকূলস্থ সেই মন্দিরে নিয়ে গেলো। তারা তাকে সেখানে রেখে চলে এলো। যুবক সেখানে উত্তমরূপে ওজু করে ইশার নামায আদায় করলেন। তারপর খোলা তলোয়ার সামনে রেখে সমুদ্রের ঢেউ দেখতে লাগলেন এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। রাত গভীর হতে লাগলো। চারিদিক নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেলো। প্রকৃতি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো। শুধুমাত্র তিনটি প্রাণ জেগে রইলো। যাদের চোখ থেকে নিদ্রার সুখ বিদূরিত হয়ে গিয়েছে।

তাদের একজন হলেন আরব যুবক। যার চোখ ছিলো পানির সমুদ্রের দিকে আর বুকে ছিলো ঈমানের বল। আরেকজন জাগ্রত ছিলো, সে হলো গরীব বৃদ্ধা। উদার দিল আরব যুবকের চিন্তায় বৃদ্ধা ছিলো অস্থির। তার মেয়েকে রক্ষা করার জন্য যুবক নিজের প্রাণকে বিপন্ন করতে যাচ্ছেন। তৃতীয় যে প্রাণটি জেগে রইল, সে হলো বৃদ্ধার সেই যুবতী কন্যা। আরব যুবকের চিন্তায় সে অনবরত কেঁদেই চলছিলো। হাফেজে কুরআন যুবকটি অন্ধকার রাতের এই নিথর পরিবেশে সমুদ্রের কিনারস্থ সেই ভয়ংকর মন্দিরে বসে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী সুরে কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করে যাচ্ছিলো। এ মুহূর্তে সকল অপশক্তির মুকাবিলায় কুরআনই যে তার অমোঘ হাতিয়ার। হঠাৎ করে সমুদ্রের দিগন্ত থেকে বিশাল আকৃতির এক ভয়ংকর দৈত্যের উদয় হলো। দৈত্যটি ধীরে ধীরে সমুদ্রের কিনারার দিকে মন্দিরের অভিমুখে আসতে লাগলো। মন্দিরের কাছাকাছি এসে দৈত্যটি থেমে গেলো। যুবক কুরআন তিলাওয়াত করে যাচ্ছিলেন। কুরআন তেলাওয়াতের কারণে দৈত্যটি সামনে অগ্রসর হতে পারলো না। অবশেষে হার মানলো ভয়ংকর দৈত্যটি। সামান্য সময় অবস্থান করে যে পথে এসেছিলো, সে পথেই ফিরে গেলো। দৃশ্যের অন্তরালে হারিয়ে গেলো দৈত্যটি।

সকাল হলো। সরকারি লোকজন মেয়েটির লাশ নেয়ার জন্য মন্দিরে এলো। এসে তারা হতভম্ব হয়ে গেলো। সেখানে কোনো লাশ

নেই। কোনো মেয়েও নেই। তার পরিবর্তে সেখানে এক মুসলিম যুবক রয়েছে। তারা যুবকটিকে রাজার দরবারে নিয়ে এলো। যুবকটি রাজার নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন রাজা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বৃদ্ধা ও মেয়েকে ডেকে আনলেন। তারা রাজার কাছে ঘটনাটির সত্যায়ন করলেন। যুবক রাজাকে বললেন- আমি যা করেছি, তা ইসলামের শিক্ষার তাগিদে করেছি। এটা আমার প্রতি বৃদ্ধার ইহসানের সামান্য বদলা মাত্র। যুবকের মুখে সব শুনে রাজা সীমাহীন প্রভাবিত হলেন। রাজা বললেন- হে যুবক! এতো বড় বিপদের সামনে তুমি একাকী দাঁড়ালে কীভাবে? যুবক বললেন- আমি একা ছিলাম না, আমার সাথে আমার আল্লাহ ছিলেন। আর আমার হাতিয়ার ছিলো মহান আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন- তুমি ভয় পাওনি কেনো? যুবক বললেন- মুসলমান একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। জীবন ও মৃত্যুর মালিক তো একমাত্র মহান আল্লাহ।

এরপর রাজা বললেন- তুমি কি আগামী বৎসরও এভাবে একা ওখানে যেতে পারবে? যুবক দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন- আল্লাহর হুকুমে একাই যেতে পারবো। তখন রাজা অতি আবেগের সাথে বলে উঠলেন- যদি তুমি পারো, তাহলে আমরা সবাই ইসলামের সততার সামনে মাথা নত করবো। রাজার এ কথাকে দরবারের সকলে সমস্বরে সমর্থন করলো।

এরপর পরবর্তী বৎসর নির্ধারিত তারিখে সেই হাফিযে কুরআন আরব যুবক একা একা সেই মন্দিরে গেলেন এবং সারারাত সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করে কাটালেন। অতঃপর সকাল বেলা সহীহ সালামতে সবার মাঝে ফিরে এলেন।

এই ঘটনার পর থেকে সেই বিপদ আর কখনো মালদ্বীপে আসেনি। তখন রাজা ও তার দরবারের সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর সেই রাজ্যের মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হলেন। প্রথম দিনেই পয়ষট্টি হাজার লোক মুসলমান হলেন এবং এ ধারা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকলো। সুবহানাল্লাহ!

মুহতারাম পাঠক পাঠিকা!

আমরা এক ভাগ্যবান জাতি যে আমাদেরকে আল্লাহ আখেরী জামানায় বিশ্বনবী সা. এর উম্মত করে প্রেরণ করেছেন এবং আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারিম যা আসমানী কিতাবসমূহের শ্রেষ্ট গ্রন্থ। এটা আমাদের জন্য শুধুমাত্র শিফা নয় সব সমস্যার সমাধান হিসাবে নাযিল করেছেন।

সুতরাং যে কোন সমস্যায় আমাদের কুরআনের দিকে ফিরে আসা দরকার। উপরের সেই মালদ্বীপের ঘটনায় আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। হাফিজ আবুল বারাকাত রাহ. এর তেলাওয়াতে কি পাওয়ার আর এ্যাকশন যা তাদের হাজার বছরের কালচারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর আমাদের তেলাওয়াতে কাজ হয়না কেনো? আমাদের তাওয়াক্কুলে দুর্বলতা আছে। কুরআন তো সবার জন্য সমান। আল্লাহ পাক সবাইকে কুরআন শিক্ষা করার, বুঝার এবং মানার তাওফিক দান করুন। আমিন।

কুরআনের পাওয়ার

এখন যে ঘটনাটি উপস্থাপন করা হবে তা হলো নবীজি সা. এর প্রিয় সাহাবি খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত উমর রাযি.কে নিয়ে যার নাম শুনলে চৌদ্দশত বৎসর পরও কাফিররা থরথর করে কাঁপে। যার নাম নিয়ে আমরা এখনও সারা বিশ্বে গর্ববোধ করি। যার সম্পর্কে নবীজি সা. বলেন, আমার পরে কোন নবী নেই। কিন্তু আল্লাহ যদি আমার পরে কাউকে নবী করে পাঠাতেন তাহলে সে হতো উমর।

তিনি যে রাস্তা দিয়ে যেতেন চল্লিশ দিন পর্যন্ত শয়তান এই রাস্তা দিয়ে যেতো না। সেই উমর রাযি. মুসলমান হওয়ার আগে ইসলামের কঠোর দুশমন ছিলেন। এমনকি হুজুর সা. এর মাথা মোবারক কেটে আনতেও গিয়েছিলেন। আর তখনই মুসলমান হন। সেই মুসলমান হওয়ার ঘটনাটি নিম্নে তুলে ধরা হলো-

ঘটনা

একদিন কাফেরদের একটি পরামর্শ সভা বসলো। সেখানে প্রশ্ন উঠে কে মুহাম্মদ সা. কে হত্যা করতে পারবে? উমর দাঁড়িয়ে বললেন, আমি পারবো। তখন সবাই একসাথে বলে উঠলো, হ্যাঁ উমর তোমার দ্বারাই সম্ভব। একমাত্র তুমিই পারবে এ কাজ করতে।

তখন উমর রাযি. তরবারি হাতে যাত্রা করেন, অতি ক্ষিপ্র তার গতি। রোষে অগ্নিসম তার নয়নযুগল। পথে তার সাথে সাক্ষাত হয় যুহরা গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে। তার নাম সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস। সা'দ উমর রাযি.কে জিজ্ঞেস করেন, উমর কোথায় যাচ্ছো? উমর রাযি. বললেন, মুহাম্মদ কে হত্যা করতে যাচ্ছি। তা শুনে সা'দ বললেন– বনী হাশিম, বনী যুহরা, বনী আবদে মনাফ গোত্রের লোকদের কি তুমি ভয় করো না? তারা কি তোমাকে ক্ষমা করবে? এই হত্যার বদলে তারা কি তোমাকে হত্যা করবে না? তার কথা শুনে উমর অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, মনে হয় তুমিও ধর্মান্তরিত হয়েছো? আসো তোমাকেই প্রথম শিক্ষা দেই। এই কথা বলেই উমর তরবারি বের করেন। "হ্যাঁ মুসলমান হয়েছি" এই বলে সা'দ নিজেও তরবারি বের করেন। উভয়ের মধ্যে অস্ত্রের ঘাত প্রতিঘাত নিশ্চয়ই আরম্ভ হতো। কিন্তু সা'দ হঠাৎ বলে উঠলেন, আরে আগে নিজের ঘর সামলাও। তোমার ভগ্নিপতি সাঈদ ও বোন ফাতেমা যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার খবর কিছু রাখো কি?

খবরটা শুনে আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করলো। উমর রাযি. ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেলেন। সা'দকে বাদ দিয়ে উমর তীব্র বেগে ছুটলেন ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে। সেখানে হযরত খাব্বাব রাযি. উমর রাযি. এর ভগ্নি ও ভগ্নিপতিকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো। উমর রাযি.এর আওয়াজ শুনে খাব্বাব রাযি. ঘরের এক কোনে লুকিয়ে রইলেন। কিন্তু কুরআনের যে অংশ শিক্ষা দিচ্ছিলেন ভয় ও ত্রাসের কারনে তা নিয়ে যেতে ভুলে গেলেন। আর তা সেখানেই পড়ে রইলো। ভগ্নি এসে দরজা খুলে দিলেন। তাকে দেখা মাত্রই উমর বললেন, বদ-নসীব! তুইও ধর্ম ত্যাগ করলি? বলেই মস্তিষ্কে আঘাত করলেন। এরপর গৃহে প্রবেশ করে তিনি ভগ্নি ফাতেমাকে জিজ্ঞাস করলেন, কি করছিলি এতক্ষণ? আমি

কিসের আওয়াজ শুনলাম? এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন উমর রাযি.এর ভগ্নিপতি। কই আমরা তো কিছু করছিলাম না, শুধু কথাবার্তা বলছিলাম। তখন উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিও নাকি ইসলাম গ্রহণ করেছো? তখন উমর রাযি.এর ভগ্নিপতি বললেন– যদি অন্য ধর্ম সত্য হয়.... কথা তার মুখেই রয়ে গেলো উমর রাযি. তার দাঁড়িতে সজোড়ে একটানে মাটিতে ফেলে আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগলেন। তাকে মুক্ত করার জন্য তার স্ত্রী ফাতেমা ছুটে আসলেন। কিন্তু উমর রাযি. ভগ্নির মুখে এমন জোরে এক চড় মারলেন। তার দ্বিধা অন্তর্হিত হলো। বীরাঙ্গানার বীর হৃদয় মাথাচাড়া দিয়ে উমরের বিরুদ্ধে বেঁকে বসলো। যেমন ভাই তেমনই তার বোন। তিনি বললেন, উমর! আমি মুসলমান হয়েছি শুনেই তুমি আমাকে মারলে? তবে শুনো আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন তোমার যা খুশি করতে পারো। এমন সময় উমর রাযি.এর নযর পড়লো কুরআনের ঐ অংশটির উপর যা ঘরের মেঝেতেই পড়েছিলো। ততক্ষণে তার ক্রোধ অনেকখানি প্রশমিত হয়ে গিয়েছিলো এবং আপন সহোদরার রক্ত রঞ্জিত দেহ দেখে তাঁর অত্যান্ত লজ্জা হচ্ছিলো। কাজেই একটু অনুতাপের সুরে বললেন, আচ্ছা দেখাও তো দেখি কি পড়ছিলে?

ফাতেমা বললেন– তুমি নাপাক, ছুঁতে পারবে না। অযু গোসল না করে এটা ছুঁয়া নিষেধ। উমর রাযি. বার বার কুরআনের এই অংশ হাতে নিতে চাইলেন, কিন্তু ফাতেমা কিছুতেই রাজি হলেন না। অগত্যা যথারীতি অযু গোসল করেই তাকে তা পড়তে হলো। কুরআন শরীফের ঐ পাতায় ত্বাহা নামক সুরাটি লিখিত ছিলো। উমর রাযি. তা পাঠ করতে করতে যখন নিম্নের আয়াতে পোঁছলেন-

إِنَّنِيْ أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ

অর্থ: আমিই আল্লাহ আমি ব্যতিত কোনো ইলাহ নাই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো। (ত্বাহা-১৪)

তখন তাঁর মনে একটা গভীর ভাবান্তর দেখা দিলো। তিনি বলতে লাগলেন– আচ্ছা আমাকেও না হয় মুহাম্মদ সা. এর নিকট নিয়ে চলো। তার কথা শুনে খাব্বাব রাযি. এসে বললেন, হে উমর! তোমাকে সুখবর

দিচ্ছি– গতকাল বৃহস্পতিবার রাত্রে আমি নবীয়ে করীম সা.কে এই দু'আ করতে শুনেছি, "হে আল্লাহ! উমর এবং আবু জাহেলের মধ্যে যাকে তুমি বেশি পছন্দ করো তাকে দিয়ে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও।" মনে হয় তোমার সম্পর্কেই নবীয়ে করীম সা. এর দু'আ কবুল হয়েছে। এরপর উমরকে নিয়ে নবী সা. এর দরবারে হাজির হওয়ার জন্য রওয়ানা দেন। তারা নবীয়ে করীম সা.এর দরবারের সামনে হাজির হলে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নবীজী সা.কে সংবাদ দিলেন যে, হে আল্লাহর রাসুল! উমর আপনার মাথা নেওয়ার জন্য আসছে। যদি আপনার অনুমতি হয় তবে সে আপনার সামনে আসার আগেই তার ধর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো।

তখন নবীয়ে করীম সা. বললেন, তাকে আসতে দাও। দেখো আমাকে হত্যা করতে আসছে নাকি ইসলাম গ্রহণ করতে আসছে।

উমর রাযি. দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে চাই। এ কথা শুনে উপস্থিত সকলে খুব আনন্দিত হলেন। তখনই হযরত উমর রাযি. কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

মেয়ে সত্যের উপর বাবা মিথ্যার উপর

এখন যে ঘটনাটি শুরু হবে তা হলো পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ''বিসমিল্লাহ'' নিয়ে।

রাসুল সা. বলেন, যে কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা হয় সেই কাজে বরকত হয়। আর যে কাজে বিসমিল্লাহ বলা হয় না শয়তান খুশি হয় এবং অংশগ্রহণ করে।

যে ঘরের কাজকর্ম বিসমিল্লাহ বলে করা হয়, সে ঘরে শয়তানের কোন স্থান নেই। বিসমিল্লাহর অতুলনীয় ফযিলত।

কাজেই প্রত্যেক ভাল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া আমাদের জন্য জরুরি। শয়তান আমাদেরকে তার পথে চালাতে চায়। সুতরাং শয়তানের

ধোঁকা থেকে নিজেকে এবং পরিবারকে রক্ষা করতে হবে। আল-কুরআনের পথে দুনিয়ার শান্তি এবং পরকালের মুক্তি।

মুহতারাম পাঠক! নিচের ঘটনাটি পড়ি এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি।

ঘটনা

এক বুযুর্গ একদিন এক মজলিশে বয়ান করেছিলেন। সেই বয়ান ছিল বিসমিল্লাহ সম্পর্কে। বিসমিল্লাহর ফযিলত, শান শওকত ও মর্যাদা সম্পর্কে। সেই বয়ানে মানুষ ছিল অনেক। পর্দার আড়ালে ছিল অনেক মা বোন। ঘটনাক্রমে এক ইয়াহুদির কন্যা ছিলো সে মজলিসে। হুজুরের বয়ান তার হৃদয়কে একেবারে মোমের মতো গলিয়ে দিলো। তাই কালেমা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সে মুসলমান হলো। আশ্রয় নিল ইসলামের ছায়ার নিচে। এই নও মুসলিম (ইয়াহুদি কন্যা) বিসমিল্লাহ ছাড়া কিছুই বুঝে না।

উঠতে-বসতে, চলতে, বলতে শুধু এক কথা। মোটকথা সকল কাজে শুধু বিসমিল্লাহ। সে এই আমল করত অত্যন্ত গোপনে। কিছুকাল পর তা আর গোপন রইল না, প্রকাশ হয়ে গেলো। তার পিতা-মাতা জেনে গেলো। জেনে গেলো পরিবারের সবাই। মেয়ের এ আচরণে পিতা-মাতার খুবই কষ্ট হলো। তারা প্রথমে মেয়েকে বুঝালো। পরিবারের সবাই বলল, এই আওয়াজ যেন বাহিরে প্রকাশ না পায়।

ইয়াহুদির কন্যা তার বিসমিল্লাহর আমল পূর্বের চেয়ে আরো বেশি পরিমাণ চালাতে লাগল। পিতা-মাতার আদেশ-উপদেশ কিছুতেই সে কর্ণপাত করলো না। এবার শুরু হলো শাসন। শুরু হলো নির্যাতন নিপীড়ন। দিন দিন শাসন বাড়তে থাকে। কিন্তু কোনো শাসনই মেয়েকে বিসমিল্লাহর আমল ছাড়াতে পারলো না। মেয়ের পিতা ছিলো সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সে ভাবল, এই মেয়ের জন্য সমাজে আমার কোন ইজ্জত থাকবে না। তা কখনও হতে পারে না। সুতরাং এখন তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। কোনো জঘন্য অপবাদ দিয়ে তাকে মেরে ফেলতে হবে। এই ঘটনা বাইরের কেউ জানার আগেই তাকে মেরে ফেলা অপরিহার্য।

মেয়ের পিতা সমাজের শুধু নেতা ছিলো না তৎকালীন বাদশাহের প্রধানমন্ত্রীও ছিল। বাদশাহের সীল মোহর মারার আংটি সংরক্ষিত থাকতো তার কাছে। মেয়েকে হত্যা করার কৌশল হিসাবে একদিন পিতা বাদশাহর আংটি খানা মেয়ের হাতে দিয়ে বলল, এটি তুমি হেফাযত করে রেখো। আগামীকাল আমি নিয়ে যাবো। মেয়েটি বিসমিল্লাহ বলে আংটিখানা গ্রহণ করল। তারপর বিসমিল্লাহ বলে জামার পকেটে রেখে দিলো। রাত গভীর হলো। মেয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কিন্তু পিতার চোখে ঘুম নেই। সে ধীরে ধীরে মেয়ের কাছে এলো। তারপর আংটিখানা জামার পকেট থেকে বের করে নিয়ে গেলো। অতঃপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এই আংটিকে নিক্ষেপ করলো বিশাল নদীতে। এই ছিল মেয়েকে মারার ফন্দি। ফন্দির প্রথম অংশ হয়েছে তাই পিতা খুবই খুশি হলো। পিতা ভাবলো, আর যায় কোথায়। আগামীকাল যখন আংটি চাইবো আর মেয়ে দিতে পারবে না। তখন রাজকীয় সীল মোহর হারানোর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত।

জেলে নদীতে মাছ ধরে। প্রতিদিনের মত আজও তারা মাছ ধরতে নদীতে গেলো এবং মাছ ধরার জন্য নদীতে জাল ফেলল। হঠাৎ জেলের জালে একটি খুব বড় মাছ ধরা পড়ল। মাছটি কেবল বড় নয় দেখতেও অনেক সুন্দর। জেলে ভাবল প্রতিদিন তো মাছ বিক্রয় করি। আজকের এই মাছ বিক্রয় করবো না। এই মাছটি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিবো। উপহার পৌঁছে গেল প্রধানমন্ত্রীর বাসায়। এমন মাছ প্রধানমন্ত্রী কখনো দেখেনি। সে মাছ দেখে বেশ খুশি হলো। মেয়েকে ডেকে বলল, মা তুমি এই মাছটি ভাল করে রান্না করো। আজ বাসায় কয়েক জন মেহমান আসবে। মেয়ে তার স্বভাব অনুযায়ী বিসমিল্লাহ বলে মাছটিকে হাতে নিলো। তারপর মাছটিকে কাটতে গিয়ে মাছের পেটের ভেতর ঐ আংটিখানা দেখতে পেলো যে আংটি মেয়ের বাবা গতকাল তার কাছে দিয়েছিলো। সে বিসমিল্লাহ বলে মাছের পেট থেকে তা বের করে নিজ পকেটে রেখে দিলো। মাছ রান্না করা হলো। মেহমান হাজির হলো। খানা পিনা শেষ হলো। রাজ দরবারে যাওয়ার সময় হলো। যাওয়ার পূর্বে মেয়ের পিতা মেয়ের কাছে আংটি চাইল। মেয়ে তখন বিসমিল্লাহ বলে নিজ পকেটে হাত দিলো এবং আংটিখানা বের করে দিলো।

এই ঘটনা দেখে পিতা অবাক হলো। সে মেয়ের নিকট থেকে সব কিছু শুনলো। অবশেষে তার বিশ্বাস হলো যে, মেয়ে সত্যের উপর আছে। আমি আছি মিথ্যা ও বাতিলের উপর।

কুরআনের উসিলায় ক্ষমা করে দিয়েছেন

ঘটনাটি জানার আগে নবীজি সা.এর একখানা হাদীস জানি– নবীজি সা. বলেন, কুরআন কাউকে সম্মানিত করে আবার কাউকে অসম্মানিত করে। কুরআন হলো কালামুল্লাহ, আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে শুধু কুরআন হলো কালামুল্লাহ। তাওরাত হলো কিতাবুল্লাহ, মানে আল্লাহর কিতাব। যবুর হলো কিতাবুল্লাহ, ইঞ্জিল হলো কিতাবুল্লাহ, কিন্তু একমাত্র কুরআনই হলো কিতাবুল্লাহ এবং কালামুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর কথা। সেই কালামুল্লাহকে যারা সম্মান করে মহান আল্লাহ তাদের শান বাড়িয়ে দেন।

ঘটনা

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহ. বর্ণনা করেছেন, জনৈক বুযুর্গ সুলতান মাহমুদ গাজনবী রাহ. এর ইন্তেকালের পরে তাঁকে স্বপ্নযোগে দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন– আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? উত্তরে সুলতান মাহমুদ রাহ. বললেন, আমি যত কাজ করেছি, তন্মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আমার একটা কাজকে সর্বাপেক্ষা বেশি পছন্দ করে এর উসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে কাজটি হলো, একবার আমি গ্রামের এক বাড়িতে মেহমান হয়েছিলাম। যে ঘরে অবস্থান করছিলাম, ঐ কামরায় তাকের উপর কুরআন শরিফের এক টুকরা পাতা রাখা ছিলো। আমার অন্তরে এ ধারণা আসলো, এই কামরায় যেহেতু কুরআন শরীফের এক টুকরা পাতা রাখা আছে, তাই এখানে শোয়া উচিৎ হবে না। এতে কুরআন শরীফের পুরাপুরি সম্মান রক্ষা করা যাবে না। অতঃপর চিন্তা করলাম, কুরআন শরীফের টুকরো পাতাকে অন্য কোনো

কামরায় রেখে আমি এখানে আরাম করি। এরপরে আবার মনে খেয়াল আসলো, এমন করাও তো আমার জন্য বড়ই বেআদবী হবে। আমার আরামের জন্য কুরআনকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করছি। এই চিন্তা ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত কুরআনের সম্মানার্থে স্থানান্তরিত না করে আমি নিজেই সারা রাত্র জাগ্রত ছিলাম। আমি আল্লাহ পাকের কালামের সাথে যে আদব (সম্মান) করেছি, তার বদৌলতে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আমি কেনো মুসলমান হলাম?

খলিফা মামুনুর রশিদ এর দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো। এতে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের অংশ গ্রহণের অনুমতি ছিলো। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইয়াহুদি পণ্ডিত আগমন করলো। আকার আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির দিক দিয়েও তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিলো। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞজন সুলভ।

সভা শেষে খলিফা মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ইয়াহুদি? সে স্বীকার করলো। খলিফা মামুন পরীক্ষার্থে তাকে বললেন, আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান, তবে আপনার সাথে চমৎকার ব্যবহার করা হবে। সে উত্তরে বললো, আমি পৈত্রিক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল।

এক বছর পর সেই ইয়াহুদি পণ্ডিত মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করলো এবং আলোচনা সভায় ইসলামি ফিকহ্ সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করলো। সভা শেষে খলিফা মামুন তাকে ডেকে বললেন, আপনি কি ঐ ব্যক্তি যে এক বছর পূর্বে এসেছিলেন? সে বলল, হ্যাঁ। আমিই সেই ব্যক্তি। মামুন জিজ্ঞেসা করলেন, তখন তো

আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন। কিন্তু পরে মুসলমান হবার কি কারণ ঘটলো?

লোকটি বললো, এখান হতে ফিরে গিয়ে আমি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে গবেষণা শুরু করি। আমি একজন হস্তরেখা বিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রি করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশ করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ইয়াহুদিদের উপাসনালয়ে গেলাম। ইয়াহুদিরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিলো। এরপর আমি একইভাবে ইঞ্জিলের তিন কপি নিজের ইচ্ছামত কম-বেশ করে তা খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানে খিস্টানরাও খুব খাতির যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিলো। এরপর আমি কুরআনের বেলাতেও তাই করলাম। এরও তিনটি কপি করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশ করে সুন্দরভাবে তা লিপিবদ্ধ করলাম। এরপর এগুলো নিয়ে বিক্রয়ের জন্য বের হলাম। যার কাছেই বিক্রির জন্য গেলাম, সেই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কিনা যাচাই করে দেখলো। তারপর কম-বেশ দেখে কপিগুলো ফেরত দিলো।

এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, এ গ্রন্থটিই হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষন করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। আল্লাহু আকবর

সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা!

উপরোক্ত ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কেউ কখনও পরিবর্তন করতে পারবে না। কারণ তার হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজে গ্রহণ করেছেন। কাজেই হাজারো চেষ্টা করেও কোনো পরাশক্তি তাতে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করতে পারবে না।

জরুরি জ্ঞাতব্য

১. যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর সূরায়ে ইয়াসিন তিলাওয়াত করবে, সে যদি ঐ দিন মারা যায় তাহলে শহীদের মার্যদা লাভ করবে।

২. যে ব্যক্তি যুহরের নামাযের পর সূরায়ে ফাতাহ্ তিলাওয়াত করবে, সে ঐ দিনে যে কাজে বাহির হবে বিজয় লাভ করবে।

৩. যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর সূরা নাবা তিলাওয়াত করবে, সে সারা দিন সুসংবাদ শুনতে থাকবে।

৪. যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর সূরায়ে ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করবে, সে যতদিন জীবিত থাকবে অভাব তাকে স্পর্শ করবে না।

৫. যে ব্যক্তি এশার নামাযের পর সূরায়ে মুলক তিলাওয়াত করবে, সে ঐ দিন মারা গেলে কবরের আজাব মাফ হয়ে যাবে।

মাতা-পিতা

মাতা-পিতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

১।

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

অর্থ: আর তোমার প্রতিপালক এ আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করো। যদি তাদের একজন অথবা উভয় তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাদেরকে কখনো "উফ" পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ধমক দিবে না, তাদের সাথে মর্জিত ভাষায় কথা বলো। এবং তাদের উদ্দেশ্যে বিনয়ের বাহু বিছিয়ে দাও আর বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়কে অনুগ্রহ করো, যেমন তারা আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন। (বনি ইসরাইল-২৪)

২।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তার সঙ্গে কোনো বস্তুকে শরিক করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। (নিসা-৩৬)

৩।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ

অর্থ: আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে আদেশ করেছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভেধারন করেছেন, দুই বছর পর্যন্ত তাকে স্তন দান করেছেন, তোমরা আমার এবং তোমাদের পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করো, আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (লুকমান-১৪)

৪।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

অর্থ: আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্য ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি, আর যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে আমার সাথে শিরিক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না। (আনকবুত-৩৮)

৫।

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, আমার গৃহে মুমিন হয়ে প্রবেশকারীদেরকে এবং সকল ঈমানদার নর-নারীকে ক্ষমা করো। (নুহ-২৮)

৬।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

অর্থ: আর যখন আমি বানি ইসরাইল থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সাথে উত্তম আচরণ করবে। (বাকার-৮৩)

৭।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ

ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ

অর্থঃ আমি মানুষ কে নির্দেশ দিয়েছি তারা যেনো পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তার মা তাকে কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং কষ্ট স্বীকার করে তাকে প্রসব করেছেন। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং দুধ ছাড়াতে সময় লেগেছে ত্রিশ মাস। শেষ পর্যন্ত সে যখন শক্তি অর্জন করল এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছল তখন সে বলল; হে আমার রব! তুমি আমাকে তৌফিক দাঁও, আমি যেনো তোমার সেই সব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি যা তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে দান করেছো। (আহকাফ-১৫)

মাতা পিতা সম্পর্কে নবীজি সা. এর হাদীস

১।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلْكَبَائِرُ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ

অর্থঃ রাসুল সা. বলেন, কবিরা গুনাহ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষি দেওয়া। (মিশকাত)

২।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَؓ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ

অর্থঃ হযরত আবু উমামা রাযি. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবীয়ে কারিম সা. এর কাছে এসে প্রশ্ন করল– হে আল্লাহর রাসুল! পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক কি? রাসুল সা. বললেন, তাঁরা তোমার বেহেশত অথবা তোমার দোযখ। (ইবনে মাজা)

অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের খেদমত করে তাদের খুশি রাখতে পারো, তবে তা তোমার বেহেশত লাভের উসিলা হবে। আর যদি তাদের কষ্ট

দাও যার ফলে তাঁরা তোমার উপর নারাজ থাকেন, তাহলে তা তোমার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

৩।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ؈ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ؟ قَالَ أُمُّكَ۔ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ۔ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ۔ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوْكَ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন– এক ব্যক্তি এসে নবীজি সা. কে প্রশ্ন করল, আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? নবীজি সা. বললেন, তোমার মা। সে আবার প্রশ্ন করল, এর পর কে? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার মা। তৃতীয়বার আবার প্রশ্ন করল, এর পর কে? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার মা। চতুর্থবার প্রশ্ন করল, এর পর কে? তিনি উত্তর দিলেন তোমার বাবা। (বুখারী)

৪।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَؓ قَالَ قَالَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ أُجَاهِدُ قَالَ لَكَ اَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন– একদা এক ব্যক্তি নবীজি সা. এর কাছে এসে প্রশ্ন করল– আমি কি জিহাদ করব? নবীজি সা. বললেন, তোমার পিতা-মাতা আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে বললেন, পিতা-মাতার খেদমত করো। (জিহাদের সওয়াব তাদের খেদমতে আছে) (বুখারী)

৫।

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ۔ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ

অর্থ: হযরত আবু বকরা রাযি. বর্ণনা করেন– রাসুল সা. বলেছেন, পিতা-মাতার অবাধ্যতা ছাড়া অন্য যে সকল গুনাহ রয়েছে, এগুলোর মধ্য থেকে

অনেক গুনাহই আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যকে আল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে ছাড়েন। (মিশকাত)

৬।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ

অর্থঃ রাসুল সা. বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত। (তিরমিযী)

৭।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

অর্থঃ রাসুল সা. বলেন, মায়ের পায়ের নিচে বেহেশত। (মিশকাত)

৮।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ، لَا شَكَّ فِيْهِ: دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ

অর্থঃ রাসুল সা. বলেন, তিন ব্যক্তির দু'আ আল্লাহর নিকট অবশ্যই কবুল হয়।

(১) মযলুম ব্যক্তির দু'আ।

(২) মুসাফিরের দু'আ।

(৩) সন্তানের জন্য মা-বাবার দু'আ। (তিরমিযী)

মদিনার হৃদয় কাঁপানো সেই কাহিনী

রাসুল সা. এর যুগে মদিনা শরিফে আলকামা নামে এক যুবক বাস করতো। সে নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতো। একবার সে অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং এই অবস্থায় তাঁর সাকরাত শুরু হলো। এমতাবস্থায় আলকামার স্ত্রী রাসুল সা. এর দরবারে এই বলে লোক পাঠালো যে, হে আল্লাহর রাসুল! আলকামার সাকরাত বোধহয় শুরু হয়েছে।

এই কথা শুনে রাসুল সা. তৎক্ষণাৎ হযরত বেলাল আম্মার ও সুহাইব রাযি. কে পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তোমরা আলকামার কাছে যাও এবং

তার কাছে গিয়ে তাকে কালিমায়ে শাহাদাতের তালকিন দান করো। তাঁরা সেখানে গিয়ে দেখলেন, আলকামার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। তাঁরা তাকে কালিমার তালকিন করলেন। কিন্তু আলকামা কিছুতেই কালিমা উচ্চারণ করতে পারছে না। সাহাবিগণ দ্রুত নবী করিম সা. এর দরবারে এ সংবাদ পৌঁছালেন। নবী করিম সা. সংবাদ বহনকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার পিতা-মাতা কেউ কি বেঁচে আছে? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ। তার বৃদ্ধা মা এখনও জীবিত আছেন।

রাসুল সা. তখন তাকে এই বলে বৃদ্ধার নিকট পাঠালেন যে, আপনি কি রাসুল সা. এর কাছে যেতে পারবেন? যদি পারেন তবে চলেন। আর না পারলে অপেক্ষা করুন তিনি আসবেন।

এ খবর পেয়ে আলকামার মা বললেন, রাসুল সা. এর জন্য আমার জীবন উৎসর্গ হোক। আমি তাঁর দরবারে যাবো। এই বলে তিনি লাঠি ভর দিয়ে রাসুল সা. এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং সালাম জানালেন। সালামের জবাব দিয়ে রাসুল সা. বললেন, আপনি কি আমাকে সত্য কথা জানাবেন? বৃদ্ধা বললেন, হ্যাঁ। সত্য কথা আপনাকে জানাবো।

রাসুলঃ তাহলে বলুন যে, আপনার পুত্র আলকামা কেমন ছিলো?

বৃদ্ধাঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে বেশি করে নামায, রোযা এবং দান খয়রাত করত।

রাসুলঃ তার ব্যাপারে আপনার মনোভাব কি?

বৃদ্ধাঃ আমি আলকামার প্রতি খুশি নই।

রাসুলঃ কেনো? আমার কাছে বলুন।

বৃদ্ধাঃ সে তার স্ত্রীকে আমার উপর প্রাধান্য দিতো এবং আমার হুকুম অমান্য করত।

তারপর রাসুল সা. বললেন, হ্যাঁ। আলকামার মাতার অসন্তুষ্টির কারণে আলকামার মুখ থেকে কালিমা বের হচ্ছে না। অতঃপর প্রিয় নবীজি সা. বেলাল রাযি.কে বললেন, হে বেলাল! তুমি কিছু লাকড়ী সংগ্রহ করো। তখন বৃদ্ধা আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসুল! লাকড়ী দিয়ে কি করবেন? তদোত্তরে রাসুল সা. বললেন, লাকড়ীতে আগুন দিয়ে তোমার পুত্র আলকামাকে জ্বালানো হবে।

বৃদ্ধা বললেন, আমার পুত্র আলকামাকে আমার সামনে আগুন দিয়ে জ্বালানো হবে আমি তা সহ্য করব কিভাবে? তখন রাসুল সা. বললেন, হে

আলকামার মাতা! দুনিয়ার আগুন দোযখের আগুনের সামনে কিছুই না। আপনি কি চান আপনার সন্তান দোযখের আগুনে জ্বলুক? যদি না চান তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিন। যদি আপনি ক্ষমা না করেন তবে তার নামায, রোযা, দান সদকা কোন কিছুই কাজে আসবে না।

একথা শুনে বৃদ্ধা বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি সবাইকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আমি আলকামাকে ক্ষমা করে দিলাম।

বৃদ্ধার কথা শুনে হযরত মুহাম্মদ সা. খুবই খুশি হলেন এবং তিনি হযরত বেলাল রাযি. কে বললেন, হে বেলাল! এবার যাও দেখো যে, আলকামা কালেমা পড়তে পারছে কি না?

রাসুল সা.এর নির্দেশ পেয়ে হযরত বেলাল রাযি. আলকামার উদ্দেশ্যে চললেন। তিনি সেখানে গিয়ে শুনলেন আলকামা উচ্চস্বরে পড়ছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.....।

তখন বেলাল রাযি. ঘরে প্রবেশ করে সমবেত লোকদের বললেন, শুনে রাখুন, মায়ের অসন্তুষ্টির কারনে আলকামা প্রথমে কালেমা পড়তে পারে নি। পরে তার মাতা সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে সে কালেমা পড়তে সক্ষম হয়েছে।

এর পর আলকামা মারা গেলো। স্বয়ং রাসুল সা. উপস্থিত হয়ে তার গোসল ও কাফন এবং জানাযার নামায পড়ে দাফনের কাজ সম্পূর্ণ করেন। অতঃপর তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, ওহে আনসার ও মুহাজিরগণ! যে লোক মায়ের উপর স্ত্রীকে প্রধান্য দেয় তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানবমণ্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ তা'আলা তার কোনো সৎকাজকে কবুল করবেন না, তবে তাওবা করে মায়ের সাথে সদাচরণ করতে পারলে তা ভিন্ন কথা। মনে রেখো মায়ের সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মায়ের অসুন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

মুহতারাম পাঠক-পাঠিকা!

উপরের ঘটনা থেকে বুঝলাম মা অসন্তুষ্ট থাকলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট থাকেন, যার বাস্তব প্রমাণ হলো উক্ত ঘটনা।

নবী সা. বলেন, জান্নাতের সুঘ্রাণ দীর্ঘ পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে, কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য লোক এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি ঐ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

অন্য হাদীসে আছে নবী সা. বলেন, যে ব্যক্তি রিজিক বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সে যেনো আত্মীয়তার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখে।

মা-বাবার কাছে পাওয়া যায় নিঃস্বার্থ ভালবাসা। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষ একে অপরকে ভালবাসে কোনো না কোনো স্বার্থের কারণে। তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে সে কেটে পড়ে। কিন্তু সুখ-দুঃখে যারা পাশে থাকেন তারাই হলেন মা-বাবা। টাকা শেষ হলে টাকা পাওয়া যায়, স্বর্ণ কমে গেলে স্বর্ণ পাওয়া যায়। কিন্তু মা-বাবা চলে গেলে সেই মা-বাবা আর পাওয় যায় না। মা-বাবার দু'আ বৃথা যায় না।

তাই আসুন! যাদের মা-বাবা আছেন তারা স্বীয় মা-বাবার কদর করি। খেদমত করে জান্নাত খরিদ করি। আল্লাহ প্রত্যেককে তাওফিক দান করুন। আমিন ।

উচ্চ শিক্ষিতা ডিজিটাল বউ

উচ্চ শিক্ষিতা ডিজিটাল এক বউয়ের কাহিনীর পূর্বে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের একটি আয়াতের মর্মাংশ বুঝার চেষ্টা করি। সুরায়ে লুকমানে আল্লাহ বলেন, আমার শুকরিয়া আদায় করো এবং তোমার মা-বাবারও। তাহলে এই আয়াত থেকে বুঝা যায় মা-বাবার সম্মান কতো! সমাজের এমন অনেক মানুষ আছে যারা বিয়ের আগে মা-বাবার খেদমত করে; কিন্তু বিয়ে করে খেদমত করা তো দূরের কথা বউয়ের মুরিদ হয়ে মা-বাবাকে বিষবৃক্ষ মনে করে। বউকে মায়ের উপর প্রাধান্য দেয়। বউ যেনো তার রূপকথার ডানা কাটা লাগামহীন পরী। সেই যে লাগাম ছাড়ে আর লাগাম টেনে ধরার কথা কল্পনাও করে না। ফলে বউ পরিণত হয় মা-বাবার জন্য মাংসখোর জানোয়ারে। সেই বউ নিয়ে একটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরছি। ঘটনাটি ১২/১৩ বছর পূর্বে মাসিক মদিনায় পড়ে তা ডায়রিতে নোট করেছিলাম। ঘটনাটি পড়ি এবং তা থেকে পাথেয় সংগ্রহ করি।

ঘটনা

রসূলপুরের করীম নগরে শামীম সাহেব নামীয় এক লোকের বাড়ি। ছোট বেলায় বাবা ইন্তেকাল করেন। আছেন শুধু মা। তাই তাকে কোলে-পিঠে করে যোগ্য করে তুলেছেন। বর্তমানে শামীম সাহেব ঢাকায় এক চাইনিজ হোটেলের ম্যানাজার। সর্বদা তার মায়ের কথা মনে পড়ে। মাকে তিনি বাড়িতে একা রেখে সর্বদা দুশ্চিন্তা করেন। অনেক চিন্তা করার পর তিনি স্থির করলেন যে, মায়ের সেবা করার জন্য একটি বিবাহ প্রয়োজন। সে কাকে বিবাহ করবে? তার প্রয়োজন হলো মায়ের খেদমতের জন্য এমন একজন মেয়ে হতে হবে যে খেদমতের সকল কৌশল জানে। আর এজন্য দরকার শিক্ষিত মেয়ে। তিনি মায়ের অনুমতি নিয়ে একজন উচ্চ শিক্ষিত মেয়ের সন্ধান শুরু করলেন। আব্দুর রহমান তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি তাকে এক উচ্চ শিক্ষিতার সন্ধান দিলেন। মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স পাস করেছেন। নাম বিউটি। বাড়ি গুলশান। বাবা সরকারি চাকুরিজীবী।

শামীম সাহেব তার মায়ের খেদমতের জন্য তাড়াতাড়ি বিবাহ করেন। শামীম সাহেব তার শিক্ষিতা বউকে গ্রামে নিয়ে আসেন। শামীম সাহেবের মা মরিয়ম। তিনি অত্যন্ত খুশি। কয়েকদিন পর্যন্ত তার পুত্রবধূকে কোনো কাজ করতে দেননি। একদিন তাঁর ইচ্ছা হলো পুত্রবধূর হাতের রান্না কিছু খেতে। তাই তিনি কিছু ভাল চাউল ও ইলিশ মাছ পুত্রবধূর হাতে দিয়ে এগুলো রান্না করার কথা বললেন। আর তিনি পাশের বাসায় গিয়ে পুত্রবধূর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিছুক্ষণ পর তিনি বাসায় ফিরলেন।

বাসায় এসে তিনি অবাক! দেখলেন তার পুত্রবধূ ঘুমিয়ে আছে। তিনি তাকে জাগ্রত করে বললেন, বউ মা! বউ মা! ও বউ মা! তুমি এটা কি করলে? ফ্যানের বাতাসে নরম গদিতে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছো। বেলা তো অনেক হলো, এখনও কিছু রান্না করোনি কেনো? জলদি ওঠো। কিন্তু পুত্রবধূ বলল, আম্মা আমি যে রান্না করতে পারি না। আমার জীবনে কখনও রান্নার কাজ করিনি। তাই এ কাজ করতে পারছি না।

একথা শুনে মরিয়ম বেগমের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তিনি পড়ে গেলেন দুশ্চিন্তায়। তার একটি মাত্র ছেলে। সেই ছেলের একটি মাত্র বউ। কিন্তু সেও আবার মহারাণী। রান্না জানে না। অবশেষে বউকে

বললেন, ঠিক আছে রান্না না জানলে অসুবিধা নেই। আমি তোমাকে রান্না শেখাবো চলো রান্না ঘরে।

পুত্রবধূ বলল, আমি আগুন একদম সহ্য করতে পারি না। তাই আমার রান্না শেখার কোনো দরকার নাই। যা করার আপনি করেন।

শাশুড়ি আর কি করবেন? তিনি একাই রান্না করলেন। এইভাবে প্রতিদিন শাশুড়ি বউয়ের খেদমত করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

শামীম সাহেব ঢাকায় অত্যন্ত খুশি আছেন। তিনি ভাবছেন, এখন আমার মা সুখে আছেন। কারণ তাঁর খেদমত তো বিউটি করবে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিউটি মার খেদমত করছে না বরং মা বিউটির খেদমত করছেন।

দীর্ঘদিন পর শামীম সাহেব বাড়িতে এলেন। এসে তাঁর মাকে ক্লান্ত অবস্থায় দেখে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি মাকে জিজ্ঞেস করলেন–

শামীম: মা! আপনি অসুখ?

মা: না বাবা! সংসারের কাজের চাপে বেশি বেশি পরিশ্রম করতে হয়।

শামীম: কেনো? বিউটি কোথায়? সে কি করে?

মা: সে তার রুমে বিশ্রাম করে।

শামীম: কেনো? তার কি হয়েছে?

মা: তার কোনো কিছু হয় নাই, সে কাজ করতে জানে না।

শামীম: তাহলে কি শিখবেনা?

মা: না। সে রান্না শিখতে চায় না, সে বলে আগুন তার সহ্য হয় না।

শামীম সাহেব আরো দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন, মাকে কি এভাবে কষ্ট করতে হবে? নাকি বিউটিকে তালাক দিয়ে নতুন করে বিবাহ করবো। পাশের বাড়ির নাসির সাহেবের স্ত্রীর কথা মনে পড়ায় তার আক্ষেপ আরো বেড়ে গেলো। কেননা নাসির সাহেবের স্ত্রী তার মাকে কোনো কাজ করতে দেয় না এবং মহিলাদেরকে নিয়ে তালিম করে। কওমি মাদরাসায় পড়েছে মাত্র ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত।

অবশেষে শামীম সাহেব স্ত্রীকে কিছু উপদেশ দিয়ে ঢাকায় চলে গেলেন। কয়েকদিন পর তিনি বাড়িতে এলেন। আসার পর জানলেন

মায়ের সাথে কোনো কাজ করে নাই। মায়ের সাথে ব্যবহার ভালো না। তাই তিনি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে তালাক দিলেন। এরপর ইচ্ছা করলেন তিনি একজন কওমি মাদরাসার ছাত্রী বিবাহ করবেন।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মাতা-পিতার খেদমত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সমুদ্রের নিচে যুবক

কথিত আছে যে, হযরত সুলাইমান আ. বাতাসের মাধ্যমে গোটা পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলে ঘুরে বেড়াতেন। একদা তিনি এক গভীর সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন সমুদ্রে বায়ুর কারণে প্রচণ্ড ঢেউ উঠেছে। হযরত সুলাইমান আ. বাতাসকে স্থির হতে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস স্থির হয়ে গেলো। অতঃপর সমুদ্রের নিচের পরিস্থিতি জানার জন্য জ্বীনদেরকে সমুদ্রে ডুব দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। জ্বীনরা একের পর এক ডুব দিয়ে সমুদ্রের নিচ দেখতে লাগল। এক পর্যায়ে শ্বেত পাথরের এমন মনোরম দৃশ্যে একটা অতি সুন্দর গুম্বুজ দেখতে পেলো, যার কোনো দরজা জানালা ছিলো না । হযরত সুলাইমান আ. এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছলো, তখন তিনি ঐ গুম্বুজটা সমুদ্র বক্ষ হতে উত্তোলনের নির্দেশ দিলেন। নির্দেশমত তা উত্তোলন করে হযরত সুলাইমান আ. এর সম্মুখে পেশ করা হলো।

তা দেখে তিনি খুবই আর্শ্চযান্বিত হলেন। ঐ গুম্বজের ভিতর কি আছে, তা দেখার জন্য তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা ফেটে গেলো এবং তার দরজা উন্মুক্ত হতেই দেখা গেলো তার মধ্যে এক যুবক সেজদারত।

হযরত সুলাইমান আ. সেই যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ফেরেস্তা না জিন? যুবক উত্তর দিলেন, আমি ফেরেস্তাও নই, জিনও নই বরং আমি মানবকুলের একজন। হযরত সুলাইমান আ. আশ্চর্য হয়ে আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমন কি কাজ করেছো যার কারণে এ

মহান সম্মানের অধিকারী হয়েছো? যুবক তখন উত্তর দিলেন, আমি তেমন কোনো কাজ করিনি। তবে আমি আমার পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করেছি। হযরত! এ কারণে আমাকে এ মার্যদা দান করা হয়েছে। কেননা আমার একজন বৃদ্ধা মা ছিলেন। আমি তাকে সর্বদা পিঠে নিয়ে বেড়াতাম। এ কারণে আমার আম্মাজান আমার প্রতি সন্তুষ্টি হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে আমার জন্য এ দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বাছাধনকে নেককার বানাও এবং আমার ইন্তেকালের পর আমার সন্তানকে মাটিতেও নয়, আকাশেও নয় এমন এক স্থানে থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

আমার মায়ের ইন্তেকালের পর আমি সমুদ্র উপকূলে ঘুরতে লাগলাম। একদিন আমি উপকূল দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ করে আমার সামনে একটা শ্বেত পাথরের একটা গুম্বুজ দেখতে পেলাম। আমি ঐ গুম্বুজের পাশাপাশি যাওয়ার সাথে সাথেই তা আমার জন্য খুলে গেলো। এরপর আমি তার মধ্যে প্রবেশ করলাম এবং খোদায়ী শক্তির বলে তা বন্ধ হয়ে গেল। এরপর আমি আর স্মরণ রাখতে পারিনি যে, আমি পৃথিবীতে, বায়ুতে, না আকাশে রয়েছি। মহান আল্লাহ তা'আলা এর মধ্যেই আমার রিযিকের ব্যবস্থা করেন। হযরত সুলাইমান আ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কঠিন পাথরের মধ্যে তোমার জীবিকা কিভাবে আসে? উত্তরে যুবক বললেন, আমি যখন ক্ষুধার্ত হই, এ পাথরের মধ্যে গাছ জন্মায় এবং তাতে ফল ধরে, আমি তা খাই। তাছাড়া এ পাথর হতে দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং বরফ হতেও অধিকতর ঠাণ্ডা পানি বের হয়। আমি তৃপ্তি ভরে পান করি। আমার ক্ষুধা যখন নিবৃত্ত হয়, আমি পরিতৃপ্ত হই, তখন সেসব অদৃশ্য হয়ে যায়। হযরত সুলাইমান আ. জিজ্ঞেস করলেন, এর ভিতর থেকে রাত দিনের চক্র কিভাবে উপলব্ধি কর? উত্তরে তিনি বললেন– যখন সূর্যোদয় হয়, তখন এ গুম্বুজখানি শুভ্র ও উজ্জ্বল হয়ে যায়। আবার যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন এটা অধিকতর অন্ধকার হয়ে যায়। এর দ্বারাই আমি দিবা-রাত্রি নিরূপণ করতে পারি।

এরপর হযরত সুলাইমান আ. আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন, যদ্দরুন তা আবার পূর্বের ন্যায় সদ্য প্রসূত ডিমের মত হয়ে গেলো এবং

সমুদ্রের অতল গভীরে স্বীয় অবস্থানে ফিরে গেলো। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাশক্তিমান।

শিক্ষা:

হাদীস শরিফে আছে, রাসুল সা. বলেন– তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করো, তাহলে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে ভালো আচরণ করবে।

নবীয়ে করিম সা. আরো বলেন– তিনটি দু'আ বৃথা যায় না। এর মধ্যে একটি দু'আ হলো সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ। মা-বাবার দু'আ আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কবুল করে নেন।

অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি মা-বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেওয়ার জন্য তার হায়াত কমিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করে, আল্লাহ তা'আলা তার হায়াত বৃদ্ধি করে দেন, যেনো আরো বেশি মা-বাবার খেদমত করে আরো বেশি সওয়াব অর্জন করতে পারে।

অন্য হাদীসে আছে, চার প্রকার লোককে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। (১) মদখোর। (২) সুদখোর। (৩) এতিমের মাল ভক্ষণকারী। (৪) মা-বাবার অবাধ্য সন্তান। তবে তারা তাওবা করলে ভিন্ন কথা।

তাই আসুন আমরা মা-বাবার বেশি বেশি খেদমত করে তাদের কাছ থেকে দু'আ নেই। তাদের দু'আ অবশ্যই কবুল হবে। আল্লাহ সবাইকে মা-বাবার খেদমত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

বাবার খেদমতের ফল

হযরত আবু দারদা রাযি. বলেন রাসুল সা. বলেছেন, মা-বাবা হলেন জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। চাইলে সেই দরজার হেফাযত করো। আর চাইলে নষ্ট করো।

আজ আমাদের সমাজের প্রায় ৭০% লোক মা-বাবার খেদমত থেকে বঞ্চিত। তারা সেই অতীতের কথা ভুলে যায়, ভুলে যায় সেই ছোট বেলার কথা, যখন মা-বাবা অনেক কষ্ট করে তাদের লালন-পালন করেছেন। মা শীতের মৌসুমে নিজে শীত সহ্য করে সন্তানকে শান্তিতে রেখেছেন। তার বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। আজ সমাজে অনেক লোক আছে যে, মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আবার মা দিবস বাবা দিবস পালন করে। দিবস পালন করা ইসলামে নেই। কিন্তু এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, মা দিবস বাবা দিবস পালন করে অথচ মা-বাবার খোঁজ-খবর রাখে না। আসলে যে মা-বাবার খেদমতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি। তা কয়জনে বুঝে? এখন যে ঘটনাটি তুলে ধরা হচ্ছে তা হলো বাবার খেদমত করে সন্তান সৌভাগ্যবান হয়েছে।

ঘটনা

জনৈক পিতা তার চার ছেলে। অনেক কষ্ট করে পিতা ছেলেদেরকে লালন-পালন করেছেন। বড় করে তুলেছেন। আজ তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত। মৃত্যু যেনো হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। হয়তো আর বেশি দিন তিনি বাঁচবেন না। বয়স বেড়ে গেলে মানুষ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়, শরীর দুর্বল হয়, দৃষ্টিশক্তি কমে যায়।

লোকটি বৃদ্ধ আবার অসুস্থ। স্ত্রী মারা গেছে কয়েক বছর আগে। কোনো কন্যা সন্তান নেই। সুতরাং ছেলেদের সেবা এবং দেখা-শুনা ছাড়া বাকি জীবনটা চলা অনেক কষ্টকর। পিতা অসুস্থ হওয়ার পর সকল ছেলেরা একত্রে সমবেত হলো। খেদমতের বিষয়ে আলোচনা উঠলো। অনেক্ষণ আলোচনা চলল। কিন্তু কোনো সুরাহায় পৌঁছা সম্ভব হলো না। অবশেষে বড় ছেলে বলল– তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছো কি? যে

খালিস আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো প্রতিদান ছাড়া পিতার খেদমতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। ছোট তিন ভাই একত্রে বলল– না। আমরা কেউ এই প্রস্তাবে রাজি নই। বড় ভাই বলল– তাহলে এখন কি করা যায়? ছোট সকলে বলল– আর কি করা যায়, আপনি যদি পারেন সম্পদ না নিয়ে আব্বার খেদমত করবেন, তাহলে আপনি নিয়ে যান। এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। বরং আমরা খুশিই হবো। আর মনে রাখবেন আমরা এতো বোকা নই যে, কোনো কারণে পিতার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবো। বড় ছেলে বলল, ঠিক আছে আমি একাই পিতার খেদমত করবো। সকল সেবা আমি করবো। তোমাদের কোনো সহযোগিতা এবং বাবার সম্পদও আমার প্রয়োজন নেই। সম্পদ পাবো সারা জনম। কিন্তু বাবা আর পাবো না কোনো দিন।

এরপর ছোট তিন ভাই নিজ নিজ কাজে লেগে গেলো। আর বড় ছেলে নিজ পিতার খেদমত শুরু করল। পেশাব, পায়খানা, খানা-পিনা এবং চিকিৎসার কোনো ত্রুটি করলো না। সে বহু রাত ঘুম ছাড়াই পিতার একটানা খেদমত করেছে। পিতার হায়াত ফুরিয়ে এলো। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য। আর কোনো দিন ফিরে আসবেন না।

কথা অনুযায়ী বড় ভাই কোনো সম্পদ নিলো না। ছোট ভাইয়েরা সকল সম্পদ ভাগ করে নিয়ে গেলো। বড় ভাইকে কিছুই দিলো না। বড় ছেলে কোনো কিছুই পায় নি, পেয়েছে শুধু বাবার দু'আ। বাবার দু'আ সন্তানের জন্য বিফলে যায় না, কবুল হয় অক্ষরে অক্ষরে। তাই তো যে দিন পিতা মারা গেলেন তার পরের রাতেই কে যেনো স্বপ্নে বড় ছেলেকে বলছে, অমুক জায়গায় মাটির নিচে একশত স্বর্ণমুদ্রা লুকানো আছে, তুমি তা সংগ্রহ করো।

ছেলে জিজ্ঞাসা করলো, তাতে কি বরকত আছে?

লোকটি বলল, না। তাতে কোনো বরকত নাই।

সকালে সে স্ত্রীর কাছে স্বপ্নের বর্ণনা করলো। স্ত্রী এগুলো আনার জন্য খুব চাপ দিলো। কিন্তু স্ত্রীর কথায় সে কর্ণপাত করলো না। তার বক্তব্য হলো, "যে সম্পদে কোনো বরকত নাই, সে সম্পদ আমার দরকার নাই"।

দুদিন পরেই তা কমে যাবে। বে-বরকত মালের চেয়ে বরকতময় একটি স্বর্ণমুদ্রাই ভালো।

যাই হোক পরের রাতে আবার সে স্বপ্নে দেখলো, কে যেনো তাকে বলছে, অমুক জায়গায় চলে যাও সেখানে দশটি স্বর্ণমুদ্রা রাখা আছে। তবে তা হলো বরকতহীন। সে বলল, বরকতহীন স্বর্ণমুদ্রা দশটি কেনো দশ হাজার হলেও যাবো না। আমার দরকার বরকতপূর্ণ মুদ্রার। ঘুম থেকে উঠে সে স্ত্রীর নিকট স্বপ্নের বর্ণনা দিলো, স্ত্রী আজও তাকে তা আনার জন্য পীড়া-পীড়ি করল। কিন্তু সে তার কথায় অটল।

তৃতীয় রাত আবার সে স্বপ্নে দেখলো, কে যেনো তাকে স্বপ্নে বলছে, অমুক স্থানে একটিমাত্র স্বর্ণমুদ্রা আছে তবে তা বরতকপূর্ণ। সকালে গিয়ে তুমি তা নিয়ে এসো। বরকতময়ের কথা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বাকি রাত তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর ফজরের নামায আদায় করে সে স্বর্ণমুদ্রা তুলে আনলো। স্বর্ণমুদ্রা হাতে নিয়ে সে বাজারে গেলো এবং একটি সুন্দর মাছ ক্রয় করলো। বাড়িতে মাছ এনে যখন কাটা হলো তখন মাছের পেটের ভিতর সুন্দর দুটি মুক্তা পাওয়া গেলো, যা এতো সুন্দর যে, ইতিপূর্বে এর থেকে সুন্দর মুক্তা তারা দেখেনি।

অতঃপর লোকজনের পরামর্শে মুক্তা দুটি বাদশাহের দরবারে হাজির করা হলো। বাদশাহ মুক্তা পরীক্ষা করে দেখলেন যে, এই মুক্তা সাধারণ মুক্তা নয়। লক্ষ্য কোটি টাকা দিয়েও তা পাওয়া কঠিন।
তারপর বাদশাহ দর কষাকষি করে দশটি গাধা বোঝাই স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তা গ্রহণ করলেন।

এই ঘটনার পর ভাইয়েরা বুঝতে পারলো যে, পিতার খেদমতের কারণেই এমন হয়েছে।

জান্নাতে কসাই মুসা আ. এর বন্ধু

একদা হযরত মুসা কালিমুল্লাহ আ. আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন– হে আল্লাহ! বেহেশতে যে ব্যক্তি আমার রফিক (দোস্ত) হবে, আপনি আমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, মুসা! কহরের অমুক বাজারে গিয়ে দেখো এমন চেহারা-ছুরতের একজন কসাই পাবে। তিনিই বেহেশতে তোমার রফিক হবেন। নির্দেশ পেয়ে হযরত মুসা আ. সেই বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে মাগরিবের নামাযের সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে উক্ত কসাইয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি দেখলেন, উক্ত কসাইর এমন কোনো বিশেষ আমল নেই যা দ্বারা সে এতবড় ভাগ্যবান হতে পারে। তাই তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি দেখতে পেলেন সে কিছু গোশত একটি ঝোলায় ভরে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। তিনি তাকে বললেন, ভাই! তুমি কি কোনো মুসলমানকে তোমার বাড়িতে মেহমান হিসেবে নিতে পারো? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গে তার বাড়িতে গেলেন। ঘরে পৌঁছে সে ঐ গোশতগুলি রান্না করলো এবং ঘরের এক স্থান হতে ছোট্ট একটি থলে হাতে (কবুতরের বাচ্চার মতো) অতি জীর্ণ-শীর্ণ এক বৃদ্ধাকে বের করে চামচের সাহায্যে তাকে গোশতের শুরবা খাওয়ালো। তাঁর কাপড়-চোপড় ধুয়ে শুঁকিয়ে আবার তাকে পড়িয়ে দিলো। বৃদ্ধা তখন ঠোঁট নেড়ে অস্পষ্ট স্বরে কি যেনো বললেন। বৃদ্ধাকে যথাস্থানে রাখার পর সে যখন হযরত মুসা আ. এর কাছে আসলো তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন– বৃদ্ধা অস্পষ্ট স্বরে কি যেনো বললেন, তুমি কি তা বুঝতে পেরেছো? সে বলল, তিনি এই বলে দু'টি দু'আ করলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি আমার পুত্রকে দুনিয়াতে সুখে শান্তিতে রেখো এবং বেহেশতে মুসা নবীর সঙ্গী বানিয়ে দিও। তিনি বললেন, এই বিষয়ের তাৎপর্য আমি কিছুই বুঝলাম না। সে বলল, ইনি আমার জননী। বার্ধক্যের কারণে তিনি এমন দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কোনো রকম উঠা-বসা ও চলা-ফেরা করার শক্তি তাঁর নেই। সুতরাং আমি এইভাবে তাঁর খেদমত করি এবং তাকে খাইয়ে-পরিয়ে থাকি এবং আমার মা আমার জন্য যে দু'টি দু'আ করেছেন তার প্রথমটি কবুল হয়েছে। কারণ আমি দুনিয়াতে সুখ-শান্তিতে আছি। কিন্তু দ্বিতীয়টির ব্যাপার আমার কোনো জ্ঞান

নাই। বিবরণ শুনে হযরত মুসা কালিমুল্লাহ আ. নিজের পরিচয় ব্যক্ত করলেন। বললেন, ধন্যবাদ তোমাকে। আমিই মুসা। তোমার দ্বিতীয় দু'আও কবুল হয়েছে। তুমিই বেহেশতে আমার সঙ্গী হবে।

প্রিয় পাঠক / পাঠিকা!

উপরোক্ত ঘটনা থেকে কমপক্ষে একটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, আর তা হলো– মা-বাবার খেদমত করে তাদের থেকে দু'আ নেবো। মা-বাবার দু'আ আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না।

হাদীস শরিফে আছে. রাসুল সা. বলেন, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায়িত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায়িত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায়িত হোক। (তিন বার বদ দু'আ করলেন) সাহাবায়ে কেরাম রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কার জন্য বদদু'আ করছেন? তখন রাসুল সা. উত্তর করলেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতা উভয়জন অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেলো অথচ তাদের খেদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না।

প্রিয় নবী সা. এর এই হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট যে, মা-বাবার খেদমত করলে জান্নাতে প্রবেশ করা যায়। আমরা সেই মহামূল্যবান মাতা-পিতার বৃদ্ধাবস্থায় কতনা অবহেলা করি। সুতরাং যা হবার হয়েছে এখন ফিরে আসার সময়। অন্যথায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে– দুনিয়াতে অসীম অশান্তি আর আখিরাতে কঠিন শাস্তি। যে মা-বাবা আমাদেরকে নিজের প্রাণের থেকেও বেশি ভালো রাখার চেষ্টা করেছেন, আমরা যদি তাদেরকে অবহেলা করি তবে আমরা কি মানুষের কোনো কাতারে থাকবো। পরম করুনাময় আমাদেরকে স্বীয় পিতা-মাতার পরিপূর্ণ খেদমত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

হাজি সাহেব যখন চোর

পিয়ারা নবী সা. বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি তার মাতা-পিতার চেহারার দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে একবার তাকায়, তাহলে মহান পরওয়ারদেগার তাকে একটি কবুল হজ্বের সওয়াব দান করেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! যদি কেউ তার মাতা-পিতার চেহারার দিকে একশতবার তাকায়, তবে কি একশত কবুল হজ্বের সওয়াব পাবে? নবীজি সা. উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। কেউ যদি তার মা-বাবার চেহারার দিকে একশতবার মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তবে মহান আল্লাহ তাকে একশতটি কবুল হজ্বের সওয়াব দান করবেন।

মানুষ কত টাকা-পয়সা ব্যয় করে হজ্ব করে অথচ সে গ্যারান্টি দিতে পারে না যে, তার হজ্ব কবুল হয়েছে। অথচ মা-বাবার চেহারার দিকে একবার মায়ার দৃষ্টিতে তাকালে একটি কবুল হজ্বের সওয়াবের গ্যারান্টি আছে।

সুতরাং মা-বাবার অবাধ্য হয়ে কোনো কাজ করা কি কোন সুষ্ঠু বিবেকের কাজ? মা-বাবার অবাধ্য হয়ে নফল হজ্বও করা যাবে না। মা-বাবার অবাধ্য হয়ে নফল হজ্ব করার পরিণতিতে একটি ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি।

ঘটনা:

এক মাওলানা সাহেব তাঁর বৃদ্ধা মায়ের সেবা-যত্ন করতেন। এমনকি সারারাত জেগে তিনি মায়ের সেবা করতেন। মায়ের সেবা-যত্নে কোনো ত্রুটি করতেন না।

হজ্বের মৌসুম এলে প্রতি বছরই তিনি মায়ের কাছে হজ্বে যাওয়ার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু বৃদ্ধা অসহায় মা বলতেন, বাবারে! একটু ধৈর্য ধরো, আমার যা অবস্থা তুমি হজ্বে চলে গেলে ফিরে এসে দেখবে হয়তো আমি আর জীবিত নাই। মায়ের অনিচ্ছার কারণে মাওলানা সাহেবের ৪/৫ বছর থেকে হজ্বে যাওয়া হচ্ছে না। এবার হজ্বে যাওয়ার সময় হলে তিনি

হজ্বে যাওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা করলেন। আর মনে মনে ভাবলেন এবার মা যতই না করুন না কেনো হজ্বে যাবই। কোনো বাধা মানবো না।

নির্দিষ্ট দিনে তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। বৃদ্ধা অনেক কাকুতি-মিনতি করে বললেন, এবার তুমি আমাকে ফেলে যেয়ো না। আমার আর হায়াত নাই। তুমি আগামী বছর যেয়ো। কিন্তু কোনো কিছুতেই মাওলানা সাহেব থামলেন না। তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পরলেন। মায়ের আর সহ্য হলো না। মায়ের মুখ থেকে বদদু'আ বেরিয়ে এলো, হে আল্লাহ! ছেলেটি আমার কথা মানলো না, আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। তুমিও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। আমাকে সে কষ্ট দিল, তুমিও তাকে কষ্ট দিয়ো।

মায়ের দু'আ কখনো বৃথা যায় না। মাওলানা সাহেব হজ্বের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে এক শহরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এবং সেখানে রাত্রি যাপনের জন্য এক মসজিদে অবস্থান করলেন। রাত একটু গভীর হলে, তিনি ঘুম থেকে উঠে নামায পড়তে লাগলেন। ঘটনাক্রমে মসজিদের পাশে এক চোর চুরি করে পালাচ্ছিলো। লোকজনের তাড়া খেয়ে চোর ঐ মসজিদে ঢুকে পড়ল। মাওলানা সাহেব তখন নামাযে মগ্ন ছিলেন। চোর এই ফাঁকে চুরির মালপত্র মসজিদে রেখে সে পালালো। চোরের পিছনে লোকজন এসে দেখলো যে, মসজিদে লম্বা জুব্বা পরা এক মাওলানা আর তার পাশে চুরির মালপত্র।

তারা ভাবলো, দেখো! শালার চোর বাঁচার জন্য আল্লাহর ঘর মসজিদে এসে নামাযের ভান ধরছে। তাই তারা সবাই মাওলানা সাহেবকে আরো বেশি মারধর করলো এবং বাদশাহের দরবারে নিয়ে গেলো। লোকজনের কাছ থেকে বাদশাহ সব কথা শুনলেন। তারপর বাদশাহ বললেন, একে ডাবল শাস্তি দাও। কেননা, সে চুরি করেছে এবং বাঁচার জন্য মসজিদে প্রবেশ করে নামাযের ভান ধরেছে। মসজিদে প্রবেশের করণে তার দু'পা কেটে দাও এবং চুরি করার কারণে তার দু'হাত কেটে দাও। আর ঘোষণা দাও যে, যে এভাবে চুরি করে মসজিদে ঢুকবে, তার দুই হাত এবং দুই পা কাটা হবে। বাদশাহের নির্দেশ মতো মাওলানা সাহেবের শাস্তি নির্ধারিত হলো এবং ঘোষণা করা হলো, যে চুরি করে

নিজের রক্ষণার্থে মসজিদে প্রবেশ করবে তার দু'হাত ও দু'পা কর্তন করা হবে।

একথা শুনে মাওলানা সাহেব তাদেরকে বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা এমন ঘোষণা না করে এ ঘোষণা করো যে, যে ব্যক্তি মায়ের আদেশ না মেনে হজ্বে যায় তার হাত পা কর্তিত হবে।

মাওলানা সাহেবের কথা শুনে লোকেরা মাওলানাকে প্রশ্ন করলো, আপনি এমন কথা বলছেন কেনো? তখন মাওলানা সাহেব সবকিছু খুলে বললেন। মাওলানা সাহেবের কথা শুনে লোকেরা লজ্জিত হলো এবং মাওলানা সাহেবকে বাদশাহের দরবারে নিয়ে গেলো। ঘটনা শুনে বাদশাহও লজ্জিত হলেন এবং তার নিকট ক্ষমা চাইলে মাওলানা বললেন, না, আপনাদের কোনো দোষ নাই। সবই আমার দোষ।

সুতরাং, সাবধান! মায়ের হুকুমের অবাধ্য হওয়ার পূর্বে একবার হলেও এই ঘটনা স্মরণ করবেন।

সাবধান! মায়ের বদদু'আ

ছোট বেলা আল্লামা জামখশরী রাহ. একটি চড়ুই পাখি ধরে নিয়ে আসেন ও তার এক পায়ে রশি দ্বারা বেঁধে নেন। এরপর তিনি তা দ্বারা খেলা শুরু করেন, ছেড়ে দেন আবার কিছুক্ষণ পর রশি ধরে টান দেন। এভাবে টানতে টানতে একসময় চড়ুই পাখির পা ভেঙ্গে দেন। তিনি নাবালেগ ছিলেন। তার মা তখন বাড়িতে ছিলেন না, তার কাছে যখন খবর পৌঁছলো তখন তিনি দৌড়ে এসে বললেন, তুই একি করলি? আল্লাহ তোকে এভাবে করুক। শুধু মুখে একথা উচ্চারণ করার সাথে সাথে আল্লাহ কবুল করে নেন। লেখা-পড়া করে তিনি এত বড় আলিম হলেন। কেউ বলেন কুরআন থেকে যদি ইলমে মনতিক, বালাগত, ছরফ, নাহু ইত্যাদির স্বাদ পেয়ে থাকেন তাহলে দু'জন পেয়েছেন ১.জামখশরী ২.জুরজানী।

ঐ জামখশরী রাহ. শেষ বয়সে একদা তার শিষ্যদেরকে নিয়ে বের হলেন। হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে ভাল উট থেকে পড়ে তার পা ভেঙ্গে যায়। শিষ্যরা একত্রিত হয়ে তার উটপৃষ্ঠ থেকে পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা

করলো। তিনি বললেন কোনো কারণ নেই। কারণ শুধু একটি আর তা হলো আমার মায়ের কথা।

(উপরোক্ত ঘটনাটি ২০১৩ সালে হাটহাজারী মাদরাসায় তাফসির বিভাগে অধ্যয়নরত অবস্থায় প্রিয় উস্তাদ মাওলানা কবির আহমদ সাহেবের মুখ থেকে শুনেছিলাম।)

শিক্ষা:

এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মুখ থেকে বের হওয়া বদদু'আ আল্লাহ কবুল করে নেন। এই জন্য মায়েদের বলব, আপনারা আপনাদের সন্তানদের অযথা গালাগালি এবং বদদু'আ দিবেন না। সন্তানদের মহব্বত করেও এমন কোনো কথা বলবেন না, যা তাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রত্যেক মাকেই সাবধান হওয়ার দরকার, না হয় অযথা সন্তানের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন। আমিন।

মায়ের খুনি আপন সন্তান

এখন এমন একটি ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে, যা ডায়েরিভুক্ত করার সময় হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর যমিনে এমন কুসন্তান যেনো পয়দা না হয়। ঘটনাটি ঘটেছিলো পাকিস্তানে। চলুন সেই ঐতিহাসিক হৃদয় কাঁপানো ঘটনাটি পড়ি।

ঘটনা

এক পরিবারে এক কৃষক। ঘরে একমাত্র মা ও স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। পিতা বেশ কয়েক বছর আগেই ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং পরিবারের সবার ভরণ-পোষণ ও দেখা-শুনার গুরুদায়িত্ব এখন তার উপর।

কৃষক তার স্ত্রীকে খুবই ভালবাসে। প্রতিদিন ভোরে উঠে রুজির জন্য চলে যায় মাঠে কিন্তু তার মন পড়ে থাকে স্ত্রীর কাছে। স্ত্রী সুন্দর তাই সে কখনও ভুলতে পারে না।

কৃষকের স্ত্রী সুন্দর বটে। কিন্তু মারাত্মক ঝগড়াটে। তার হৃদয় হিংসার সাগর। অপরের কল্যাণ মোটেও সহ্য করতে পারে না। সে চায় সকলের সুখ-শান্তি সে একাই পেতে। এত সুন্দর নারী কিন্তু হিংসার প্রতিমা।

এই মন্দ স্বভাবের কারণে শাশুড়ির সাথে তার প্রতিদিন ঝগড়া হতো। সামান্য বিষয় নিয়ে সে শাশুড়িকে গালিগালাজ করতো। মুখে যা আসতো তাই বলতো। বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো দিন তাকে 'আম্মা' বলে ডাকেনি। স্বামী যখন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি আসে, তখন সে শাশুড়ির বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ পেশ করে। সত্য মিথ্যা সবই বলে।

আগেই বলা হয়েছিলো যে, কৃষকের স্ত্রী ছিল খুবই সুন্দরী। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, ঐ সৌন্দর্যই কৃষকের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালো। কৃষক মনে করতো যত দোষ আছে সব তার মার। স্ত্রীর কথা সবই বিশ্বাস করতো। শুধু তাই নয়, স্ত্রী যদি মায়ের সাথে ঝগড়া করে বাবার বাড়ি চলে যেতো, তবে সে মায়ের উপর প্রচুর ক্ষেপে যেতো এবং মাকে দোষারূপ করতো। আর শ্বশুড়বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে স্ত্রীর হাতে পায়ে ধরে তাকে ফিরিয়ে আনতো। হায় আফসোস! একজনের প্রেমে অন্ধ হয়ে আরেক জনের সাথে এমন দুর্ব্যবহার। একজনকে খুশি করতে গিয়ে আপন মায়ের সাথে এমন নির্মম আচরণ। ইসলামের শিক্ষা কি এরকম? একদা কৃষকের স্ত্রী শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করে আপন বাবার বাড়িতে চলে গেলো। কৃষক সংবাদ পেয়ে ক্ষেপে গালিগালাজ করে দ্রুত ছুটে এলো শ্বশুড়বাড়িতে। তারপর স্ত্রীকে ডেকে এনে অনেক বুঝালো কিন্তু কোনো কাজ হলো না। সে কিছুতেই স্বামীর বাড়িতে যেতে রাজি হলো না। কৃষক ভাবলো হায়! এক ডাইনি বুড়ির জন্য পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দরী স্ত্রীকে হারাবো? না তা হতে পারে না। সে ভাবলো যে করেই হোক স্ত্রীকে বাড়িতে নিতে হবে। আর তার জন্য যা করার দরকার তা সে করবে। তাই সে বিনয়ের সাথে স্ত্রীকে বলল, এবার তুমি বাড়িতে চলো। যদি তোমার কোন শর্ত থাকে তাও আমাকে বলো, আমি তা পালন করবো। স্ত্রী এবার সুযোগ পেলো। সে মনে মনে আনন্দিত হলো। তাই সে কাল-বিলম্ব না করে বলল, আমার কেবল একটাই শর্ত। তা হলো, যদি তোমার মাকে চিরদিনের জন্য দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে পারো, তবে আমি তোমার বাড়িতে যাবো। অন্যথায়

কোনো কিছুতেই তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিতে পারবে না। নাউযুবিল্লাহ.....।

স্ত্রীর কথায় কৃষক রাজি হলো। সে স্ত্রীকে খুশি করার জন্য বলল, আরে বল কি তুমি! যদি এর চেয়ে কঠিন কোন আদেশ দিতে, তবে আমি তাও পালন করতাম। এই ইচ্ছা আমার পূর্ব থেকেই ছিলো। শুধু তুমি কি বলবে, এজন্য সাহস পাচ্ছিলাম না। স্ত্রী বলল, শুধু মুখের কথায় নয় আমি শর্ত বাস্তবায়ন চাই। যেদিন আমি শুনবো যে, তুমি বুড়িকে হত্যা করেছো, সেদিন আমাকে তোমার বাড়িতে পাবে। আমাকে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। স্বামী বলল, আচ্ছা তাই হবে। একথা বলে মাকে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে শ্বশুড়বাড়ি থেকে বিদায় নিলো। গভীর রাতে সে বাড়িতে গিয়ে উঠলো। সারারাত তার ঘুম নাই। কেমন করে সে মাকে হত্যা করবে। তার চিন্তা শুধু একটাই কিভাবে তার মাকে হত্যা করবে। ভাবতে ভাবতে দুই তিনদিন চলে গেলো। এই চিন্তায় এখনও তার দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। ভাবতে ভাবতে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো যে, আমি বাজারে কামাদ লাকড়ী কেটে বিক্রি করি। (কামাদ লাকড়ী হলো পাকিস্তানের এক প্রকার লাকড়ী) তাই মাকে ভিন্ন কথা বলে সেখানে নিয়ে তো হত্যা করা যায়। এমন নিরব আর নির্জন স্থান আর কোথায় পাবো?

সকাল বেলা কাজে যাওয়ার সময় সে দ্রুত মায়ের নিকট গেলো। খুবই আদরের সাথে বলল, মা! বেশ কদিন যাবত একটি কথা তোমাকে বলব ভাবছি। কিন্তু লজ্জার কারণে বলতে পারছি না।

মা বলল, লজ্জার কি আছে বাবা? মায়ের কাছে ছেলের লজ্জা কিসের? তুমি লজ্জা করো না বাবা, আম্মার কাছে কথা খুলে বলো।

কৃষক বলল, মা! কামাদ ক্ষেতের আশেপাশে বোঝা উঠানোর জন্য কোনো লোক পাওয়া যায় না। এজন্য ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কোনো কোনো দিন অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ফলে সে দিন আর বাজারে কামাদ বিক্রি করা যায় না। আবার কোনো দিন বহু কষ্ট করে নিজে একাই বুঝা উঠাতে হয়। মোটকথা বোঝা উঠাতে আমার বহু ঝামেলা হয়। তাই আমার কোন ভাই নেই, আপনি আমার সঙ্গে গেলে খুবই সুবিধা হবে।

ছেলের কথা শুনে মায়ের মন মোমের মত গলে গেলো। বলে উঠল আমাকে নিলে যদি তোমার সামান্য হলেও কষ্ট কম হয়, তবে আমি তোমার সাথে যেতে রাজি বাবা। আমি বেঁচে থাকতে তুমি এরকম কষ্ট করবে তা হতে পারে না। সুতরাং তুমি আমাকে নিয়ে চল। মা কখনও ভাবতে পারেনি যে, ছেলে মাকে মেরে ফেলার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। চলতে চলতে কৃষক তার মাকে নিয়ে কামাদ ক্ষেতে এসে পড়লো। নীরব নিস্তব্দ এলাকায় মাকে নিয়ে আসার জন্য কৃষক খুবই খুশি। সে ভাবল আহ! এখন কি মজা হবে। বুড়িকে এখন হত্যা করে দৌড়ে গিয়ে স্ত্রীকে বলতে পারবো– প্রিয়তমা! তোমার আশা আমি পূরণ করেছি। এসো! এখন শুধু তুমি আর আমি।

এসব ভাবার পর কৃষক তার মাকে ক্ষেতের কিনারায় বসিয়ে কামাদ কাটা শুরু করল। কামাদ কাটার ফাঁকে সে সুযোগ খুঁজতে লাগলো। ধারালো দা দিয়ে সে কামাদ কাটছিল। একসময় যখন দেখলো মা অন্য দিকে তাকিয়ে আছে, তখন সে তাড়াতাড়ি গিয়ে মায়ের উপর হামলা চালাতে পা বাড়ালো।

কথায় বলে! রাখে আল্লাহ মারে কে? আল্লাহ বাঁচাতে চাইলে দুনিয়ার কেউ মারতে পারে না।

পা বাড়ানোর পর সাথে সাথে দু'পা চুম্বকের মত মাটিতে আটকে গেলো। পা উঠানোর জন্য কৃষক বহু চেষ্টা করল কিন্তু সফল হলো না। তার সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁপতে লাগলো। হাত থেকে দাখানা ছিটকে পড়ল, শত চেষ্টার পরও সে আর এক কদম এগোতে পারল না। এদিকে কৃষকের মা ব্যাপার বুঝে চিৎকার করে দৌড়ে গিয়ে এক নিরাপদ স্থানে বসল। এই সময় জমিন তাকে আস্তে আস্তে নিচের দিকে টানতে লাগল। চিৎকার করে সে মাকে ডাকলো। কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করল। কিন্তু মা তখন দৌড়ে এগিয়ে গেছে। আশে-পাশে কোনো লোকজন ছিলো না। অনেকক্ষণ পর একদল লোক এদিকে যাওয়ার সময় চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ালো। তারা দ্রুত কৃষকের নিকট গেলো। কিন্তু ততক্ষণে তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। মাটি তাকে বুক পর্যন্ত গিলে ফেলেছে। তার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তাকে মুক্ত করার জন্য তারা অনেক চেষ্টা করলো। তাকে

সবাই এক সাথে টান দিলো। কিন্তু মাটি তাকে ছাড়লো না। তাকে গিলে ফেলল। নাউযুবিল্লাহ।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস

১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি তার মা-বাবাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে হিজরতের জন্য রাসুল সা. এর কাছে বায়আতের জন্য আসলো। রাসুল সা. তাকে বললেন, বাড়িতে ফিরে যাও এবং মা-বাবাকে খুশি করে এসো, যেভাবে তাদেরকে কাদিয়ে এসেছো। (আদাবুল মুফরিদ)

২। হযরত আবু তুফায়েল রাযি. বর্ণনা করেন– তিনি বলেন, আমি রাসুল সা. কে জিরানা নামক স্থানে গোশত বণ্ঠন করতে দেখলাম। এমন সময় এক মহিলা তাঁর নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি নিজের চাদর মোবারক বিছিয়ে দিলেন। তাঁর উপর সেই মহিলা বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কে? তখন লোকেরা বলল, তিনি হলেন রাসুলে মাকবুল সা. এর দুধমাতা হযরত হালিমাতুস সাদিয়া রাযি.। (আবু দাউদ)

৩। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, আমার মা আমার কাছে মুশরিকা অবস্থায় হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আসলেন। আমি রাসুল সা. কে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা আমার কাছে ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় এসেছেন, আমি কি তার সাথে ভালো আচরণ করবো? রাসুল সা. বললেন, হ্যাঁ। ভালো আচরণ করো। (বুখারী)

৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন– উত্তম নেকি হলো বাবার অনুপস্থিতিতে অথবা তার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভালো ব্যবহার করা। (তিরমিযী)

৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন– কবিরা গুনাহের মধ্যে হলো মা-বাবাকে গালি দেওয়া।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! মানুষ কি স্বীয় মাতা-পিতাকে গালি দিতে পারে? নবীজি সা. বললেন, হ্যাঁ। যখন সে অন্যের মাতা-পিতাকে গালি দেয় তখন সেও তার মাতা-পিতাকে গালি দেয়। অন্যের মা-বাবাকে গালি দেওয়া মানে নিজের মা-বাবাকে গালি দেওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

৬। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত– এক ব্যক্তি রাসুল সা. এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি একটি বড় গুনাহ করেছি। আমার তাওবা কবুল হওয়ার কোনো পন্থা আছে কি? রাসুল সা. বললেন, তোমার মা জীবিত আছেন কি? সে বলল, না। তখন রাসুল সা. বললেন, তোমার খালা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসুল সা. বললেন, তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করো।

৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন যে, আমি রাসুল সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম। আল্লাহ তা'আলা কোন আমলটি বেশি পছন্দ করেন? রাসুল সা. বললেন, যথা সময়ে নামায আদায় করা। জিজ্ঞাসা করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, মা-বাবার সাথে উত্তম ব্যবহার করা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

৮। হযরত আমর বিন মুর্‌রাহ আল-জুহানী রাযি. বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল সা. কে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসুল! যদি আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, রমযানের রোযা রাখি, যাকাত দেই এবং হজ্ব করি তাহলে কি আমি মুক্তি পাবো? তখন রাসুল সা. বললেন, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে এগুলো আদায় করবে, সে নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহিদগণ এবং পূণ্যবানগণের সাথী হবে। তবে পিতা-মাতার অবাধ্য এ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকবে। (আহমদ)

৯। রাসুল সা. বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি পিতা-মাতাকে প্রহার করার জন্য হাত উঠায়, তবে কিয়ামতের দিন তার হাত গর্দানের উপর দিয়ে উঠিয়ে আগুনের শিকল দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে দেওয়া হবে।
একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! যদি সে প্রহার করেই বসে? তিনি উত্তর দিলেন, পুলসিরাতে উঠার

আগেই তার হাত কেটে দেওয়া হবে এবং ফেরেশতাগণ লোহার মুষ্ঠাব দ্বারা তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করবেন।

১০। রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের ঋণ পরিশোধ করে এবং তাদের মান্নত পূর্ণ করে, সে যদিও পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের অবাধ্য থাকে তবুও আল্লাহ তা'আলার কাছে পিতা-মাতার বাধ্য সন্তান বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যে সন্তান তাদের ঋণ পরিশোধ করে না এবং তাদের মান্নত পূর্ণ করে না, সে পিতা-মাতার জীবদ্দশায় যদিও তাদের অনুগত্য থাকে। কিন্তু আল্লাহর কাছে সে অবাধ্য সন্তান বলে গণ্য হবে।

১১। রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার মা-বাবা অথবা তাদের যে কোনো একজনের কবর যিয়ারত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে দোযখ থেকে মুক্ত বলে লিখে দিবেন। (দারেমী)

১২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুল সা. বলেছেন– পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়াড়ি, উপকার করার পর খোটা দানকারী এবং মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবশ করবে না। (দারেমী)

১৩। একদা এক ব্যক্তি রাসুল সা. কে প্রশ্ন করল, কারো পিতা-মাতা তার উপর নারাজ অবস্থায় মারা গেলে তাদের খুশি করার কোনো উপায় আছে কি? রাসুল সা. বললেন, হ্যাঁ। তিনটি উপায় আছে। প্রথমত: নিজে নেককার হওয়া। দ্বিতীয়ত: পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন এবং তাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে ভালো আচরণ করা। তৃতীয়ত: তাদের পরকালীন নাজাতের উদ্দেশ্যে দু'আ করা এবং তাদের সওয়াবের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা।

মা-বাবা ও সন্তানের কতিপয় হক

সন্তানের উপর মা-বাবার হক ১৪টি

জীবিত অবস্থায় ৭টি।

১। মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

২। মনে প্রাণে তাদেরকে মহব্বত করা।

৩। সর্বদা তাদেরকে মেনে চলা।

৪। তাদের খেদমত করা।

৫। তাদের প্রয়োজন পুরণ করা।

৬। তাদেরকে সর্বদা আরাম ও আনন্দে রাখার চেষ্টা করা।

৭। নিয়মিত তাদের সাথে সাক্ষাত করা।

মৃত্যুর পর ৭টি।

১। তাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা।

২। সওয়াব রেছানি করা।

৩। তাদের সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয়-স্বজনকে সম্মান করা।

৪। তাদের সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা।

৫। ঋণ পরিশোধ ও আমানত আদায় করা।

৬। শরিয়ত সম্মত অসিয়ত পূর্ণ করা।

৭। তাদের কবর যিয়ারত করা।

মা-বাবার উপর সন্তানের হক ৩টি।

১। জন্মের পর তাদের ভালো নাম রাখা।

২। ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া।

৩। উপযুক্ত বয়স হলে বিয়ে দেওয়া।

ন্যায়বিচার

ন্যায়বিচার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

১।

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোন বিচার-ফয়সালা করো, তখন ইনসাফ ভিত্তিক ফসসালা করো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সুউপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শুনেন এবং দেখেন। (নিসা-৫৮)

২।

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِيْ الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাকে তোমাদের ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অপছন্দনীয় কাজ এবং অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখো। (নাহল-৯০)

৩।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

অর্থ: যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই কাফির। (মায়েদা-৪৪)

৪।

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

অর্থ: নবীগণের নিকট আমি কিতাব এবং নিরপেক্ষ ও নির্ভশীলযোগ্য মানদণ্ড নাযিল করেছি। যেনো মানুষ এগুলোর সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করে। (হাদিদ-২৫)

৫ ❶

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ

অর্থ: আল্লাহ কি সকল বিচারকদের তুলনায় উত্তম বিচারক নন? (ত্বিন-৮)

৬ ❶

فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى أَنْ تَعْدِلُوْا

অর্থ: তোমরা খিয়ালখুশির অনুস্মরণ করে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। (নিসা-১৩৫)

৭ ❶

فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ إِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ

অর্থ: আপনি আমাদের দু'জনের মধ্যে পরম সততা ও ন্যায়পরায়নতার সাথে ফয়সালা করে দিন। অবিচার করবেন না এবং আমাদের সঠিক পথ বলে দিন। (সোয়াদ-২২)

৮ ❶

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ

অর্থ: এবং তোমাদের মধ্যে আদল-সুবিচার কায়েম করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (শুরা-১৫)

৯ ❶

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا

অর্থ: আমি তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে ছিলো হেদায়াত ও আলো। সমস্ত নবী যারা মুসলিম ছিলেন তদানুযায়ী হুকুম চালাবেন, ফয়সালা করবেন। (মায়েদা-৪৪)

১০ ।

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا

অর্থ: হে নবী! নিশ্চয়ই আপনার নিকট ন্যায়সঙ্গতভাবে কুরআন নাযিল করেছি যেনো মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা করতে পারো আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী। আর আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষপাতমূলক কথা বলবেন না। (নিসা-১০৫)

ন্যায়বিচার সম্পর্কে নবীজি সা. এর হাদীস

১ ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْخَصْمَيْنِ يُقْعِدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রসুলে করিম সা. ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, (বিচারের সময়) বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে বিচারকের সম্মুখে বসাতে হবে। (আবু-দাউদ)

২ ।

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٌ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ

অর্থ: হযরত আয়ায ইবনে হিমার রাযি. হতে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সা. কে বলতে শুনেছি– জান্নাতের অধিকারী হবে তিন শ্রেণির লোক।

(১) ন্যায়বিচারক শাসক যাকে তাওফিক দেওয়া হয়েছে।

(২) দয়াবান ও রহমদিল ব্যক্তি যার অন্তর প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন এবং মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অতিশয় কোমল ও দয়ালু।

(৩) যে ব্যক্তি শরীর ও মনের দিক থেকে পুত-পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ও সন্তান বিশিষ্ট। (মুসলিম)

৩ ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُّوْا

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. হতে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন– নিশ্চয়ই যারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করে আল্লাহর নিকট তারা নুরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে। তারা হচ্ছে এমন সব লোক যারা তাদের বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং যে সব দায়-দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়। সেসব বিষয়ে ন্যায়পরায়নতা ও সুবিচার করে। (মুসলিম)

৪ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِّنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا إِمَامٌ ظَالِمٌ

অর্থ: রাসুল সা. বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ও নিকটতম ব্যক্তি হবে ন্যায়পরায়ন শাসক। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত ও কঠোরতম শাস্তির অধিকারী ব্যক্তি হবে অত্যাচারী শাসক। (তিরমিযি)

৫ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ

অর্থ: রাসুল সা. বলেন, বিবাদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত। (বুখারী)

৬ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: রাসুল সা. বলেন, যুলুম কিয়ামতের দিন ভীষণ অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَايَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَّايَرْحَمُ النَّاسَ

অর্থ: রাসুল সা. বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন না, যে মানুষের উপর রহম করেনা। (মিশকাত)

নবী সা. যখন বিচারক

একদা নবীজির প্রিয় সাহাবি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর পিছন পিছন আসছিলো মদিনার দুই ইয়াহুদি। তারা আবু বকর সিদ্দিক রাযি.কে শুনানোর উদ্দেশ্যে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, "মুসলমানদের আল্লাহ নাকি গরিব হয়ে গেছে। অপরজন বলল, তুমি কিভাবে বুঝলে? সে বলল, দেখ না? মুসলমানদের আল্লাহ শুধু যাকাত, ফিতরা ও সদকা দিতে বলে। এখন নতুন করে নাকি মানুষের কাছে ঋণ চান।" তাদের উদ্দেশ্যই ছিলো আবু বকর রাযি. কে এসব শুনিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা। আবু বকর সিদ্দিক রাযি.ও পেছনের লোকগুলোর কথায় কান রাখছিলেন। এক পর্যায়ে ইয়াহুদিদ্বয়ের একজন বলল, "মুসলমানরা যেমন গরিব, তাদের আল্লাহও গরিব, আর আমরা যেমন ধনী, আমাদের আল্লাহ তেমন ধনী।" এদের কথাগুলো আবু বকর সিদ্দিক রাযি. শুনছিলেন। আর তাঁর রাগও চরমে উঠছিলো। এ পর্যায়ে তিনি পিছনে তাকালেন, দেখতে পেলেন দুই ইয়াহুদি এই জঘন্য উক্তিগুলো করছে। ইয়াহুদিদের দেখে তাঁর রাগ আরো বেড়ে গেলো। তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। যে লোকটি একথাটি বলেছিল, তিনি সজোরে তাকে চড় বসিয়ে দিলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর এক চড়ের আঘাতে ঘুরতে ঘুরতে সে রাস্তার পাশে ড্রেনে গিয়ে পড়ল। আরেক ইয়াহুদি অবস্থা বেগতিক দেখে দৌড়ে পলায়ন করল।

তারা কল্পনাও করতে পারেনি আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এমন কাজ করে ফেলবেন। তারা জানত তিনি খুব নম্র প্রকৃতির লোক, কাউকে কোনো

দিন কটুবাক্য ব্যবহার করেন নি। ইয়াহুদিদ্বয় এসে নবীজি সা. এর কাছে বিচার প্রার্থী হলো। তারা বলল, আমরা দুইজন রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম আবু বকর আমাকে চড় মেরে রাস্তা হতে ফেলে দেয়। আমরা তার সাথে কোনো কথাই বলিনি। আমরা এর বিচার চাই।

পিয়ারা হাবিব সা. হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. কে ডাকালেন। তিনি আসলেন। এসেই দেখলেন লোক দুইটি নবীজি সা.এর কাছে বসা। আবারও তাঁর মেজাজ গরম হয়ে যায়। তিনি বললেন, বে-আদবগুলো আবার এখানে এসেছে? নবীজি সা. বললেন– আবু বকর! শান্ত হও। এতো উত্তেজিত হয়েছো কেনো? আবু বকর সিদ্দিক রাযি. শান্ত হলে নবীজি সা. তাকে চড় দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে আবু বকর সিদ্দিক রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সে যদি আমাকে গালি দিতো, আমি তাকে কিছু বলতাম না। ধৈর্য ধারণ করতাম। কিন্তু সে যখন মহান আল্লাহ তা'আলার শানে অশালীন ও বেআদবিমূলক বাক্য ব্যবহার করতে লাগল আমি আর সহ্য করতে পারিনি। চড় দিয়েছি একমাত্র এই কারণে।

ইয়াহুদি: সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমরা আল্লাহ সম্পর্কে কোনো কথাই বলিনি। আল্লাহর কসম। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলছিলাম আবু বকর সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে আমাকে চড় মেরেছে। নবীজি সা. বাদী বিবাদী উভয়কে সাক্ষী উপস্থিত করতে বললেন। ইয়াহুদি দুইজন হওয়ায় একজন বাদী আর একজন সাক্ষী হয়ে গেলো। কিন্তু আবু বকর রাযি. এর কোনো সাক্ষী ছিলো না। তিনিও আল্লাহর শপথ করে বললেন, বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যা বলছি না, সে আল্লাহ সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করার কারণেই চড় দিয়েছি।

নবীজি: হে আবু বকর! তুমি হলে 'সিদ্দিক' বা মহা-সত্যবাদী। সামান্য একটি বিষয়ের জন্য তুমি মিথ্যা বলবে না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু আমি তো এখন বিচারক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রবল ধারণা থেকে আমি কোনো রায় দিতে পারি না। আমাকে সাক্ষী-প্রমাণের ভিত্তিতেই মামলার ফয়সালা দিতে হবে।

সর্বকালের সেরা মানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবি আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর পক্ষে কোনো সাক্ষী

না পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা দিয়ে দিলেন। আঘাতের বদলা আঘাত এই নীতি অনুসারে ইয়াহুদিকে বললেন, সমপরিমাণ চড় দিয়ে তুমি এর প্রতিশোধ নাও।

বেহেশতের সু-সংবাদপ্রাপ্ত, উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, নবীজি সা. এর অবর্তমানে মুসলিম জাহানের খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি. কে শত শত সাহাবির সামনে ইয়াহুদি লাথি দিবে, কী বিশ্রী দৃশ্য! কত মর্মান্তিক কথা! কিন্তু রুখবে কে? স্বয়ং নবীজি সা. এর রায়। উল্টানোর সাধ্য কারও নাই। ব্যাপারটি মনে হয় আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কম্পন সৃষ্টি করেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা জিবরাইলকে নবীজি সা. এর নিকট পাঠালেন। আবু বকরের পক্ষে দুনিয়াতে কেউ সাক্ষী না হওয়ায়, স্বয়ং রাব্বুল আলামিন আবু বকরের পক্ষে সাক্ষী হয়েছেন। আবু বকর রাযি. সত্যবাদী। অতঃপর সুরা আলে ইমরানের ১৮১নং আয়াতখানা অবতীর্ণ হয়।

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শুনেছেন তাদের কথা, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান। (আলে ইমরান-১৮১)

আয়াতখানা অবতীর্ণ হওয়ার পর নবীজি সা. তাঁর পূর্বের দেয়া রায় প্রত্যাহার করলেন।

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা!

নবীজি সা. চাইলেই আবু বকর সিদ্দিক রাযি.এর পক্ষে রায় দিতে পারতেন। নবীজি সা. জানেন আবু বকর কখনো মিথ্যা বলবে না। এবং তিনি নিজে তার উপাধী দিয়েছেন "সিদ্দিক" মানে মহা-সত্যবাদী। যে কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারে না। অন্যদিকে নবীজি সা.এর বন্ধুও তিনি। কিন্তু সাক্ষীর অভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে রায় তার বিপক্ষে দিলেন।

আজ আমাদের সমাজে মনগড়া রায় দেন এমন বিচারকের অভাব নাই। আর নিজের আত্মীয় হলে তো রায় ঘুরেফিরে নিজের আত্মীয়ের পক্ষেই আসবে। সেই সমস্ত বিচারকদের কি জাহান্নামের কথা স্মরণ আছে? তাদের কি হাশরের বিচারের কথা মনে হয় না? তাদের কি মনে হয়

না যে, বিচার একটি আমানত? আর তার খেয়ানত করলে আল্লাহর কাঠগড়ায় জবাব দিতে হবে। আজ আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সঠিক বিচার না হওয়ার কারণে সমাজে মারামারি-খুনাখুনির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে কিছু বিচারক এখনো ইনসাফের সাথে রায় দেন। তাদের হাশর হবে নবীগণ, সিদ্দিকগণ এবং শহিদদের সাথে। তারা ইহকাল ও পরকালে সফলকাম। হে রাব্বে কারিম! আপনি আমাদের ন্যায়-পরায়নতার সাথে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

চাবুক হাতে উমর রাযি.

আল্লাহর রাসুল সা. হযরত উমর রাযি. সম্পর্কে বলেন যে, "আমি শেষ নবী। আমার পরে কোনো নবী নাই। কিন্তু যদি আমার পরে আল্লাহ কাউকে নবী বানিয়ে পাঠাতেন তাহলে উমরকেই নবী বানিয়ে পাঠাতেন।" হযরত উমর রাযি. বিচারের বেলায় খুবই কঠোর ছিলেন। এমনকি স্বীয় পুত্রকেও বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেন নি। তার নাম শুনলে তাগুতি শক্তি থরথর করে কাঁপতো। তিনি যেই রাস্তা দিয়ে যেতেন স্বয়ং শয়তানও সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে সাহস পেতো না। সেই মহান ব্যক্তির বিচার নিয়ে এখানের ঘটনা। আমরা পড়ি এবং শিক্ষা গ্রহণ করি।

ঘটনা

হযরত উমর রাযি. ছিলেন কঠোর বিচারক। মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন, মানুষও তাকে ভালবাসতো। তাঁর চোখে আপন-পর ভেদাভেদ ছিলো না। সকলকে তিনি সমান চোখে দেখতেন।

তার শাসনামলে একদা একটি নতুন আইন জারি হয়। আইন হলো– যাদের ব্যাপারে মদপান করার অভিযোগ প্রমাণিত হবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে।

এই আইন জারি হওয়ার পর চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। মদখোররা বলতে লাগলো– রাসুল সা. এর যুগ গেলো, প্রথম খলিফার যুগ গেলো,

তারা এমন আইন জারি করেন নি। হযরত উমর রাযি. কি তাদের চেয়ে বড়? কোন অধিকারে তিনি এমন আইন জারি করেন?

কেউ কেউ বলল, খলিফা এটা কি করলেন? দিন দিন মানুষ তো মদ পান ছেড়েই দিয়েছিলো!

কাউকে আশিটি বেত্রঘাত করলে তো মরেই যাবে। এরপর প্রতিদিনই মদখোররা একত্রিত হয়। কিন্তু একচুক মদও পান করতে পারে না। কারণ, যদি কেউ হযরত উমর রাযি. এর দরবারে অভিযোগ করে তবে তো আইন মতে আশিটি বেত্রাঘাত থেকে রক্ষা নেই।

একদিন তারা আড্ডাখানায় বসে আছে। নতুন ফন্দি নিয়ে নানা রকম আলোচনা করছে। এমন সময় একজন দৌড়ে এসে বলল,

: তোমরা কোনো খবর শুনেছ কি?

: বলো শুনি।

: খলিফার ছেলে আবু শাহমা মদ পান করেছে।

এই সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। এত বড় একটা ঘটনা, এত সহজে ঘটে যাবে কেউ তা ভাবতেও পারেনি। স্বয়ং যারা মদ পানে অভ্যস্ত তারাও কল্পনা করতে পারেনি।

কেউ কেউ বলল, খলিফা কি পারবেন নিজের ছেলের বিচার করতে? পারবেন ৮০টি দুররা মারতে? আর কেউ কেউ বলল, এবার দেখবো খলিফার ন্যায়বিচার।

দুষ্ট লোকেরা কোমর বেঁধে মাঠে নামল। তাদের কথা হলো, যে কোনো উপায়ে খলিফার পুত্রের অপরাধ প্রমাণ করতেই হবে। দেখিয়ে দিতে হবে সত্যই সে মদ পান করেছে।

লোকে ভেবে রেখেছে, আবু শাহমা খলিফার ছেলে। তার অপরাধ হলেও তার গায়ে হাত দেওয়ার মত কারো সাহস আছে কি? কে তাকে চাবুক দ্বারা রক্তাক্ত করবে? আবু শাহমা নিশ্চয়ই ছাড়া পেয়ে যাবে। আর এই সুযোগে মদ খাওয়ার উপর কড়াকড়ি শাসন কমে যাবে।

বিচারের সময় খলিফা অভিযোগ শুনে সাক্ষী প্রমাণ নিলেন। বিচারের রায় দিলেন। ঘোষণা করলেন; অভিযোগ সত্য। আমার পুত্র আবু শাহমা দোষী। নতুন আইন অনুযায়ী ৮০টি বেত্রাঘাত তার প্রাপ্য।

বিচারের রায় শুনে সবাই হতবাক। দুষ্ট লোকগুলো একেবারে চমকে উঠল। খলিফা এত সহজে নিজের পুত্রকে এমন কড়া শাস্তি দিবেন তা কেউ ভাবতেও পারেনি।

আবু শাহমা দাঁড়িয়ে আছে আসামির কাঠগড়ায়। ভয়ে তার ধরের পানি শুকিয়ে গেছে। থরথর করে কাঁপছে। চেয়ে আছে নিজ পিতা হযরত উমর রাযি. এর দিকে। এই রায় কার্যকর হবে। কিন্তু কে করবে এমন কঠিন কাজ? কে আবু শাহমাকে বেত্রাঘাত করবে? কে খলিফা পিতার সামনে পুত্রকে রক্তাক্ত করবে? খলিফার ছেলের গায়ে হাত তুলবে এমন সাহস কার আছে? কার আছে এত স্পর্দা।

এদিকে খলিফা চিন্তা করছেন যে, কে চাবুক মারবে? আমার খাতিরে চাবুক আস্তে মারবে। তাই অন্য কাউকে এই দায়িত্ব দেওয়া যায় না। আমি নিজেই চাবুক মারবো। যেভাবে মারার নিয়ম ঠিক সেভাবেই মারবো। তার চেয়ে সামান্য আস্তেও না।

হঠাৎ খলিফা উঠে দাঁড়ালেন। সারা দরবার নিরব-নিস্তব্ধ। চারিদিকে শুনশান নিরবতা। সবাই তাকিয়ে আছে খালিফার দিকে।

খলিফা এগিয়ে আস্তে করে চাবুক উঠিয়ে নিলেন। চাবুকখানা নিয়ে আরেকটু এগিয়ে শুরু হলো চাবুকের বারি। শুধু শপাং শপাং চাবুকের আওয়াজ। আর এক, দুই, তিন গণনার শব্দ।

আবু শাহমা চিৎকার করে উঠে। হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে। মাটিতে গড়াগড়ি করতে থাকে। সারা শরীর রক্তে রক্তাক্ত। তবুও থামে না চাবুকের আঘাত।

সবার চোখে পানির বন্যা। সবাই জানে ৮০টা পূর্ণ না করে তিনি থামবেন না। একেবারে আশি পূর্ণ হলে তিনি থামলেন। বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে সারা শরীর থেকে।

এদিকে আবু শাহমা নিথর হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। সমস্ত শরীরে চাবুকের আঘাতের কালো কালো দাগ। রক্তে লাল সমস্ত কাপড়। আবু শাহমা এখন আর ধরাতে নেই, চলে গেছে চিরতরে না ফেরার দেশে।

হযরত উমর রাযি. এর কারণে সামান্যতমও ব্যথিত নন। বরং তিনি মহান রাব্বে কারিমের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।

আল্লাহু আকবার! একেই বলে ইসলামের খাদিম। যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে কুরবান করতে সামান্যতমও পিছপা হন নি। কিন্তু কতই না পরিতাপের বিষয়! আজ সমাজের বিচারকদের দিকে তাকালে মনে হয়, তারা আর মরবে না। তারা আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ যে, তারা লাইফ টাইম জীবনের গ্যারান্টি নিয়ে ধরাতে পদার্পণ করেছে। মনে রাখবেন মরণ একদিন আপনার রঙিন ঘুম চিরতরে ভেঙ্গে দিবে। সেদিন আপনার কি অবস্থা হবে, একবারও কি ভেবে দেখেছেন?

বাংলা কি আর পাবে এমন বিচারক?

অনেক দিন আগের কথা। তখন বাংলার শাসক ছিলেন সুলতান গিয়াসুদ্দিন। তিনি ছিলেন একজন বীর বাহাদুর এবং সাহসী যোদ্ধা। তাই তিনি প্রায়ই যুদ্ধের বিভিন্ন কলা-কৌশল ও তীর চালনার অনুশীলন করতেন।

একদিনের ঘটনা। সুলতান গিয়াসুদ্দিন তীর চালনার অনুশীলন করছেন। সামনে একটি নিশানা নির্ধারণ করে বার বার এটাতে তীর নিক্ষেপ করছেন। হঠাৎ হাত ফসকে তীর গিয়ে বিঁধল এক বৃদ্ধা মহিলার ছেলের গায়ে। ফলে ক্ষত স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে এবং ছেলেটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ছেলের পিতা বহু আগে ইন্তিকাল করেছেন। বৃদ্ধা মহিলার আর কোনো ছেলে-মেয়ে নাই। একটি মাত্র ছেলে। সুলতানের তীরে ছেলেটি মারাত্মকভাবে জখমি হয়। এমতাবস্থায় মহিলা অসহায় হয়ে কাজির দরবারে বিচারের জন্য উপস্থিত হলেন।

সে সময় আদালতের বিচারপতি ছিলেন কাজি সিরাজুদ্দিন। বৃদ্ধা মহিলা ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বিচার প্রার্থনা করলেন। এ অভিযোগ স্বয়ং সুলতানের বিরুদ্ধে হওয়া সত্ত্বেও কাজি সিরাজুদ্দিন কোনো ভয় করলেন না। বরং তিনি সাথে সাথে সুলতানকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন কাজির দরবারে আসামী হয়ে হাজির হলেন। অন্যান্য সময় সুলতান এলে তাকে রাজকীয় সম্মান করা হতো। প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেওয়া হতো। কিন্তু আজ সুলতানের জন্য কিছুই করা হলো না। বরং কাজি সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে সুলতানকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে নির্দেশ দিলেন।

সুলতান আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর কাজি মহিলার অভিযোগ পাঠ করে শুনিয়ে বললেন, এবার বলুন বৃদ্ধার অভিযোগ সত্য না মিথ্যা?

ন্যায়ের মূর্ত-প্রতীক সুলতান গিয়াসুদ্দিন অত্যান্ত বিনয়ের সাথে বললেন, হ্যাঁ। সম্পূর্ণ সত্য কথা। এতে বিন্দুমাত্র ভুল নেই। তবে মহামান্য আদালত তীর চালানোর সময় হাত ফসকে গিয়ে একটি তীর বৃদ্ধা মহিলার ছেলের গায়ে বিঁধল। একেবারে অনিচ্ছাকৃতভাবে কাজটি হয়েছে, এজন্য আমি অপরাধী।

সুলতানের কথা শেষ হলে কাজি সিরাজুদ্দিন বললেন, আপনি যেহেতু অপরাধী আপনার সামনে এখন দুইটি পথ খোলা আছে। যে কোনো একটি আপনাকে বেছে নিতে হবে। হয়তো আপনি বৃদ্ধা মহিলার সাথে বিষয় আপোষ করবেন। নয় তো আদালত আপনার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান দিবে তা আপনাকে মেনে নিতে হবে।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন আসামীর কাঠগড়া থেকে নেমে বৃদ্ধার কাছে গেলেন। প্রথমে তিনি এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা চাইলেন। তারপর বললেন, মা! আপনার ছেলের চিকিৎসার জন্য যত টাকা প্রয়োজন আমি দিয়ে দিবো। এছাড়াও অনেক পরিমাণে সাহায্য করবো। আমি আপনার কাছে আবারো ক্ষমা চাচ্ছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। সুলতানের এই ব্যবহারে বৃদ্ধা মহিলা খুশি হলেন। তিনি হতবাক হলেন যে, একজন সাধারণ অসহায় বৃদ্ধার সাথে সুলতানের এত ভদ্র ব্যবহার! তাই তিনি কাজির দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, সুলতানের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নাই।

কাজি সুলতানকে বললেন, আপনাকে আদালত মুক্তি দিয়েছে।

মুক্তির নির্দেশ পেয়ে সুলতান আসামীর কাঠগড়া থেকে নেমে এলেন। এরপর নিজের কাছে লুকিয়ে রাখা একখানা তরবারী বের করে বললেন, কাজি সাহেব! আপনার ভাগ্য খুবই ভালো। এই দেখুন, আমি পোশাকের ভিতর লুকিয়ে এই তরবারীখানা এনেছিলাম। আজ যদি আমি বাদশাহ হওয়ার কারণে ন্যায়বিচার না করতেন, তাহলে এই তরবারী দ্বারা আপনার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।

সুলতানের কথা শেষ হওয়া মাত্র ন্যায়বিচারক কাজি নিজের আসনের নিচ থেকে একটি চাবুক বের করে বললেন। মহামান্য সুলতান! আমিও আজ এই চাবুক লুকিয়ে রেখেছিলাম। যদি আপনি ন্যায়বিচার মেনে না নিতেন, তবে এই চাবুক দিয়ে আপনাকে রক্তাক্ত করতাম। আপনি আল্লাহর শোকর আদায় করুন।

বিচারপতির ন্যায়বিচার ও সৎসাহসে সুলতান খুব খুশি হলেন। তিনি কাজি সিরাজুদ্দিনকে স্বীয় বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন।

শিক্ষা:

বর্তমান সময়ের বিচারকরা কি তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না? আজ বাংলার যমিনে অন্যায়, যুলুম, নির্যাতনে ভরপুর। ঘুষের মত ঘৃণ্য কাজ আজ হয়ে গেছে পান্তা ভাত। তার নামকে পরিবর্তন করে নতুন নামে তা সেবন করা হচ্ছে অনায়াসে। কেউ নামকরণ করেছে বখশিশ আর কেউবা উপরি আয় আবার কেউ নাম দেয় সম্মানী। আরে ভাই 'মল' এর নামকরণ যাই করো না কেনো মল তো মলই। সেই ঘুষ আর পাওয়ার বা ক্ষমতা বলে আজ সমাজের কিছু নিকৃষ্ট প্রাণী ন্যায়বিচারকে যেনো গলাচাপা দিয়ে হত্যা করেছে। তারা ভুলে গেছে যে, সকল ক্ষমতার মালিক কেবলমাত্র রাব্বুল আলামিন। ক্ষণিকের মায়াজাল ছিন্ন করে যেদিন মহান রবের দরবারে হাজিরা দেবে সে দিন কি হবে? তা নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যাথা নেই। যেনো এটাই তাদের শেষ। মরণের পর পুনরায় জীবিত হওয়া যেনো ভুয়া এক সংবাদ মাত্র। ভাইটি আমার! আজ তুমি যাদের জন্য এসব অন্যায় করছ তারা কিন্তু তোমার পরম দুর্দিনে তোমাকে চিনবেও না। তাই ন্যায়বিচার ছাড়ার আগে একবার হলেও ভেবে

দেখবে যার জন্য তুমি তোমার ক্ষমতার অপব্যবহার করছো সে কি তোমার দুর্দিনে তোমাকে চিনবে। যে দিন তোমাকে তোমার মহান রবের দরবারে হাজিরা দিতে হবে এবং সকল কর্মের হিসাব পাই পাই করে দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমিন।

বানরের বিচার

নিম্নে বানরের ন্যায়বিচারের একটি ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে। কারণ যদি তা দেখেও আমাদের বিবেকে একটু নাড়া পরে। মহান যাতে পাক কুরআনে যে হুকুম নাযিল করেছেন তা হলো আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ জাতির জন্য। কিন্তু আজ আমরা দুনিয়ার মোহে এতটাই মত্ত যে, তা আমাদের ক্ষণিকের জন্যেও মনে হয় না। তাই বানরের ঘটনাটি তুলে ধরার ইচ্ছা করলাম।

ঘটনা

হযরত আমর ইবনে মায়মুন রাহ. ছাগল চড়াচ্ছেন। তিনি বলেন, একটি বড় বানর আর অপরটি তার থেকে সামান্য ছোট (স্বামী-স্ত্রী) এসে এক স্থানে শুয়ে পড়েছে। স্বামী বানরটি স্ত্রী বানরের হাত তার মাথার নিচে রাখলো। কারণ, বিশ্বাস নেই যদি চলে যায়। হঠাৎ আরেকটি বানর এসে ইশারা দিলো। সাথে সাথে স্ত্রী বানরটি চলে গেলো। যিনা করে এসে আবার স্বামীর উপর হাত রাখতেই স্বামী জাগ্রত হয়ে বলল, যিনা করেছো? স্ত্রী অস্বীকার করল। সে চেক করলো, দেখা গেলো সে সত্যিই যিনা করেছে। এতে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেলো। তাদের কথার শব্দে আরো বানর এসে তাদের পাশে সমবেত হলো। শুরু হলো বিচার। তাদের নেতা যাচাই করার জন্য দুইজনকে পাঠালো অন্য বানরের কাছে। দেখা গেলো কাহিনী তো সত্য। তারপর স্ত্রী বানর ও যিনাকারী অপর বানরকে সবাই পাথর নিক্ষেপে হত্যা করল। তিনি বলেন, শেষে আমিও গিয়ে শরিক হলাম।

দেখুন! বানর হয়েও আল্লাহর হুকুম পালনে কোনো ত্রুটি করছে না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আশরাফুল মাখলুকাত হয়েও আমরা আল্লাহর বিধান পালনে অবহেলা করছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

তরবারি দিয়ে ফয়সালা

মদিনার এক মুনাফিক, যার নাম বিশর। কোনো একজন ইয়াহুদি ব্যক্তির সাথে তার বিবাদ বেধে যায়। ইয়াহুদি ব্যক্তি ন্যায়ের উপর ছিলো। সে বিশরকে বলল, চলো তোমাদের নবী মুহাম্মদ সা. এর নিকট, তিনি সুষ্ঠু মীমাংসা করে দিবেন। কিন্তু মুনাফিক বিশর এতে সম্মত নয়। সে জানত নবীজি সা. এর নিকট গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন। আর এতে সে পরাজিত হবে। সে বলল, বরং কাব ইবনে আশরাফের নিকট যাওয়া যেতে পারে। কাব ইবনে আশরাফ হলো ইয়াহুদিদের নেতা। কাজেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয়টি ছিলো খুবই বিস্ময়কর যে, ইয়াহুদি নিজেদের সর্দারকে বাদ দিয়ে মহানবী সা. এর মীমাংসাকে পছন্দ করছিলো। অথচ নিজেকে মুসলমান বলে দাবিদার বিশর নবীজি সা. কে বাদ দিয়ে ইয়াহুদি সর্দারের মীমাংসা গ্রহণ করতে আগ্রহী। এর পিছনে রহস্য হলো; ইয়াহুদী মনে করলো, নবীজি সা. এর নিকট আমি ন্যায়বিচার পাবো। আমি ইয়াহুদি বলে আমাকে ঠকিয়ে তাকে জিতাবেন না। আর মুনাফিক মনে করল আমি মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দিলেও আমার পক্ষে রায় দিবেন না। ন্যায়বিচারই করবেন। আর এতে আমি পরাজিত হবো। অপরদিকে কাব ইবনে আশরাফের কাছে গেলে কিছু পয়সা দিয়ে হলেও রায় পক্ষে থাকবে। তর্ক-বিতর্কের পর নবীজি সা. এর নিকটই মীমাংসার জন্য আসল। প্রিয় নবীজি সা. মোকাদ্দমার বিষয়াদি অনুসন্ধান করেন। আর এতে ইয়াহুদির হক প্রমাণিত হয় এবং তিনি তার পক্ষেই রায় দিলেন। আর বাহ্যিক মুসলমান বিশরকে প্রত্যাখান করলেন। মুনাফিক লোকটি এই বিচার মানতে অস্বীকৃতি জানালো এবং নতুন এক পন্থা উদ্ভাবন করল যে,

কোনক্রমে রাজি করিয়ে ইয়াহুদিকে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এর নিকট মীমাংসা করাতে নিয়ে যাবে। ইয়াহুদি তাতেও সম্মত হয়। এর পেছনে রহস্য ছিলো এই যে, বিশর মনে করেছিলো, যেহেতু হযরত উমর রাযি. কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর, কাজেই তিনি ইয়াহুদির পক্ষে রায় দেয়ার পরিবর্তে আমার পক্ষেই রায় দিবেন।

তারা দু'জনই হযরত উমর রাযি. এর নিকট হাযির হয়। ইয়াহুদি লোকটি উমর রাযি. এর নিকট সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করলো আর বললো, আপনাদের নবী আমাদেরকে এভাবে ফয়সালা করে দিয়েছেন। আমি তা মেনে নিয়েছি। আর সে এই সিদ্ধান্ত মানতে রাজি নয়। ফলে আপনার কাছে আসা।

হযরত উমর রাযি. বিশরকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি সত্য? সে স্বীকার করলো। তখন উমর রাযি. বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা করো। আমি এখনই ঘর থেকে আসছি। এই বলে তিনি ঘরে প্রবেশ করে খোলা একটি তরবারী নিয়ে বের হলেন। আর এক কোপে মুনাফিক বিশরের মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন এবং বললেন– মুহাম্মদ সা. এর বিচার যার পছন্দ হয় না, তার ব্যাপারে উমরের বিচার এরকমই।

প্রিয় পাঠক/পঠিকা!

হযরত উমর রাযি. এর বিচারের কথা আজ ১৪শত বছর পর আমরা গর্বের সাথে স্মরণ করে থাকি। শুধুমাত্র মুসলমানরা নয় ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুশরিকসহ সব ধর্মের মানুষ হযরত উমর রাযি. এর প্রশংসা করে। তার বিচারে ধনী-গরীব, মুসলিম-অমুসলিম, আপন-পর, পরিচিত-অপরিচিত সবাই সমান। তিনি সঠিক রায় দিতে কারো মুখের দিকে তাকাতেন না। কিন্তু আফসোস! আজ যদি হযরত উমর রাযি. এর ইনসাফের ১০০ ভগের ১০ ভাগও থাকতো, তবে জনসাধারণ এতো খুন, ধর্ষণ ও অন্যায়ের শিকার হতো না।

আমরা যাদের ইনসাফের ঘটনা গর্বের সাথে স্মরণ করি, আমরা কি তাদের মতো হতে পারি না? আজ সমাজে ধনী আর গরীবের রায়ের মধ্যে কত পার্থক্য। আপন-পরের রায়ের মধ্যে স্বজনপ্রীতির গন্ধ থাকে। মাঝে

মধ্যে টাকা দিয়ে ফয়সালা ক্রয় করা হয়। এইসব বিচারকরা একদিন দুনিয়াতে থাকবে না। কিন্তু তাদের অপকর্মের ফল ঠিকই থাকবে। আল্লাহ সময় থাকতে তাদের এবং আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

হযরত সুলাইমান আ. এর ফয়সালা

হযরত সুলাইমান আ. এর নাম শুনেনি এমন মানুষ খুবই কম। তাকে আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু শক্তি দিয়েছিলেন যা অন্য কাউকে দেন নি। তিনি ছিলেন এমন বাদশাহ যার কথা জীন, বাতাস সবাই শুনত। তার বাবাও ছিলেন বাদশাহ। তার নাম ছিল হযরত দাউদ আ. দুজনই ছিলেন নবী। ছোট বেলা থেকেই হযরত সুলাইমান আ. এর বুদ্ধির অনেক প্রশংসা ছিলো। অনেক সময় আছে বাবা দাউদ আ. যখন বিচার করতেন তখন তিনি শুনতেন এবং যুক্তিসঙ্গত না হলে পুনরায় উপস্থাপন করতেন। তার এত বুদ্ধি ছিলো যখন তার ইন্তেকাল হয় তখন আল্লাহকে বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমার ইন্তেকাল এখনই হবে ঠিক; তবে আমি যেনো মৃত অবস্থায়ও এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকি কেউ দেখলে মনে করে আমি জীবিত। কারণ বায়তুল মুকাদ্দাসের কাজ জীনকে দিয়ে শুরু করেছি। এখন যদি তারা জানতে পারে আমার ইন্তেকাল হয়ে গেছে তবে তারা আর কাজ করবে না। আর মসজিদের কাজও হবে না। তাই যেদিন কাজ শেষ হয় সে দিন পর্যন্ত আমাকে দাঁড়ানো রাখো। সে মহান ব্যক্তির বুদ্ধির একটি ঘটনা নিম্নে দেয়া হলো।

ঘটনা

হাদীস শরিফে বর্ণিত আছে দুইজন স্ত্রীলোক এক সঙ্গে সফর করছিলো। তাদের দু'জনের কোলেই ছিলো দুগ্ধপোষ্য শিশু। রাস্তায় এক স্থানে বিশ্রামের জন্য উভয়ে যাত্রা বিরতি করে এবং নিজ নিজ শিশুকে পাশে ঘুমিয়ে রেখে নিজেরাও ঘুমিয়ে পড়ে। নিদ্রিতাবস্থায় একজনের শিশুকে বাঘে নিয়ে যায়। নিদ্রা ভঙ্গ হলে নিজের শিশুকে না পেয়ে পাশে

ঘুমন্ত সেই মহিলার শিশুকে এনে নিজের পাশে ঘুমিয়ে রাখে। আর এদিকে শিশুটির আসল মা জাগ্রত হয়ে দেখলো তার শিশুকে সেই মহিলা দখল করে রেখছে। আর তার শিশুটিকে নিজের বলে দাবী করছে। ঝগড়াঝাটি শেষে উভয়ে শিশুর মাতৃত্ব দাবী করে হযরত দাউদ আ. এর নিকট মোকাদ্দমা দায়ের করে। দাউদ আ. উভয়ের জবানবন্দী শুনে শিশুটি যার কোলে ছিল (নকল মা) তার পক্ষেই রায় দিয়ে দিলেন। শিশুটিকে নিয়ে মহিলা চলে যাচ্ছে আর তাঁর আসল মা কাঁদতে কাঁদতে আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করতেই পথে দেখা হলো হযরত সুলাইমান আ. এর সঙ্গে। সেই মহিলা তাঁর নিকট বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলল। তিনি সেই মহিলাকে বাচ্চাসহ ডেকে ফেরত আনলেন এবং আগের রায় বাতিল করে নতুন রায় জারি করলেন। আর তা হলো শিশুটিকে দ্বিখণ্ডিত করে দুইজনকে দেয়া হবে। যেন দুইজন সমান শিশুর বণ্টন পেয়ে যায়। নির্দেশ মোতাবেক জল্লাদ এসে উপস্থিত। শিশুটির দেহের ঠিক মধ্যখানে কেটে দুই মহিলাকে দিয়ে দিবেন। এ অবস্থায় মিথ্যা মাতৃত্বের দাবীদার মহিলা সম্পূর্ণ নীরব নির্বিকার। অথচ যে প্রকৃত মা সে কেঁদে উঠে এবং হযরত সুলাইমান আ. এর নিকট অনুরোধ করে আপনি শিশুটি ওকেই দিয়ে দিন। দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়োজন নেই। তবুও শিশুটি বেঁচে থাকুক। হযরত সুলাইমান আ. বুঝে গেলেন এই মহিলাটিই শিশুটির প্রকৃত মা। তাই তার প্রিয় সন্তানকে চোখের সামনে দ্বিখণ্ডিত হবে তা মেনে নিতে পারছে না। কোনো মা তার নিজ সন্তান চোখের সামনে দ্বিখণ্ডিত হবে তা সহ্য করতে পারে না। এজন্যই সে সন্তানকে বাঁচানোর জন্য মাতৃত্বের দাবী ত্যাগ করেছে। হযরত সুলাইমান আ. একেই প্রকৃত মা সাব্যস্ত করে শিশুটি তাকে দিয়ে দিলেন।

রুটি নিয়ে ঝগড়া

প্রিয় নবীজি সা. ইরশাদ করেন, আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী রাযি. এর ফটক। তিনি ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা। তার নিকট একটি মুকাদ্দমা আসে। যার বিবরণ ছিল এরূপ।

একদা দুইজন লোক একত্রে যাত্রা শুরু করলো। অনেক্ষণ চলার পর তাদের খানার প্রয়োজন হলে তারা একত্রে বসে খানা শুরু করলো। তাদের একজনের ছিলো ৫টি রুটি আর অন্য জনের ছিল ৩টি রুটি। ইতিমধ্যে সেখানে আরও একজন আসল। তাকে আপ্যায়ন করে তারা খানাতে বসালো। খানা শেষ করে আগন্তুক মেহমান যাওয়ার সময় তারা দুই জনকে খানার মূল্য বাবদ ৮ দিরহাম দিয়ে গেলো। লোকটি চলে গেলে ঐ ৩ রুটিওয়ালা বলল, যেহেতু আমরা দুইজনকে দিয়েছে। সুতরাং ৪ দিরহাম ৪ দিরহাম করে সমান বন্টন করতে হবে। ৫ রুটিওয়ালা বলল, আমার ৫ রুটি ছিলো অতএব আমি ৫ দিরহাম পাব। আর তোমার ৩টি রুটি ছিলো অতএব তুমি ৩ দিরহাম পাবে। এভাবে ঝগড়া বেধে গেলো। অবশেষে উভয়ে হযরত আলী রাযি. এর আদালতে মীমাংসা চাইলো। হযরত আলী রাযি. মনোযোগসহকারে তাদের কথা বিস্তারিত শুনে তিন রুটিওয়ালাকে বললেন, তোমার তো রুটি কম ছিল। তোমার ভাই যেহেতু আপোসমূলক তিন দিরহাম দিয়েছে মেনে নাও। সে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! তিন দিরহাম আর চার দিরহাম নয় আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে দিন। আমি যতই পাই মেনে নেবো। হযরত আলী রাযি. বললেন ন্যায়বিচারে তুমি মাত্র এক দিরহাম পাবে। লোকটির ভ্রু কুচকে উঠল। আমার প্রতিদ্বন্দ্বি ভাই তিন দিরহাম দিয়েও আমাকে বুঝাতে পারে না আর আপনি এক দিরহাম দিয়ে ন্যায়বিচার করবেন? আপনার বিচার আমাকে বুঝাতে পারলে মেনে নেবো।

হযরত আলী রাযি. বললেন, শোনো! মোট রুটি ছিল আটটি। কে কতটি খেয়েছো জানা নেই। ধরে নেই সবাই সমান খেয়েছো। ঠিক আছে, ধরুন রুটি তো আস্ত খাওনি টুকরো করে খেয়েছো। প্রতিটি রুটি তিন টুকরো হলে ৮টি রুটিতে মোট ২৪টি টুকরা হয়। প্রত্যেকে ৮ টুকরা করে

খেয়েছো। তোমার ৩টি রুটিতে মোট ৯টি টুকরা হয়েছে এর মধ্যে নিজে খেয়েছ ৮টি আর মেহমানকে দিয়েছ মাত্র একটি টুকরা। সুতরাং তুমি এক দিরহাম পাবে। আর তোমার প্রতিপক্ষ ভাই তার রুটি ছিল ৫টি। ৫টি রুটিতে টুকরো হয়েছে ১৫ টি। সে নিজে ৮টি টুকরা খেয়ে মেহমানকে দিয়েছে ৭টি। অতএব সে ৭ দিরহাম পাবে। এবার তিন রুটিওয়ালা হিসাব বুঝতে পেরে নিরুত্তর হয়ে এক দিরহাম নিয়েই চলে গেলো।

প্রিয় মুসলিম ভাই/বোনেরা!

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে হাত, পা, জ্বিহবা, নাক, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন এটা যেমন নেয়ামত। ঠিক তেমনিভাবে যাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন এটাও আরেক বড় নেয়ামত। দেখা যায় অনেক মানুষের দেহ বড় কিন্তু বুদ্ধি কম আর অনেক মানুষের দেহ ছোট বয়স কম হলেও বুদ্ধি অনেক। আল্লাহ সবাইকে বুদ্ধি দান করেন নি। যাদেরকে দান করেছেন তারা যদি বুদ্ধি মখলুকাতের সেবায় ব্যয় করে তাহলে সেই বুদ্ধির শুকরিয়া আদায় হয়।

সমাজের অনেক মানুষ আছে যারা তাদের বুদ্ধিকে ভাল পথে ব্যয় করে মানুষের উপকার করে আর সমাজে এমন মানুষও আছে যারা তাদের বুদ্ধি দিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করে। তারা কুটচাল চেলে মানুষ একে অপরের প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব তৈরি করে। দুই দলের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়। ভাই ভাইয়ের মধ্যে মারামারি শুরু করিয়ে নিজে বিচারক হয়ে ফায়দা লুঠে। সে সমস্ত মানুষ যারা তাদের বুদ্ধি নামক নেয়ামতকে সৎপথে ব্যয় না করে খারাপ পথে ব্যয় করে। তাদের জন্য হাশরের বিচার এবং মিজানের পাল্লা অপেক্ষায় অপেক্ষমান।

আমি ন্যায়বিচার পেয়েছি

বাদশাহ মুরাদ। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা ছিলো তার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত। তিনি একদিন একটি অপরাধ করে ফেললেন। তিনি অন্যায়ভাবে এক মিস্ত্রির হাত কেটে দিলেন।

ঘটনা হলো-

খুজন্দ প্রদেশের লোকেরা খুবই সুন্দর বিল্ডিং বানাত। এমন সুন্দর বিল্ডিং ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকতে মন চায়। মুরাদও একটি মসজিদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করে মিস্ত্রি সবাইকে ডাকলেন। শুরু হলো নকশা আঁকার পালা। অবশেষে তিনি একজন অভিজ্ঞ মিস্ত্রিকে এই বলে দায়িত্ব দিলেন যে, আমার মসজিদ হতে হবে বর্তমান সকল মসজিদের চেয়ে বড় ও সুন্দর। মিস্ত্রি বলল ঠিক আছে। শুরু হলো কাজ অনেক টাকা খরচ হচ্ছে। দিনের পর দিন চলছে। যখন মসজিদটি পূর্ণ নির্মাণ হলো। তখন বাদশাহকে জানানো হলো। বাদশাহ মসজিদটি উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত। জনগণের মনে উল্লাস যে আজ বাদশাহ উদ্বোধন করবেন। সবার মনে আনন্দ। কিন্তু বাদশাহ এসে মসজিদ দেখে বেজার। কেননা তার মন মত হয় নি। তিনি জল্লাদকে হুকুম দিলেন, মিস্ত্রির দু'হাত কেটে দাও। আদেশ সাথে সাথে পালন হলো। উপস্থিত মানুষ একেবারে থ হয়ে গেলো। তারা ভাবলো তার কোনো দোষ নেই অথচ বাদশাহ তার হাত কেটে দিলেন। মিস্ত্রিও ভেবে দেখলো তার কোন দোষ নেই। তাই সে কাজির দরবারে বিচার জানালো। কাজি সাথে সাথে বাদশাহকে বিচারালয়ে আসার জন্য নোটিশ পাঠালেন। খবর পেয়ে বাদশাহ কাজির দরবারে হাজির হলেন। কাজি বাদশাহ ও মিস্ত্রির জবানবন্দী শুনলেন। আর তা পর্যালোচনা করে দেখলেন, এতে মিস্ত্রির কোনো দোষ নেই। অযথাই তার হাত কাটা হয়েছে। তাই তিনি রায় দিলেন, হাতের বদলে হাত। কাজেই জল্লাদকে বললেন, বাদশাহর হাত কেটে দাও। জল্লাদ তরবারি নিয়ে হাজির হাত কেটে ফেলার জন্য তরবারি উঠালো। সাথে সাথে মিস্ত্রি বলল, হে কাজি সাহেব! আমার হাত তো চলে গেছে আর আসবে না। বাদশাহের হাত কাটলে যদি আমার হাত ফেরত পেতাম, তবে তার হাত কাটলেও লাভ

হতো। কিন্তু বাদশাহর হাত কাটলে এখন তো আর কোনো লাভ নাই। তাই আমি বাদশাহকে মাফ করে দিলাম। বাদশাহের হাত আর কাটতে হবে না। আমি ন্যায় বিচার পেয়ে গেছি। এতেই আমি সন্তুষ্ট।

ফায়দা

রাসুল সা. বলেন, ন্যায়বিচারকের একদিনের বিচার আবিদের ঘরে বসে ১০০ বৎসর ইবাদতের চেয়ে শ্রেয়।

রাসুল সা. আরো বলেন, হাশরের ময়দানে যেদিন আরশের ছায়া ব্যতিত আর কোনো ছায়া থাকবে না। সেদিন সাত প্রকার লোক আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবে। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার লোক হলো ন্যায়পরায়ণ শাসক, যিনি ইনসাফভিত্তিক রায় দিয়েছেন। তার রায় ছিল একমাত্র আল্লাহকে রাজি আর খুশি করা। উপরের ঘটনায়ও তাই কাজি সাহেব বাদশাহর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। বাদশাহ খুশি নাকি বেজার এটা দেখেন নি। দেখেছেন আল্লাহ খুশি নাকি বেজার। সুতরাং আমাদের ফয়সালা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন।

ডিজিটাল সমাজে ঘুষের কয়েক প্রকার নাম

বর্তমান সমাজের মানুষ শিক্ষিত। তাই সবকিছু ডিজিটাল হওয়ার সাথে সাথে ঘুষের নামও ডিজিটাল হয়ে গেছে। এখন ঘুষের টাকাকে ঘুষ না বলে সুন্দর করে অন্য নামে ডাকা হয়। আমার কথা হলো যদি পায়খানাকে অন্য কোনো সুন্দর নামে ডাকা হয় তবুও পায়খানাতে দুর্গন্ধ থাকবে। নিম্নে কয়েক প্রকার নাম দেওয়া হলো-

১. উপরি আয় : বিশ হাজার টাকা বেতনে ঢাকা শহরে বাসা ভাড়াসহ এত বড় পরিবার চলে কিভাবে। হা হা হা ছেলের উপরি আয় (ঘুষ) আছে।
২. কন্ট্রাক্ট : চাকুরি নিতে হলে বড় স্যারের সাথে একা বসে কন্ট্রাক্ট (ঘুষ) করে এসো।
৩. বখশিস : পিয়নকে কিছু বখশিস (ঘুষ) দিয়ে দিন। ফাইল তৈরি হয়ে যাবে।

৪. পার্সেন্টিজ : চেক দেব আমাকে কত পার্সেন্ট পার্সেন্টিজ (ঘুষ) দিবেন।
৫. খরচপাতি : কিছু খরছপাতি (ঘুষ) দিলে বিল পাস হবে।
৬. মাল পানি : কাজ করবো ঠিক আছে তবে কিছু মালপানি (ঘুষ) ছাড়ুন।
৭. খোঁজ-খবর : চিন্তা করো না কাজ হয়ে যাবে আমার একটু খোঁজ-খবর (ঘুষ) নিও।
৮. সুদৃষ্টি : রায়তো আপনার পক্ষে দিলাম এখন আপনার সুদৃষ্টি (ঘুষ) পেলে একটি গাড়ি ক্রয় করবো।
৯. মিষ্টি : বিচারে জিততে হলে মুরব্বি সাহেবের বাসায় মিষ্টি (ঘুষ) দিয়ে আস।
১০. সম্মানী : স্যার তাড়াতাড়ি সই করেন সম্মানীর (ঘুষ) জন্য চিন্তা করবেন না।
১১. ম্যানেজ : স্যারকে আমি ম্যানেজ (ঘুষ) করছি।
১২. সহযোগিতা : রাস্তার কাজটি যেন আমি পাই সহযোগিতা (ঘুষ) যা লাগে আমি দেব।
১৩. কমিশন : হ্যাঁ কাজটা আপনি পাবেন কমিশন (ঘুষ) কত দিবেন?
১৪. নেকনজর : আপনাদের নেক নজর (ঘুষ) আছে বলেই এত কম বেতনে সংসার চলছে।
১৫. সন্তুষ্ট : সাহেব কাজটা হয়ে গেলে আপনাকে সন্তুষ্ট (ঘুষ) করবো।
১৬. খুশি করা : স্যার কাজটা করে দিলাম একটু খুশি (ঘুষ) করবেন না?
১৭. তৈল : অফিসে জায়গামত তৈল (ঘুষ) দিতে পারলে কাজ হবে।

ন্যায় বিচারের আরো কয়েকটি হাদীস

১. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, আবু বকরাহ তার পুত্রকে লিখে পাঠালেন তখন তিনি সিজিস্তানে অবস্থান করছিলেন। তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা করবে না। কেননা আমি রাসুল সা. কে বলতে শুনেছি, যে কোনো বিচারক যেনো রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা না করে। (বুখারী)

২. হযরত আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, রাসুল সা. এই মর্মে দু'আ করছিলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোনো বিষয়ের কর্তৃত্ব দান করা হয় অতঃপর সে তাদের প্রতি কঠোরতা করে তুমি তার প্রতি কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমর উম্মতের কোনো বিষয়ের কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি মেহেরবানি করে তুমিও তার উপর মেহেরবান হও। (মুসলিম)

৩. হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার রাযি. বলেন, আমি রাসুল সা.কে একথা বলতে শুনেছি যে, যে শাসক মুসলমানদের উপর শাসনক্ষমতা লাভ করে জালেম ও খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন। (বুখারী)

৪. হযরত বারিদাহ রাযি. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. বলেছেন তিন প্রকার বিচারক রয়েছে তন্মধ্যে একজন মাত্র বেহেশতে যাবে। অপর দুইজন জাহান্নামে যাবে। যে বিচারক বেহেশতে যাবে, সে এমন বিচারক যে সত্যকে জানতে পেরেছে তদানুযায়ী ফয়সালা করেছে। আর যে ব্যক্তি সত্যকে জানতে পেরেও ফয়সালার ক্ষেত্রে অবিচার করেছে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে ফয়সালা করেছে সেও জাহান্নামে যাবে। (আবু দাউদ)

৫. হযরত আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. বলেছেন কিয়ামতের দিন সুবিচারকের সামনেও এমন একটি সময় আসবে তখন সে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি দুই ব্যক্তির মাঝে একটি খেজুরের বিষয়েও ফয়সালা না দিতাম।

৬. হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. বলেন, যাকে বিচারকের পদে নিয়োগ করা হলো কিংবা লোকেরা যাকে বিচারক মানলো তাকে যেনো ছুরি ছাড়াই হত্যা করা হলো। (ইবনে মাজাহ)

সদকা

সদকা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

১।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

অর্থ : যারা আল্লাহর পথে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা এমন একটি বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্ম নেয়। প্রত্যেকটি শীষে থাকে একশত করে দানা। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে দ্বিগুণ করে দেন। আল্লাহ খুবই দানশীল, সর্বজ্ঞ। (বাকারা-২৬১)

২।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! অন্যের কাছে বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান খয়রাতকে নষ্ট করো না। (বাকারা-২৬৪)

৩।

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

অর্থ : যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (বাকারা-৩)

৪।

وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوْا ۛ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থ : আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে টেলে দিও না। এহসানের সাথে চল নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনিনদেরকে ভালবাসেন। (বাকারা-১৯৫)

৫ ➊

وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ

অর্থ : এবং তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আমরা আল্লাহর পথে কি খরচ করব। জবাবে বলুন যা তোমাদের প্রয়োজনের বেশি আছে।(বাকারা-২১৯)

৬ ➊

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

অর্থ : তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূণ্য হাসিল করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করবে। (আল ইমরান-৯২)

৭ ➊

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আমার দেওয়া ধন সম্পদ থেকে আমার পথে ব্যয় কর সেদিন আসার আগে। যেদিন কোন বেচা-কেনা বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকবে না । আর থাকবে না কোন রকমের সুপারিশ। (বাকারা-২৫৪)

৮ ➊

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যে মাল তোমরা উপার্জন করেছ এবং যা কিছু আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য বের করেছি তা থেকে যা উত্তম তা আল্লাহর পথে খরচ করো। (বাকারা-২৬৭)

৯ ➊

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থ : আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর অথবা যা কিছু তোমরা মান্নত কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তা জানেন। আর জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (বাকারা-২৭০)

১০ ⬇

وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ

অর্থ : তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য খরচ করে থাক। (বাকারা-২৭২)

১১ ⬇

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থ : যারা নিজেদের সম্পদ রাতে এবং দিনে গোপনে এবং প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (বাকারা-২৭৪)

১২ ⬇

وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيْ إِلٰى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ

অর্থ : আমি তোমাদেরকে যে রিজেক দিয়েছি তা থেকে খরচ কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় অনুতপ্ত হয়ে বলবে হে প্রভু! আমাকে যদি অল্প কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিতে তাহলে দান খয়রাত করে নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (মুনাফিকুন-১০)

১৩ ⬇

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেছেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (বাকারা-২৭৬)

১৪ ।

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থ : যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান খয়রাত কর তবে তা কতই না উত্তম আর যদি দান খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থদের দিয়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। আর আল্লাহ তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে অবগত। (বাকারা-২৭১)

১৫ ।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

অর্থ : সদকাকারী নারী ও পুরুষ এবং আল্লাহ তায়ালাকে যারা উত্তম ঋণ দেয় তাদেরকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (হাদিদ-১৮)

সদকা সম্পর্কে নবীজি সা. এর হাদীস

১ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْبَلَاءَ وَتَزِيْدُ فِيْ الْعُمُرِ

অর্থ: রাসুল সা. বলেন, সদকা বালা মুসিবতকে দূর করে এবং হায়াত বৃদ্ধি করে।

২ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلصَّدَقَةُ تَقَعُ فِيْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ أَوَّلًا ثُمَّ تَقَعُ فِيْ كَفِّ الْفَقِيْرِ

অর্থ: রাসুল সা. বলেন, সদকা প্রথমে আল্লাহর হাতে যায় তারপর দরিদ্রের হাতে।

৩ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يُرْبِيْ صَدَقَاتِكُمْ كَمَا تَرْبُوْنَ سَخَالَكُمْ

অর্থ: রাসুল সা. বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার সদকাকে এমনভাবে লালন পালন করে বৃদ্ধি করেন যেভাবে তোমরা ছাগলকে লালন পালন করো।

৪ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلسَّخِيُ قَرِيْبٌ مِّنَ اللهِ وَبَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ

অর্থ: রাসুল সা. বলেন, সদকাকারী ব্যক্তি আল্লাহর খুব কাছে এবং জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকে।

৫ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَصْلَتَانِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ اَلسَّخَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

অর্থ: রাসুল সা. বলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে দুটি গুণ প্রিয়। দান করা এবং উত্তম চরিত্র।

৬ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلسَّخَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ

অর্থ: রাসুল সা. বলেন, দানশীলতা ঈমানের অঙ্গ।

৭ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلسَّخِيُ حَبِيْبُ اللهِ لَوْ كَانَ فَاسِقًا

অর্থ: রাসুল সা. বলেন, দানশীল ব্যক্তি গোনাহগার হলেও আল্লাহর কাছে বন্ধুরূপে বিবেচিত।

৮ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْجَنَّةُ دَارُ الْأَسْخِيَاءِ

অর্থ: রাসুল সা. বলেন, জান্নাত দানশীলদের আবাসস্থল।

৯ ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُ مِائَةِ ضُعْفٍ

অর্থঃ রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি জিনিষ সদকা করে তার জন্য সাতশত গুণ বেশি সওয়াব লেখা হয়। (তিরমিযী)

১০ ⬇

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالٰى أَنْفِقْ يَا ابْنَ أٰدَمُ أُنْفِقُ عَلَيْكَ

অর্থঃ রাসুল সা. বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাকো আমিও তোমাদের দান করবো। (বুখারী)

১১ ⬇

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ

অর্থঃ রাসুল সা. বলেন, নিশ্চয়ই সদকা প্রতিপালকের ক্রোধ প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যু প্রতিহত করে। (তিরমিযী)

১২ ⬇

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ

অর্থ : রাসুল সা. বলেন, প্রকৃত ধনী হলো আত্মার ধনী। (মিশকাত)

সদকার দশগুণ বিনিময়

দুইজন দরবেশ ক্ষুধার্ত। সাথে আহারের মত কিছুই নেই। পাশেই হযরত রাবেয়া বসরি রাহ. এর বাড়ি। তারা সেখানে গেলেন এবং হযরত রাবেয়া বসরির মেহমান হলেন। পরস্পর বলাবলি করলেন। যদি এখন কিছু খাবার পাওয়া যেতো, তবে খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতাম।

হযরত রাবেয়া বসরি রাহ. তখন বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু ঘরে দুটি রুটি ছাড়া কিছুই ছিলো না। ছিলো না খাবার তৈরি করার মতো কোনো দ্রব্য সামগ্রীও। তিনি দু'টি রুটিই মেহমানের সামনে পেশ করলেন।

দু'জন পুরুষের জন্য দু'টি রুটি কিছুই না। তথাপি তারা ভাবলেন যাক এখনকার মতো এগুলো খেয়ে নেই। এতে ক্ষুধার যন্ত্রণা কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

মেহমান দু'জন খানা শুরু করবেন, ঠিক এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে খাবার চাইলো। হযরত রাবেয়া বসরি রাহ. দেরি করলেন না। তিনি মেহমানের সম্মুখ থেকে রুটি দুইখানা ভিক্ষুককে দিলেন।

মেহমানদ্বয় মনে মনে ভাবলেন, কি আশ্চর্য! মেহমানকে খেতে দিয়ে আবার উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া এমন দৃশ্য তো জীবনে কখনো দেখিনি। এর থেকে তো খাবার না দেওয়াই ভালো ছিলো।

দরবেশগণ এসব কথা মনে মনে ভাবছিলেন। কিন্তু রাবেয়া বসরিকে কিছুই বললেন না। তারা তার প্রতি নারাজ হয়ে বসে থাকেন।

বেশি সময় অতিবাহিত হয় নি এক বাঁদি এসে হাজির। তার হাতে রুটি ও গোশতের পিয়ালা। সে তা রাবেয়া বসরির সামনে রেখে বলল, আমার মালিক এগুলো আপনার জন্য উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। দয়া করে এগুলো কবুল করুন।

হযরত রাবেয়া বসরি পেয়ালার ঢাকনা উঠালেন। তারপর রুটিগুলো দেখলেন। মোট ১৮ খানা রুটি। তিনি বাঁদিকে বললেন, তুমি কিছু মনে করো না। রুটিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কারণ, তোমার মালিক ইহা আমার জন্য দেন নাই। হয়তো অন্য কোথায়ও পাঠিয়েছেন। আর তুমি ভুল করে এখানে নিয়ে এসেছো।

বাঁদি বলল, না। আমার কোনো ভুল হয় নি। নিশ্চয়ই তা আপনার। রাবেয়া বসরি বললেন, না। তুমি তা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। নিশ্চয়ই তোমার কোথায়ও ভুল হয়েছে।

দরবেশগণের রাগ আরো বেড়ে গেলো। তারা মনে মনে ভাবলেন, দু'টি রুটি পেয়েছিলাম। তা ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। এখন ১৮টি রুটি হাদিয়া এসেছে। আর রাবেয়া বলছেন, এগুলো ভুলে এসেছে। শুধু তাই নয়, আমাদেরকে বসিয়ে রেখে তিনি রুটিগুলো ফেরতও পাঠিয়েছেন। কি অদ্ভুদ কাণ্ড!

এদিকে বাঁদি রুটি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বীয় মালিককে পুরো ঘটনার বিবরণ দিলো। মালিক কোনো উত্তর দিলো না। বরং আরো দু'খানা রুটি বাড়িয়ে দিয়ে আবার বাঁদিকে পাঠিয়ে দিলো।

বাঁদি আবার রাবেয়া বসরির কাছে রুটি এবং পেয়ালা দিলো। তিনি আবারা গুনলেন। দেখলেন দুইখানা বেশি হয়ে বিশখানা হয়েছে। তারপর তিনি রুটি রেখে বাঁদিকে বিদায় দিলেন। অতঃপর এগুলো মেহমানের সামনে পেশ করলেন।

মেহমানগণ কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। ঘটনার রহস্য জানার জন্য তাদের মনে কৌতুহলো সৃষ্টি হলো। তাই খানা-পিনা শেষ করে এব্যাপারে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলেন।

হযরত রাবেয়া বসরি রাহ. বললেন, আপনারা দু'জন ক্ষুধার্ত মানুষ। কিন্তু আমার গৃহে মাত্র দুখানা রুটি। যা আপনাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য আমার খুব চিন্তা হচ্ছিলো। ঠিক এমন সময় একজন ভিক্ষুক এলে আমি খুবই খুশি হলাম। কেননা আমি জানি আমি যদি এখন ভিক্ষুককে দুটি রুটি দান করি, তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই আমাকে এর পরিবর্তে বিশটি রুটি দান করবেন। কারণ, তাঁর ওয়াদা হলো একের পরিবর্তে দশ দান করা। তাই আমি আপনাদের সামন থেকে রুটিগুলো ভিক্ষুককে দিয়ে দিলাম। আমার এ আচরণে হয়তো আপনারা কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু তখন আমার কিছুই করার ছিলো না।

ভিক্ষুক চলে যাওয়ার সময় আমি আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে বললাম, হে পরম করুণাময় প্রভু! তুমি একটি দানের পরিবর্তে দশগুণ বিনিময় দানকারী। আমি আপনার ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। আমার ঘরে দুইজন ক্ষুধার্ত মেহমান তাদের দুইটি রুটি কিছুই হতো না। তাই আমি রুটি দু'টি দান করেছি। এর বদলা আমাকে বিশটি রুটি দাও।

দু'আ শেষ করার পর বাঁদি যখন আমার নিকট আঠারোটি রুটি নিয়ে এলো, তখন আমি ভাবলাম ইহা আমার নয়। কারণ, আল্লাহর ওয়াদা হলো একের বদলা দশ, নয় হবে কেনো? তাই আমি ফিরিয়ে দিলাম।

এরপর দ্বিতীয়বার বাঁদি যখন বিশটি রুটি নিয়ে এলো, তখন আমার একিন হলো। হ্যাঁ এগুলো আমার জন্যই এসেছে। তাই আমি তা গ্রহণ

করলাম এবং আপনাদের খেদমতে পেশ করলাম। আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করবেন।

প্রিয় পাঠক!

আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে তাকে দশগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে।

আল্লাহর কথা সত্য কিন্তু আমাদের তাওয়াক্কুলের অভাব। যদি আমাদের তাওয়াক্কুল পুরোপুরিভাবে থাকতো, তাহলে আমরাও হযরত রাবেয়া বসরির মত দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় ফল পেতাম। আমরা অনেকে মনে করি আল্লাহর রাস্তায় সদকা করলে সম্পদ কমে যাবে এটা ভুল একটি ধারণা। রাসুল সা. বলেন সদকা করলে সম্পদ কমে না বরং আরো বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং বেশি বেশি সদকা করা দরকার। আল্লাহ তা'আলা যেনো প্রত্যেককে সদকা করার তাওফিক দান করেন। আমিন।

দানের বদলা জান

আলহামদুলিল্লাহ! এখনকার ঘটনাটি জানার পূর্বে রাসুল সা. এর একটি হাদীস জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। যে হাদীসের সাথে ঘটনার হুবহু মিল আছে। রাসুল সা. বলেন, সদকা করলে বিপদ দূর হয় এবং হায়াত বাড়ে। রাসুল সা. এর পবিত্র কথা কখনো মিথ্যা হতেই পারে না। আমরা যখন বিপদের সম্মুখীন হই, তখন ডাক্তার উকিল ইত্যাদির কাছে যাই। আমরা তখন কি আল্লাহর রাস্তায় দান সদকা করি? মোটেই না।

বিপদে পড়লে একবারের জন্যে হলেও নবীজি সা.এর হাদীসের উপর আমল করে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু সদকা করেন। দেখবেন! আল্লাহ বিপদ দূর করে দিয়েছেন। আমরা যত ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই না কেনো তা হতে পারে পারিবারিক সমস্যা অথবা রাজনৈতিক সমস্যা অথবা ব্যবসায়িক সমস্যা অথবা প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা ইত্যাদি। সব সময় আল্লাহর রাস্তায় সদকা করব। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সেই মসিবতকে সরিয়ে দিবেন।

প্রিয় পাঠক! চলুন এবার ঘটনার দিকে–

হযরত ঈসা আ. এর যামানায় এক খুবই বদ স্বভাবের ধোপা ছিলো। তার বদ আখলাকের কারণে লোকেরা অতিষ্ট হয়ে সম্মিলিতভাবে হযরত ঈসা আ. এর দরবারে হাজির হয়ে ধোপার বিরুদ্ধে নালিশ দিলো যে, হুজুর অমুক ধোপা খুবই বদ চরিত্রের। তার জ্বালা-যন্ত্রণা আমাদের আর সহ্য হচ্ছে না। সে আমাদের কাপড় চোপড় ধুইতে নিয়ে তা বদলিয়ে ফেলে। আপনি তার উপর বদদু'আ করেন। যাতে সে মারা যায় আর আমরা আপনার উছিলায় দুশ্চরিত্র থেকে রক্ষা পাই। সকলের অনুরোধক্রমে ঈসা আ. তার জন্য বদদু'আ করলেন এবং লোকদেরকে এ বলে সু-সংবাদ দিলেন যে, আজকার এ দিনটিই শুধু তার হায়াত বাকি আছে। সে কাপড় নিয়ে ঘাটে গেলে কিছুতেই জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। নবী ঈসা আ. এর বদদু'আর কারণে সবাই নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, ধোপার মৃত্যু অনিবার্য। ধোপা তার নিত্যকার অভ্যাস মুতাবেক খাওয়ার জন্য তিনটি রুটি সঙ্গে নিয়ে ঘাটের দিকে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে এক ভিক্ষুকের সাথে সাক্ষাত হলো। ভিক্ষুক তাকে বলল, অনাহারে আছি, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু খেতে দাও। সে ভিক্ষুককে একটি রুটি দিয়ে দিলো। ভিক্ষুক রুটি পেয়ে তার জন্য দু'আ করল– غفر الله ما تقدم من ذنبك وطهر قلبك আল্লাহ তোমার অতীত জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ করুন এবং তোমার অন্তরকে পাক করুন। ভিক্ষুকের এ দু'আ ধোপার খুব পছন্দ হলো। তাই সে আরো একটি রুটি ভিক্ষুককে দিয়ে দিলো এবং ভিক্ষুক তার জন্য আবার দু'আ করল– غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر আল্লাহ তা'আলা তোমার অতীতের এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় গুনাহ মাফ করুন। এ দু'আ শুনে অবশিষ্ট রুটিও সে ভিক্ষুককে দিয়ে দিলো। তৃতীয় রুটি পেয়ে ভিক্ষুক পুনরায় দু'আ করল– حفظك الله تعالى عن بليات السماء بنى الله لك قصرا في الجنة আল্লাহ তোমাকে যাবতীয় আসমানী বালা-মুসিবত থেকে নিরাপদ রাখুন এবং তোমার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি বালাখানা তৈরি করুন। এ বলে ভিক্ষুক আপন পথে চলে গেলো

এবং ধোপাও ঘাটে চলে গেলো। এদিকে ধোপার অবস্থা জানার জন্য উৎসুক মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কিন্তু আল্লাহর কি কুদরত শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো ধোপা নিরাপদে সুস্থ শরীরে কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে ফিরে আসছে। তাকে সুস্থ শরীরে নিরাপদে ফিরে আসতে দেখে লোকেরা হযরত ঈসা আ. কে বললো, হে রুহুল্লাহ! আপনি যা বলেছেন তা তো সত্যি হলো না। ধোপাতো সুস্থ শরীরে নিরাপদে ফিরে এলো। আল্লাহর নবী ঈসা আ. বললেন, ধোপাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তার অবস্থা যাচাই করবো। নির্দেশ মতো ধোপাকে ঈসা আ. এর নিকট নিয়ে আসা হলো। নবী ঈসা আ. ধোপাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আজ কি কি কাজ করেছো? কোন আমলের বরকতে তুমি এই নিরাপত্তা লাভ করেছো? ধোপা বললো, হে আল্লাহর নবী! যাওয়ার পথে এক ভিক্ষুকের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। সে আমার কাছে ভিক্ষা চাইলো। আমি তার দুরাবস্থার প্রতি সদয় হয়ে আমার আহারের জন্য সঙ্গে রাখা তিনটি রুটির সবগুলোই তাকে দিলাম। আর ভিক্ষুক রুটি পেয়ে প্রতিটি রুটির বদলা আমার জন্য দু'আ করেছে। ঈসা আ. ধোপাকে বললেন, তোমার কাপড়ের গাঁটরি খোলো তো দেখি। গাঁটরি খোলা হলে তা থেকে মুখে লাগাম লাগানো একটি কালো সাপ বেরিয়ে এলো। হযরত ঈসা আ. সাপকে লক্ষ্য করে বললেন, ইয়া আসওয়াদ! (হে কালো সাপ!) সাপ উত্তরে বললো, لبيك يا روح الله হে রুহুল্লাহ! আমি হাজির। হযরত ঈসা আ. বললেন, তোমাকে আল্লাহ পাক কি এই ধোপাকে ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়েছেন? সাপ বলল, হ্যাঁ। আমার প্রতি আল্লাহর হুকুম হলো যে, অমুক কুয়ার পাড়ে অমুক ধোপা কাপড় ধুচ্ছে। সেখানে গিয়ে তুমি তাকে এমনভাবে দংশন করবে যেনো মুহূর্তের মধ্যে তার প্রাণ বের হয়ে যায়। আল্লাহর এই হুকুম তামিল করার জন্য আমি কৌশলে তার গাঁটরির ভিতরে ঢুকে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকি। কিন্তু সে আজ তিনটি রুটি ভিক্ষুককে দান করেছে আর ভিক্ষুক তার জন্য দু'আ করেছে। আর আল্লাহ পাক সে দু'আ কবুল করে লৌহ নির্মিত লাগামসহ এক ফেরেশতা আমার নিকট পাঠিয়েছেন। ফেরেশতা এমনভাবে আমার মুখে লাগাম লাগিয়ে দিলেন যে, আমি আমার

কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে গেলাম। এই সমস্ত ঘটনা শুনে নবী ঈসা আ. ধোপাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, يا قصار استأنف হে ধোপা! নতুন করে আমল আরম্ভ করো। সদকার বরকতে আল্লাহ তোমার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমার হায়াতের মধ্যে বরকত দিয়েছেন।

আহ! নিজে না খেয়ে সদকা

প্রিয় নবী সা.এর প্রিয় নাতি হাসান ও হুসাইন রাযি. কয়েক দিন যাবত খুব অসুস্থ। হযরত আলী রাযি. ও হযরত ফাতেমা রাযি. খুবই পেরেশান। ছেলেদের রোগমুক্ত করার জন্য কতই না চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন তারা। কিন্তু কোনো ফল হলো না। দিন দিন রোগ শুধু বেড়েই চলেছে।

একদা রাত গভীর হওয়ার কারণে সকলেই শুয়ে পড়েছে। ঘুম নেই শুধু হযরত আলী ও হযরত ফাতেমার চোখে। তারা খুবই চিন্তিত। পুত্রদ্বয়ের রোগমুক্ত করার জন্য কি করা যায়। এই পরামর্শে রাত কাটছে। শেষ পর্যন্ত তারা পরামর্শ করে, উভয়ে মিলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, আল্লাহ যদি হাসান হোসাইন এর রোগ ভাল করে দেন তাহলে শুকরিয়া হিসাবে তারা দুজন তিনটি করে মান্নতের রোযা রাখবেন। মান্নত করার পর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না। অল্প দিনেই তারা সুস্থ হলো।

এবার মান্নত পূর্ণ করার পালা। হযরত আলী ও ফাতেমা রোযা রাখতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু অবস্থা এত শোচনীয় ছিলো যে, সাহরি কিংবা ইফতারের জন্য কোনো খাবার ছিলো না। ফলে তারা দুজনই না খেয়ে রোযা রাখতে শুরু করলেন। সকাল বেলা হযরত আলী রাযি. চললেন এক ইয়াহুদির কাছে। অনেক দূরে হেঁটে এক সময় তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ইয়াহুদিকে লক্ষ্য করে বললেন-

: তোমার কোন কাজ আছে?

: ইয়াহুদি বলল হ্যাঁ আছে।

: কি কাজ?

: পশম দিয়ে সুতা বানানোর কাজ। এক বান্ডিল সুতা কাটলে তিন ছা গম দিবো। আপনি কি তাতে রাজি?

: হ্যাঁ আমি রাজি আছি।

: ইয়াহুদির সাথে কথা-বার্তা বলার পর আলী রাযি. এক বান্ডিল পশম নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। বাড়িতে গিয়ে স্ত্রী ফাতেমাকে বললেন, ফাতেমা! তোমার জন্য কাজ পেয়েছি। ফাতেমা খুশি হলেন। কি কাজ করতে হবে তাও স্বামী হযরত আলী রাযি. এর কাছ থেকে ভালভাবে বুঝে নিলেন। তারপর দেরি না করে কাজ শুরু করলেন।

সারাদিন কাজ করে প্রিয় নবীর আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা রাযি. এক তৃতীয়াংশ সুতা কাটলেন। বিনিময় পেলেন এক ছা (সাড়ে তিন সের) গম। ঘরের সদস্য সংখ্যা মোট পাঁচ জন। স্বামী, স্ত্রী, হাসান, হুসাইন ও ফিদ্দা নামীয় এক বাঁদী। হযরত ফাতেমা রাযি. বাদীর সহযোগিতায় যব (গম) পিষে পাঁচজনের জন্য পাঁচটি রুটি বানালেন। রুটি বানাতে বানাতে ইফতারের সময় হয়ে গেলো। সারাদিন না খেয়ে হযরত ফাতেমা পরিশ্রমের পর সবাইকে নিয়ে ইফতার করতে বসলেন। রুটির টুকরো মুখে দিবেন ঠিক এমন সময় এক ফকির এসে হাঁক ছেড়ে বলল, হে মুহাম্মদ সা. এর পরিবারের লোকজন! আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে খানা খাওয়ালে আল্লাহপাক তোমাদেরকে জান্নাতে খানা খাওয়াবেন।

রুটি আর মুখে দেওয়া হলো না। সবাই হাত নিচের দিকে নামিয়ে নিলেন। হযরত আলী ফাতেমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। ফাতেমা সবই বুঝতে পারলেন। দেরি না করে রুটি সবই ফকিরের হাতে দিয়ে দিলেন। ফকিরের ক্ষুধা নিবারণ করতে সবাই ভুখা অবস্থায় রাত্রি যাপন করলেন।

আজ দ্বিতীয় দিন। ঘরে খাবারের কিছুই নেই। ফলে প্রথম দিনের মতো আজও না খেয়ে রোযা রাখতে হলো। নবী নন্দিনী ফাতেমা আবার সুতা কাটা শুরু করলেন। দিনভর সুতা কেটে বিনিময় পেলেন মাত্র এক ছা যব। এই যব পিষে পূর্বের মতো পাঁচখানা রুটি বানালেন। ইফতারের সময় সবাই খেতে বসলেন। এই সময় একজন এতিম নিজের অভাব অসহায়ত্বের কথা জানালো। একজন এতিম অভাবীকে অভুক্ত রেখে তারা খানা খেতে পারলেন না। ফলে সেই দিনও সব রুটি এই এতিমের হাতে তুলে দিলেন। ফলে সবাই এই রাত উপবাসে কাটালেন।

তৃতীয় দিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় তারা আবারও রোযা রাখলেন। হযরত ফাতেমা পূর্বের মত এক ছা যব দিয়ে রুটি বানালেন। অতঃপর সন্ধ্যাবেলা

ইফতার করতে বসার পর আজও একজন কয়েদি এসে বলল, আমি বড়ই অসহায়। আমার খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই। দয়া করে আমাকে খাবার দিন।

কয়েদির কথা শুনে তাদের চোখে পানি এলো। তাঁরা ভাবলেন, আমরা খানা খাবো আর অসহায় কয়েদি না খেয়ে রাত কাটবে তা হতে পারে না। রুটি সবই কয়েদির হাতে তুলে দিলেন এবং বহু কষ্টে রাত্র অতিবাহিত করলেন।

চতুর্থ দিন দিনের বেলা তো আর রোযা নয়। কিন্তু মুখে দেয়ার মতো কিছুই নেই। হযরত আলী রাযি. দুই ছেলেকে নিয়ে প্রিয় নবী সা. এর দরবারে রওয়ানা দেন। চার দিনের ক্ষুধার্ত। এই জন্য কেউই দুর্বলতার কারণে ঠিকমতো হাঁটতে পারছিলেন না। অবশেষে বহু কষ্টের পর নবীয়ে করিম সা.এর দরবারে হাজির হয়ে অবস্থা বলার পর নবী করীম সা. বললেন, তোমাদের কষ্টে আমারও কষ্ট হচ্ছে। চল ফাতেমার নিকট যাই। সেখানে গিয়ে দেখেন যে, ফাতেমা রাযি. নামায পড়ছেন। ক্ষুধার তাড়নায় চোখের নিচে দাগ পড়ে গেছে। পেট কমরের সাথে লেগে গেছে। দয়ার নবী সা. তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং হক তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ জানালেন। সাথে সাথে হযরত জিবরাইল আ. নিম্নের আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন।

"তাদের নিকট খাবার পছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও মিসকিন এতিম ও কয়েদিদেরকে উহা খাইয়ে দেন।"

ফায়দা

নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে বড় মনে করা রাসুল সা. এর শিক্ষা। নবীজি সা. এবং সাহাবায়ে কেরামগণ নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে বড় করে দেখতেন। নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকে অন্যদেরকে খানা খাওয়াতেন। নিজে না পরে অন্যদেরকে ভাল বস্ত্র পরাতেন।

উপরের ঘটনা থেকে আমাদের অনেক শিক্ষা গ্রহণ করার বিষয় আছে। না খেয়ে একাধারে তিনটি রোযা রাখলেন হযরত আলী. এবং জান্নাতী মহিলাদের সর্দারিনি হযরত ফাতেমা রাযি.। একটি রুটি দিয়ে ইফতার তাও আবার ভিক্ষুককে দান। আর আমরা ইফতার করতে গেলে এত আয়োজন করি, মনে হয় সমস্ত বাজার আমাদের পেটের ভিতর ঢুকানো হবে।

তাই আসুন! হযরত আলী, ফাতেমা হাসান হুসাইন রাযি. থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। খাবারের সময় গরিবদেরকে শরিক করি। তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াই। আল্লাহ সেই তাওফিক দান করুক। আমিন।

উসমান রাযি. এর সদকা

শিরোনাম দেখেই বুঝা যাচ্ছে এখন হযরত উসমান রাযি. এর দান সম্পর্কে আলোচনা হবে। উসমান রাযি. এর দান সদকার কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তার সদকার কথা আমরা গর্বের সাথে আলোচনা করি। তিনি আল্লাহর রাস্তায় কি পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেছেন আমরা কিছুটা হলেও জানি। পুরাপুরি জানতে হলে ইতিহাস তালাশ করতে হবে।

তার উপাধী ছিলো যিননুরাইন অর্থাৎ দুই নুরের অধিকারী। কারণ তিনি রাসুল সা. এর দুইজন কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। রাসুল সা. তার প্রতি খুশি হয়ে বলেন, যদি আমার আর কোনো কন্যা থাকতো তাহলে তাকেও উসমানের সাথে বিবাহ দিয়ে দিতাম। ইসলামে তার সম্পদের কি অবদান আছে তা সামান্য আলোচনা করে শেষ করা সম্ভব না। আমরা কি হযরত উসমান রাযি. এর কাছ থেকে সদকার দিক দিয়ে একটু শিক্ষা নিতে পারি না? তাই আসুন! হযরত উসমান রাযি. এর এই ঘটনা পড়ি এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি।

ঘটনা

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর জামানায় একবার মদিনায় খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। চারিদিকে শুধু অভাব আর অভাব। লোকজন অস্থির পেরেশান হয়ে আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, খলিফাতুল মুসলিমীন! দেশের অবস্থা খুবই খারাপ। চারদিকে অভাব আর অভাব। ঘরে খাবার নেই। আপনি আমাদের জন্য দো'আ করুন। আল্লাহ যেনো আমাদের উপর থেকে এই বিপদ উঠিয়ে নেন এবং এই অবস্থায় আমাদের করণীয় বলে দিন যাতে আমরা এই বিপদ থেকে নাযাত পাই।

লোকেদের কথা শুনে হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, আপনারা আগামী কাল সকালে এখানে আসবেন। আপনাদের নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে দো'আ করবো। ঘটনাক্রমে এইদিন রাতে হযরত ওসমান রাযি. ব্যবসার জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্য শষ্য নিয়ে মদিনায় এসে পৌছলেন। অভাবের দিনে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য শষ্য আমদানী হয়েছে। এ খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল।

লোকজন খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হযরত উসমান রাযি. এর কাছে ছুটে গেলো। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা কি দামে খাদ্যশষ্য কিনবেন? তারা বলল প্রতি ধরা এক টাকা হারে। তিনি বললেন, আপনারা কি আরো কিছু বাড়াতে পারবেন? লোকেরা বলল, হুজুর! এর চেয়ে বেশি দেওয়া আমাদের তৌফিক নেই। তখন হযরত উসমান রাযি. বললেন, এই খাদ্যশষ্য তার কাছে বিক্রি করব, যে আমাকে প্রতি ধরা সাতশত টাকা দেবে। এমন মূল্যের কথা শুনে লোকজন হতাশ মনে ফিরে গেলো। কিছুক্ষণ পর হযরত উসমান রাযি. তাদেরকে ডেকে এনে সমস্ত খাদ্য তাদের মধ্যে দান করে দিলেন।

লোকেরা তাঁর এরূপ আচরণে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, একটু আগে যে খাদ্যশষ্য আপনি আমাদের কাছে প্রতি ধরা সাত শত টাকার কমে বিক্রি করতে চাইলেন না। অথচ এখন বিনা টাকায় সবকিছু দান করে দিলেন এর কারণ কি? তিনি বললেন আমি তো এই খাদ্যশষ্য তাকেই দিয়েছি। যিনি একের বদলা সাতশত দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আমি বিশ্বাস করি এক ধরার মূল্যে আমি সাতশত টাকা করেই পাব।

ঘটনার দুদিন পর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. রাসুল সা. কে স্বপ্নে দেখলেন তিনি খুবই দ্রুত কোথায় তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছেন। তাকে দেখে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. খুবই খুশি হলেন এবং একটু দূর থেকেই বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! একটু তাশরিফ রাখুন। অনেক দিন ধরে আমি আপনার সাক্ষাতের জন্য অধীর হয়ে আছি। আপনার কাছ থেকে আমার কিছু কথা জানার আছে।

রাসুলুল্লাহ সা. অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে বললেন, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। কারণ আল্লাহ পাক আমাকে বলেছেন– হে আমার নবী মুহাম্মদ! তোমার প্রিয়সাথী উসমান রাযি. আমার রাস্তায় বিপুল সম্পদ দান করেছে

তার জন্য আমি বেহেস্তে কি পরিমাণ নেয়ামত তৈরি করে রেখেছি। আপনি দেখে আসুন। হে ইবনে আব্বাস! আল্লাহর নির্দেশে আমি সে নেয়ামত দেখতে যাচ্ছি। এখন পথে তোমার সাথে কথা বলতে গেলে আমার বেহেশতে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।

পঁচিশ দিরহাম থেকে পাঁচিশ দিনার

হযরত উমর বিন আব্দুর রহমান আজরাঈ রাহ. বলেছেন, একবার ঈদের রাত্রে আমার এক প্রতিবেশী এসে আমার নিকট অনুনয় বিনয় করে বলল আগামীকাল ঈদ। কিন্তু আমার সন্তানাদিগকে ঈদ উপলক্ষে যে কিছু একটা কিনে দিবো তার সামর্থ্য আমার নেই। কারণ আমি রিক্তহস্ত। একেবারেই শূন্য হাত। ঈদের দিন সকলের সন্তানাদি নতুন কাপড় চোপড় পড়ে আনন্দের সাথে ঈদ উৎসব পালন করবে। ভাল খানা দানা খাবে আর আমার সন্তানাদি পুরাতন কাপড় চোপড় পড়বে এবং খানাদানারও কোনো ব্যবস্থা নেই। অতএব আমার এ দুর্দিনের সময় যদি আমাকে সামান্য সাহায্য করতেন তাহলে এতে আমার বিরাট উপকার হতো।

এ সমস্ত কথা শুনে তার প্রতি আমার দয়া সৃষ্টি হলো এবং ঈদে আমার সন্তানাদির খরচের জন্য যে পঁচিশ দিরহাম আমার নিকট জমা ছিল তা আমি তাকে দিয়ে দিলাম এই আশায় যে আল্লাহ পাক আমাকে উত্তম ব্যবস্থা করে দিবেন।

মহান আল্লাহর অসীম লীলা বুঝবার সাধ্য আছে কার? কিছুক্ষণ পরেই একজন লোক আমার নিকট এসে অত্যন্ত আদরের সাথে আমার হাত পা চুমু খেতে লাগলো। এতে আমি বিস্মিত হলাম যে তার ফলাফল কি দাঁড়ায়? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কে, কোত্থেকে এসেছো? উত্তরে সে বলল, আমি আপনার পিতার গোলাম ছিলাম। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে পালিয়ে চলে গিয়েছিলাম। লজ্জায় আমি চেহারা দেখাতে পারছিলাম না। আমার নিকট ২৫ টি স্বর্ণমুদ্রা আছে। আপনি আমার মনিব তাই আপনার ইচ্ছা তা দিয়ে আপনি যা করেন করতে পারেন। আল্লাহর শোকর আদায় করে ঐ স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ঘরে এসে সকলকে বললাম, অল্প

সময়ের ব্যবধানে মহান আল্লাহ পঁচিশ দিরহামের পরিবর্তে পঁচিশ দিনার স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া হিসেবে পেশ করলেন। এই আনন্দে আমি ঐ গোলামকে আযাদ করে দিলাম। সেও খুশি হয়ে দু'আ করতে করতে চলে গেল।

শিক্ষা

আজ আমাদের সমাজে বহুলোক আছে যারা অযথা টাকা পয়সা নষ্ট করে কিন্তু পাড়া প্রতিবেশির দিকে একটু খেয়াল নজর রাখে না। ঈদের দিনে নিজে এবং নিজ সন্তানরা দামী কাপড় পরে অথচ পাশের ঘরে গরীব আত্মীয় যে পুরাতন কাপড় পরছে তা লক্ষ্য করে না। ঘটনায় দেখলেন তো নিজের সন্তানদের জন্য রাখা পঁচিশ দিরহাম গরীবকে দিয়ে দিলেন ফলে আল্লাহ তায়ালা অন্য পন্থায় পঁচিশ দিনার দিয়ে দিলেন। এই জন্য রাসুল সা. বলেন, বেশি বেশি সদকা কর। সদকা মানুষকে আল্লাহর প্রিয় বানিয়ে দেয়। একটি প্রবাদ আছে 'দিয়ে ধন দেখে মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ।' আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন যে, সেই সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ হয় কিনা। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে ধনীকে ফকির আর ফরিককে ধনী বানানো সেকেন্ডের ব্যাপার না। কারুনের মত হাজার সম্পদশালী লোক আছে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদসহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাই সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। আজ আছে কাল নেই।

সুতরাং আসুন! আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করি। আর কুরআন হাদীসের পথে চলে দুনিয়া এবং পরকাল সুন্দর করি।

আবু যর গেফারি রাযি. এর উট বন্টন

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন বলেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় বস্তু দান করবে। সাহাবায়ে কেরাম যখন আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন তখন সবচেয়ে উত্তম জিনিষ দান করতেন। আর আমাদের সমাজ হলো তার বিপরীত। যদি কোন বস্তু সদকা করতেই হয় তখন এমন বস্তু করবে যা একেবারে দুর্বল। যদি ফকির বা কোথাও কোন টাকা পয়সা সদকা করা হয় তখন পকেটের একেবারে দুর্বল ছেড়া নোটটি করা হয়। সাহাবায়ে কেরামের মতো আমাদের মনকে প্রশস্ত করতে হবে। হযরত আবু যর গেফারি রাযি. এর নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। দান করলে ভাল জিনিস করতে হবে। কুরবানী করলে মোটা তাজা পশু করতে হবে।

ঘটনা

হযরত আবু যর গেফারি রাযি. একজন বিখ্যাত বুজুর্গ সাহাবি ছিলেন। তার কয়েকটি উট ছিলো। একজন দুর্বল যুবক তা দেখাশুনা করতো। এটাই ছিলো তার জীবিকার একমাত্র উপায়। এক সময় বনি সুলাইমের এক ব্যক্তি এসে আরজ করলো, হুজুর! আমি আপনার ফয়েয হাসিল করার জন্য আপনার খেদমতে থাকতে চাই। পাশাপাশি আপনার রাখালেরও সাহায্য করবো। তিনি বললেন, আমার কথা মতো যদি চলো, তবে থাকতে পারো। অন্যথায় তোমার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। কি কথা, সুলাইমি জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি কোনো মাল খরচ করার আদেশ করলে তোমাকে সর্বোৎকৃষ্ট মাল খরচ করতে হবে। লোকটি এই শর্ত স্বীকার করে তার খেদমতে থাকতে লাগলো। হঠাৎ একদিন কোনো একব্যক্তি তার নিকট এসে প্রকাশ করল, নহরের নিকট কিছু সংখ্যক গরিব লোক বাস করে যাদের আহারের কোনো ব্যবস্থা নাই। হযরত আবু যর রাযি. আমাকে বললেন, একটা উট নিয়া আসো। আমি পালের মধ্যে সওয়ারীর উপযোগী একটা সর্বোৎকৃষ্ট উট দেখলাম । আমি ওয়াদা মোতাবেক ঐ উট লইতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ মনে আসল,

যখন গরিবদিগকে খাওয়ানোই উদ্দেশ্য তখন এই বেশি কাজের উপযোগী উটটা না নিয়ে অন্য একটা ভালো উট নিলেই তো চলে। সুতরাং আমি এটা অপেক্ষা নিকৃষ্ট কিন্তু অন্যগুলি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটা উট নিয়ে আসলাম। তা দেখেই তিনি বললেন, তুমি খেয়ানত করেছ। আমি তার কথা বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ তা রেখে প্রথমোক্ত উটটি নিয়ে আসলাম। হযরত উপস্থিত লোকদিগকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে একটা কাজের জন্য দুইজন লোকের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজের জন্য দুইজন লোক দাঁড়িয়ে গেলো। তিনি বললেন, ঐসব গরিব লোকদের মধ্যে এবং আমার মধ্যে উটটা জবেহ করে সমান ভাগে ভাগ করে দাও। তার আদেশ মতো তা জবেহ করে সমান ভাগে বন্টন করা হল।

তারপর তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ইচ্ছা পূর্বক আমার অছিয়ত অমান্য করেছো? না তা ভুলে গিয়েছিলে? ভুলে গিয়ে থাকলে অবশ্য তা কোনো অপরাধ নয়। আমি বললাম, হুজুর! আমি ভুলি নাই, তবে ঐ উটটাই নিয়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণে ভাবলাম, ঐ উটটা হুজুরের সবচেয়ে বেশি কাজে আসবে। তাই এটা ছেড়ে আসলাম। তিনি বললেন, শুধু আমার প্রয়োজনেই ছেড়ে দিলে? সে বলল, জী হ্যাঁ। হযরত আবু জর রাযি. বললেন, আমার প্রয়োজনের দিন কোনটা তা তুমি জানো? যেদিন আমাকে একাকী কবরের নির্জন গহবরে রাখা হবে সেই দিনই আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনের দিন। মনে রাখবে মালের তিনজন অংশীদার রয়েছে। প্রথম তাকৃদীর যা মাল নিয়ে যাবার সময় কারো অপেক্ষা করে না। ভাল মন্দ সব মালই যাবার সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। ভাল মন্দ সব মালই যায়। দ্বিতীয় ওয়ারিশগণ যারা শুধু পাবার আশায় তোমার মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে। তৃতীয় অংশীদার তুমি নিজে। মনে রাখবে ঐ তিন অংশীদারের মধ্যে তুমি যেনো কারো অপেক্ষ দুর্বল না হও। আল্লাহ পাক বলেছেন– প্রকৃত পূণ্যে তোমরা পৌছাইতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আপন প্রিয়বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান না করো।

জিবরাইলের সাথে আলী রাযি. এর ব্যবসা

হযরত আলী রাযি. এর ঘরে একবার খুবই অভাব দেখা দিলো। খাবার কেনার জন্য কোনো টাকা তার হাতে ছিলো না। হযরত ফাতেমা রাযি. এর একখানা চাদর নিয়ে বাজারে গেলেন এবং তা ছয় দিরহাম দিয়ে বিক্রি করলেন। ফেরার পথে দেখতে পেলেন এক অসহায় লোক ভিক্ষা করছে। সে আলী রাযি. কে বলল, হে আলী! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করো। আমি খুব অভাবের মধ্যে আছি। ভিক্ষুকের কথা শুনে আলী রাযি. সব দিরহাম এই ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। পরিবারের সবাই যে না খেয়ে আছে তা তিনি মোটেও ভাবলেন না।

কিন্তু আল্লাহ পাকের মহিমা দেখুন। খালি হাতে আলি রাযি. বাড়ি ফিরছেন। এমন সময় এক অপরিচিত লোক এসে বলল, আলী! ইচ্ছা করলে আপনি আমার উটটি কিনতে পারেন। আলি রাযি. বললেন আমার কাছে তো কোনো টাকা নাই। লোকটি বলল, আপনার কাছে কোনো টাকা না থাকলেও সমস্যা নাই। আপনি আমার কাছ থেকে বাকিতে কিনতে পারেন। পরে টাকা দিলেও চলবে। তাই হযরত আলি রাযি. একশত দিরহাম মূল্য নির্ধারণ করে বাকিতে উটটি ক্রয় করে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলেন।

পথিমধ্যে অপর এক অপরিচিত লোক এসে বলল, আপনি কি উটটি বিক্রি করবেন? হযরত আলী রাযি. সম্মতি জানালেন। লোকটি একশত ষাট দিরহামে উটটি ক্রয় করতে চাইলো।

হযরত আলি রাযি. খুশি মনে একশত ষাট দিরহামে উটটি বিক্রয় করে বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর পূর্বের সেই লোকটি হাজির। যার কাছ থেকে তিনি এই উটটি বাকিতে কিনেছিলেন। লোকটি তার পাওনা টাকা চাইলো। এবার তো হযরত আলী রাযি. এর কাছে দিরহাম আছে। তাই তিনি তার একশত দিরহাম দিয়ে দিলেন। আর অবশিষ্ট ষাট দিরহাম নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। একসাথে এতো দিরহাম দেখে হযরত ফাতেমা রাযি. প্রশ্ন করলেন– এতো দিরহাম

কোথায় পেলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহর সাথে একটি ব্যবসা করেছিলাম। এতে আমার ষাট দেরহাম লাভ হয়েছে।

এই ঘটনা যখন পিয়ারা হাবিব সা.এর নিকট বর্ণনা করা হলো, তখন পিয়ারা হাবিব সা. বললেন– উট বিক্রেতা ছিলেন হযরত জিবরাইল আ. এবং ক্রেতা ছিলেন হযরত মিকাইল আ.। আর যে উট বেচা-কেনা হয়েছিলো তা কিয়ামতের দিন হযরত ফাতেমা রাযি. এর সওয়ারি হবে।

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা!

উপরোল্লিখিত ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় দান খয়রাত কত বড় বরকত ও পূণ্যের কাজ। আল্লাহর রাসুল সা. বলেন, কেউ যদি কোন ভিক্ষুককে সদকা করে তাহলে এই সদকা সর্বপ্রথম আল্লাহর কুদরতী হাতে যায় এর পরে ভিক্ষুকের হাতে যায়।

ইতিহাস তালাশ করলে দেখা যায়, যতো মানুষ সম্পদ পেয়ে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছে তাদের সম্পদ দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। আর যারা কৃপণতা করেছে, এতো সম্পদ থাকার পরেও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে নাই তারা ধীরে ধীরে ফকির হয়েছে। এই জন্য এক বুযুর্গ বলেন তোমার কাছে ভিক্ষুক হাত পেতেছে তাই তুমি ভাগ্যবান, আল্লাহ চাইলে তোমাকে ভিক্ষুক বানিয়ে তার কাছে হাত দিয়ে সওয়াল করাতে পারতেন। তাই তাকে খুশি হয়ে সাহায্য কর। আমরা যদি সহিহ নিয়্যতে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করি তাহলে আল্লাহ দুনিয়া এবং পরকালে অবশ্যই এর প্রতিদান দিবেন এবং আমাদের রুজির বরকত বাড়িয়ে দিবেন।

এখলাছ এমন হওয়া চাই

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন। তাঁর কাছে কুরআন-হাদীস বুঝার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে অনেক লোক আসত।

দেখেন! তাঁর নিয়ত কতটা বিশুদ্ধ ছিলো। এক যুবক নিয়মিত তাঁর কাছে দ্বীন শিখার জন্যে আসত। কিন্তু হঠাৎ একদিন যুবকটি এলো না। তিনি উপস্থিত ছাত্রদেরকে বললেন, সেই যুবক কোথায়? তারা উত্তর দিলো, হুজুর তার কাছে একলোক টাকা পেতো। কিন্তু সে দিতে না পারায়, লোকটি তাকে বন্দি করে রেখেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা সেই লোককে চিনো কি? এবং পাওনা টাকার পরিমাণ কত জানো কি? তখন তারা সবাই বলল, হ্যাঁ। আমরা সবাই তাকে চিনি এবং জানি লোকটির পাওনা টাকার পরিমাণ কতো। তারা বলল, তার পাওনা হলো ১০ হাজার দিনার।

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. ১০ হাজার দিনার সাথে নিয়ে লোকটির বাড়ি গিয়ে বললেন, তুমি তাকে কেনো বন্দি করেছো? লোকটি উত্তর দিলো, আমি তার কাছে দশ হাজার দিনার পাই কিন্তু সে দিচ্ছে না। তাই তাকে বন্দি করে রেখেছি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. বললেন, আমি যদি আপনাকে ১০ হাজার দিনার দিয়ে দেই তবে কি আপনি তাকে মুক্ত করে দিবেন? লোকটি উত্তর দিলো, আপনি যদি আমার পাওনা দিয়ে দেন তবে আমি তাকে বন্দি রাখার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। আমি নিশ্চয়ই তাকে মুক্ত করে দিবো।

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. বললেন, আমি যে আপনাকে টাকা দিবো তা আপনি তাকে আমার মৃত্যুর পূর্বে কখনো বলবেন না। এই শর্তে তিনি লোকটির কাছে টাকা হস্তান্তর করে চলে গেলেন।

পরের দিন দেখেন সেই যুবক দারসে উপস্থিত। তিনি তাকে এতদিন অনুপস্থিতির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সে সব কিছু বর্ণনা করল যে, আমার কাছে এক ব্যক্তি কিছু দিনার পেতো। কিন্তু আমি তা পরিশোধ করতে না পারায় সে আমাকে বন্দি করে রেখেছিলো। কিন্তু পরে কেনো জানি আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। তবে আমার ঋণ ক্ষমা করেনি। আল্লাহ হয়তো আমাকে ফিরিশতার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. এর মৃত্যুর পর পাওনাদার এসে তাকে সব ঘটনা খুলে বলল। আর এও বলল যে, তিনি আমার কাছ

থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। আমি যেনো তার মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে এসব না বলি। তাই তখন আমি তোমাকে এসব বলিনি।

মুহতারাম পাঠক!

শুধুমাত্র ঘটনা পড়লেই চলবে না, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাদের নিয়ত কেমন ছিল আর আমাদের নিয়ত কেমন? মাশাআল্লাহ! বর্তমান সমাজে কিছুসংখ্যক লোক ব্যতিত সবাই লোক দেখানোর আমল করে। নামায রোযা হজ্জ সদকাসহ আমাদের সর্বকাজ যেন হয় রিয়ামুক্ত। বিশেষ করে দানের ক্ষেত্রে রিয়া বা লোক দেখানো বর্জন করতে হবে। রাসুল সা. বলেন হাশরের মাঠে যেদিন আরশের ছায়া ব্যতিত কোন ছায়া থাকবে না সে দিন সাত ধরনের লোক সেই আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবে। তন্মধ্যে একদল হলো– যারা এমনভাবে সদকা করত যে ডান হাতে সদকা করলে বাম হাত জানত না। অর্থাৎ তাদের এতো খাঁটি এখলাস ছিল। তাই আসুন! সামাজিক কালচার ছেড়ে দিয়ে এখলাসের সাথে সদকা করি। আল্লাহ যেনো আমল করার তাওফিক দান করেন। আমিন।

দান সদকা সম্পর্কে আরো কিছু হাদীস

১. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার পথে দান করে তাকে উত্তম বদলা দাও। আর দ্বিতীয়জন বলেন, হে আল্লাহ! যে তোমার পথে দান করা থেকে বিরত থাকে তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করো। (মুসলিম)

২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তির কাছে একদিনের খাবার আছে আর সে তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ফেলে। তাকে আকাশ থেকে একজন ফেরেশতা এই বলে

ডাক দেন, হে আল্লাহর ওলি! তুমি নতুন করে আমল শুরু করো। তোমার পিছনের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

৩. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. বলেছেন, আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ থাকে তাহলে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পরও সামান্য কিছু আমার কাছে অবশিষ্ট থাকুক তা আমি পছন্দ করি না। তবে হ্যাঁ আমার দেনা পরিশোধের জন্য সামান্য যেটুকু প্রয়োজন। (বুখারী)

৪. হযরত ছাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. বলেছেন, সর্বোত্তম দিনার হলো ঐ দিনার যা নিজের সন্তান সন্ততি ও পরিবারের জন্য খরচ করা হয়। সে দিনারও উত্তম যে দিনার জিহাদের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পশুর জন্য খরচ করা হয়। আর সে দিনারও উত্তম যে দীনার জিহাদে অংশ গ্রহণকারী স্বীয় সঙ্গী সাথীগণের জন্য খরচ করা হয়। (মুসলিম)

৫. হযরত আনাছ রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রমযানের পর কোন রোযা উত্তম? জবাবে তিনি বললেন, শাবানের রোযা রমযানের সম্মানার্থে। বলা হলো, তাহলে কোন সদকা উত্তম? তিনি বললেন রমযান মাসে সদকা করা। (তিরমিযী)

৬. হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করে দাও। ইহা তোমার জন্য উত্তম হবে। আর যদি তুমি ইহা জমা করে রাখো। তবে তোমার জন্য অমঙ্গল হবে। আর প্রয়োজন পরিমাণ জমা করে রাখতে কোনো দোষ নেই। যাদের রুজি তোমার জিম্মায় রয়েছে তাদের থেকে খরচ আরম্ভ করো। (মিশকাত)

৭. হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. বলেছেন, সদকা করার ব্যাপারে জলদি করো। কেননা বিপদ সদকাকে ডিঙ্গাতে পারে না। (মিশকাত)

৮. রাসুল সা. বলেন, তুমি সকালে অতি ভোরে সদকা করো। কেননা বিপদ সদকা হতে আগে বাড়তে পারে না। (তারগিব)

৯. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. বলেন, সদকা সম্পদকে কমায় না। কোনো অন্যায়কারীর ভুল ত্রুটি ক্ষমা দেওয়া

ক্ষমাকারীর সম্মান বৃদ্ধি করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিনয় অবলম্বন করে। আল্লাহ তায়ালা তাকে উঁচু মর্যাদা দান করেন। (মুসলিম)

১০. হযরত আছমা রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. বলেছেন, বেশি বেশি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো গণনা করো না। তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার ব্যাপারে গণনা করবেন। আর জমা করে রেখো না। তবে আল্লাহ তায়ালা তোমার ব্যাপারে জমা করে রাখবেন। তোমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব দান করতে থাকো। (বুখারী)

১১. হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান বস্ত্রহীনকে কাপড় পরাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে সবুজ লেবাস পরাবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়াবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে ফল খাওয়াবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে পিপাসার্ত অবস্থায় পানি পান করাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে এমন শরাব পান করাবেন যার উপর মহর লাগানো থাকবে। (আবু দাউদ)

https://t.me/islaMic_fdf

সমাপ্ত

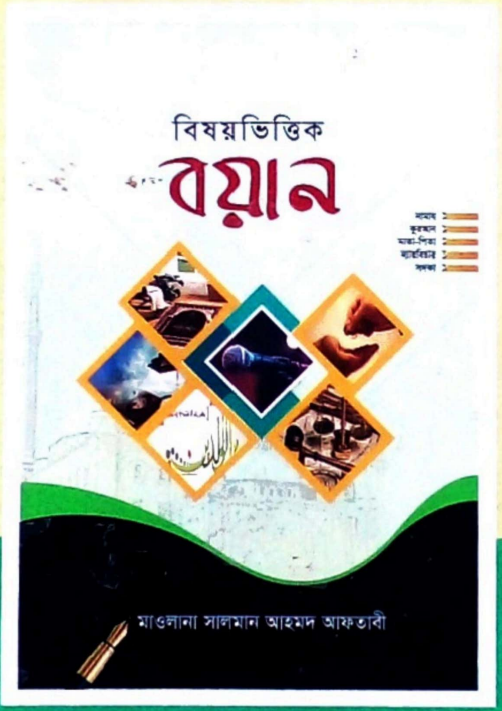

ডিজাইন ও ছাপা
হরফ মিডিয়া
০১৮৩৫৯০-৩২৮৫১০

প্রকাশনায়
হরফ পাবলিকেশন্স